ইসলামী বসন্ত

الربيع الإسلامي

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আইমান হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আইমান হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ
আবনাউল ইসলাম

সম্পাদনা
মুফতি ইমতিয়াজ

আস-সাহাব পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইসলামী বসন্ত

লেখক
শায়েখ আবু মুহাম্মদ আইমান হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ
আবনাউল ইসলাম

সম্পাদনা
মুফতি ইমতিয়াজ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০১৫

যোগাযোগ
আস-সাহাব পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মূল্য : ১৬০ (এক শত ষাট) টাকা মাত্র

ISLAMI BASANTO
AS-SAHAB PUBLICATIONS
Price: 160.00 TK. 8 DOLLAR (US).

উ।ৎ।স।র্গ

- ❖ ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।
- ❖ জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।
- ❖ সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি উৎসর্গ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

মুখবন্ধ

এক

উসমানি খিলাফতের ম্লান আলো তখনো পৃথিবীর কিছু অংশে টিমটিম করে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ঘরের শত্রু আর বাইরের শত্রুদের নানামুখি ষড়যন্ত্রে খলীফা আব্দুল হামিদ নেতিয়ে পড়েছেন। দিন-মান শুধু কী যেন ভাবেন। কাছের লোকদের সাথেও খুব একটা কথা বলেন না। এত ভাবনা কী নিয়ে? যৌবন বয়সে তো খিলাফাহ নিয়ে এতো ভাবতে দেখা যায়নি তাকে? হ্যাঁ বড় অসময়ে হলেও তার এ দুশ্চিন্তার সঙ্গত কারণও ছিল। এত দিনে তাঁর বুঝে এসেছে— খিলাফতের মাহাত্ম, তাৎপর্য, উপযোগিতা। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তাকে উসকানি দিয়ে ডেকে ডেকে বলছে— না, না খলীফা! ওদের নীল-নকশায় তুমি স্বাক্ষর করো না। অন্তত এতটুকু লাজ-মর্যাদার তো পরিচয় দাও! খলীফা আব্দুল হামিদ তা করে ছিলেন। জায়নবাদী ইহুদী রাজ্যের কুশিলবদের হাতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড স্বেচ্ছায় তুলে দেননি। যদিও তা তিনি রুখতেও পারেন নি। তবে এতটুকুর জন্যও তিনি উম্মাহর হৃদয়ে কিছুটা হলেও জায়গা পেয়েছেন। কারণ, উম্মাহর জন্য তাঁর মন কেঁদেছিল।

দুই

১৯৫০ এর দিকে। ছোট একটি কাফেলা এগিয়ে চলছে ইয়েমেনের রূক্ষ মরু মাড়িয়ে হেজাযের পথে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে মক্কা-মদীনার পানে। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে প্রিয় নগরীতে পৌঁছলো কাফেলাটি। নতুন ভাবে শুরু হবে পরিবরাটির জীবন-যাপন। পরিবারের বর্তাব্যক্তি শুরু করেন যৌথ ব্যবসা। ধীরে ধীরে তা মহিরুহের রূপ ধারণ করে। বিলাসী জীবনের সব উপকরণই যেন কুদরত তার জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। কিন্তু না। তিনি বিলাসিতায় হারিয়ে যাননি। সন্তানদের বরং দীক্ষা দিলেন ঈমানের, মিতব্যয়ের, জনকল্যানের, দীনের জন্য নিজেদের উৎসর্গের। সন্তানদের জড়ো করে ইসলামের সোনালী যুগের কাহিনী শোনান। শোনান সাহাবাদের, সালাফদের ঈমান-দীপ্ত নানা কাহিনী। কখনো আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন। লক্ষ করেন সন্তানদের প্রতি। কী যেন খুঁজে বেড়ান তাদের মাঝে। একটি ছেলের দিকে কেন যেন তাঁর আকর্ষণ একটু বেশি। অন্য সবার চে' তার মনোযোগ, মেধা ও কৌতুহল তাকে পুলকিত করে। আশ্চর্য স্বপ্নও তিনি দেখেন তাকে ঘিরে। মনের কথা একবার বলেই ফেলেন সবাইকে জড়ো করে— আমার এ সন্তান দীনের পথে নিজেকে উৎসর্গ করবে। বলছিলাম, উম্মাহর সিংহ পুরুষ; মুজাদ্দেদে মিল্লাহ— শায়েখ উসামা রহ. ও তাঁর স্নেহশীল পিতা মুহাম্মদ বিন লাদেন রহ. এর কথা।

বাবার স্বপ্ন-স্বাধ অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করে ছিলেন।উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে এমন মানুষ তো অনেকেই জন্মেছেন; কিন্তু পুনরায় সোনালী অতীতের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য জান-মাল-মেধা ও যুগোপোযোগি পরিকল্পনা মাফিক অদম্য গতিতে এগিয়ে যাওয়ার বাস্তব সবক শিখিয়েছেন কালজয়ী বীর সোনানী উসামা বিন লাদেন রহ.। ইসলাম ও মুসলিমদের দুর্দিনে উম্মাহ দেখতে পেয়েছে তার ছটফটানি। তাগুত-কুফ্ফারদের চোখে আঙ্গুল রেখে গর্জন শেখালেনও তিনি। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা সেও তো তাঁরই অবদান। উম্মাহর রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার হুংকার—'অবশ্যই রক্তের বদলে রক্ত, ধ্বংসের বদলে ধ্বংসই করা হবে।' অতঃপর কুফ্ফারদের দম্ভ চূর্ণ করা সেই মোবারক হামলা— উম্মাহ এ ঋন কী করে ভূলতে পারে।

হৃদয় ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়! আজ যখন দেখি, উম্মাহর রত্ন-মানিকতুল্য মুজাহিদগণ যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জিহাদ শুরু করে ছিলেন, যার জন্য এত এত রক্ত ঝরল উম্মাহর। আজ তাঁদের নিমকখোর কিছু অবিবেচক ইসলামের নামে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান-মুজাহিদদের নির্মমভাবে শহীদ করছে। জিহাদের পথে যারা দশক-দশক ধরে নিজেদের জান-মাল-স্ত্রী-সন্তান কুরবান করে ফেরারী জীবন-যাপন করছে- কারা এরা; যারা তথাকথিক খিলাফতের নামে তাঁদের রক্ত হালাল করছে্ আল্লাহ! তুমি এদের সুমতি দাও, আর না হয় তুমি এদের শিক্ষণীয় শাস্তি দাও।

তিন

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার আশা করি কোন প্রয়োজন নেই। তারপরও গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলবো— বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন, তারা নিশ্চয় জানবেন যে, বিশ্বময় জিহাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আমরা দুটি দলের নাম শুনতাম- এক. তালেবান; দুই. আল-কায়দা। অবশ্য আল-কায়দা তালেবানের হাতে বায়আত হওয়ার সূত্রে পুরো বিশ্ব জিহাদ তাগুতের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একটি সুদৃঢ় কাণ্ডের উপরই দণ্ডয়মান ছিল। তবে বছর দেড়েক হল একটি নাম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে; যাদের আমরা- আইসিস, আই.এসা.এল, আইএস— নামে জানতে পারি। বছর খানেক হল; এ দলটি খিলাফতের ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ফলাও করে তা প্রচার হতে থাকে। অনেকে প্রচারণায় ও খিলাফতের স্বাপ্নিক বাস্তবতায় এদের ভালোবাসতে থাকে। তবে যখন তারা জানতে পারে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ খিলাফাহ; তখন তাদের হাসি মিলিয়ে যায় বেদনার কালো মেঘে। প্রশ্ন আসতে থাকে কারা এরা? কেনই বা তারা এমন নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে? পাঠক এ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব আশা করি এ বইয়ে আপনি পাবেন।

তথাকথিত এ খিলাফাহ ঘোষণার পেছনে কত নিস্পাপ রক্ত যে ঝরেছে, এখনো ঝরে চলছে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম যে এদের খারেজী বা হারুরী (খারেজীদের ভয়ংকর উপদলের নাম) পর্যন্ত বলেছেন তা জানি ক'জন!

পাঠক এ গ্রন্থে খিলাফাহ ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার বাস্তব মুখি এক বিন্যস্ত কর্মতৎপরতারও খোঁজ পাবেন। গ্রন্থকার সম্পর্কে এতটুকু কথা বলতে পারি—দীর্ঘ চার দশকেরও অধিক সময় তিনি বিশ্ব জিহাদের প্রাণ-পুরুষ হিসেবে সমাদৃত। হাকীমুল উম্মাহ অবিধায়ও যিনি সমধিক পরিচিত। শায়েখের দরদমাখা কথাগুলো পাঠককে শিহরিত করবে আশা করি। উম্মাহর দরদের বিগলিত অশ্রুগুলোই যেন এ গ্রন্থের ছত্রেছত্রে প্রবাহিত হয়েছে।

প্রিয় উম্মাহ! আশা করি সত্য-সুন্দরের আহ্বান আপনাদের মাঝে সাড়া জাগাতে পারবে। ইসলামী বসন্তের একজন কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। ইসলামের আশু বিজয় তরান্বিত হোক। আমীন।

সূচি

ইসলামী বসন্ত (প্রথম পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

بسم الله، والحمد لله، والصلاة على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

আমার প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আল্লাহর ইচ্ছায় আজ আমরা ইসলামের আশুবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করব। আজ ওয়াজিরিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত প্রতিটি ইসলামীভূখণ্ড ক্রুসেডীয় বাহিনীর নির্মম আক্রমণের লক্ষবস্তু। ধর্মদ্রোহী শক্তিগুলো ক্ষত-বিক্ষত আরব মুজাহিদীনদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। সেকুলারিজম ও জাতীয়তাবাদের কাঁধে ভর করে তথা শরীয়াহ অনুমোদিত পন্থাকে পাশ কাটিয়ে যেসকল ইসলামী দল শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাদের চেষ্টা আজ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দেখতে পাচ্ছি- কাঙ্ক্ষিত ইসলামী বসন্ত আজ উদয়ের দ্বারপ্রান্তে।

***

মূল আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই

১. মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইল কর্তৃক মসজিদুল আকসাকে ইহুদীকরণের প্রচেষ্টা। আল্লাহ যদি চান তাহলে এই হীনপ্রয়াস ঘুমন্ত মুসলিমদের জাগিয়ে তুলবে। বিস্ফোরিত হবে তাদের সুপ্ত শৌর্যবীর্য। এটি আরো প্রমাণ করে যে, আলোচনা-পর্যালোচনা, আন্তর্জাতিক সালিশি ও বিশ্বাসঘাতক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে আপোশ-রফার সকল প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ করেছে। মুজাহিদগণ পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, যারা এসকল পথে অগ্রসর হচ্ছে তারা সফলতার মুখ দেখতে পাবে না। কারণ, এসকল পথ ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। উপরন্তু তাদের দীন-দুনিয়া দু'টোই খোয়াতে হবে।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পরিহার করতে হবে সেইসকল বিবাদ-বিসংবাদ ও মতপার্থক্য যা কতিপয় লোক সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। ইহুদী ও খ্রিষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে এক সারিতে আসতে হবে। তারা আজ সাফাবী, নুসাইরী ও আ'লাভীদের সাথে জোটবদ্ধ হচ্ছে। যা শামের জিহাদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে। তাই আমাদেরকে এ অঞ্চলে সকল প্রকার ফিৎনা-ফাসাদ ও আত্মকলহ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, শামের বিজয় আল্লাহর ইচ্ছায় বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পটভূমি তৈরি করবে।

ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোন পর্বে ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে আলোচনার প্রয়াস পাব।

২. শায়েখ মুখতার আবু যোবায়ের রহ. এর পরলোক গমনে শোক প্রকাশ। মুসলিম উম্মাহ, সারা দুনিয়ার মুজাহিদগণ, বিশেত পূর্ব-আফ্রিকা ও জর্ডানের মুজাহিদগণকে শায়েখ মুখতার আবু যোবায়েরের মৃত্যুতে ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণের সঙ্গ নসীব করুন। আল্লাহ তাআলা যেন এ অধমকেও জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকামে তার সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দান করেন।

تَنادوا فَقالوا أَردَتِ الخَيلُ فارِسًا * فَقُلتُ أَعَبدُ اللَهِ ذَلِكُمُ الرَدي
كَميشُ الإِزارِ خارِجٌ نِصفُ ساقِهِ * صَبورٌ عَلى العَزاءِ طَلّاعُ أَنجُدِ
قَليلٌ تَشَكّيهِ المُصيباتِ حافِظٌ * مِنَ اليَومِ أَعقابَ الأَحاديثِ في غَدِ
تَراهُ خَميصَ البَطنِ وَالزادُ حاضِرٌ * عَتيدٌ وَيَغدو في القَميصِ المُقَدَّدِ
وَإِن مَسَّهُ الإِقواءُ وَالجَهدُ زادَهُ * سَماحًا وَإِتلافًا لِما كانَ في اليَدِ
فَلا يُبعِدَنكَ اللَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا وَمَن * يَعلُهُ رُكنٌ مِنَ الأَرضِ يَبعُدِ

কবিতার অনুবাদ :যদি আব্দুল্লাহ নিহত হয়ে থাকে তাহলে সকলের জানা থাকা উচিৎ যে, সে ভীরু, কাপুরুষ বা চপল ছিল না!!

সে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তৎপর, চরম ধৈর্য্যশীল। দুর্গম ও বন্ধুর পথের পথিক অর্থাৎ, দুর্দম সাহসী। বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতার অভিযোগ তাঁর ছিল না। সে ছিল ধৈর্য্যের মূর্তপ্রতীক। তাঁর কীর্তিসমূহ ছিল ত্রুটিমুক্ত ও সমালোচনার উর্ধ্বে।

তুমি তাকে দেখবে বুভুক্ষ অথচ আহার্যের সংকট তার ছিল না। সে বিচরণ করত সাধাসিধে ও জীর্ণ বস্ত্রে। যখন সে অভাবগ্রস্ত হত তখন তার দানের হাত অধিক প্রসারিত হত। আল্লাহ যেন তোমাকে দূরে সরিয়ে না নেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে কোন ভূখণ্ড যখন কাউকে উর্ধ্বে ধারণ করে সে দূরে সরে যায়। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন হে আবু যোবায়ের! আপনি ছিলেন আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, ভাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু, উত্তম সহায়ক। আপনার কথা ও কাজ কখনো দুই রকম হত না।

১৪৩৪ হিঃ রমজান মাসে তিনি আমার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লেখেন- আল্লাহ তাআলা দাউলার (ISIS) ভাইদের ক্ষমা করুন। তারা বিদ্রোহ করেছে এবং দাবী করছে যে, তারা যথার্থ কাজটিই করেছে। অন্তত তাদের থেকে এমনটি আশা করছিলাম না। অথচ,আমরা দিবা-নিশি এমন একটি খিলাফাহ ব্যবস্থার কাজ করছি। গোটা দুনিয়ার মুসলিম একতাবদ্ধ হয়ে যার অধীনে থাকবে। আমরা শায়েখের (শায়েখ জাওয়াহিরী হাফি.) কাছে আশা করব যে, তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

আমি তার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছি।

১৪৩৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে আমি তার কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছি। আমি তাতে লিখেছিলাম- শামে একের পর এক ঘটতে থাকা বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কতটা চিন্তিত তা আমি জানি। শাম আজ ফিৎনার আগুনে জ্বলছে। শরীয়তের অমর্যাদা করা হচ্ছে। দাউলা তানযীম আল-কায়েদার বাইআত অস্বীকার করছে এবং এ নিয়ে প্রতিনিয়ত ছলচাতুরী ও প্রতারনা করে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে ঢালাওভাবে তাকফীর করা হচ্ছে। এমনই সময়ে একটি অডিওবার্তা পেলাম, যা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি অধমকে সেখানে তাকফীর করে নানা কথ বলা হয়েছে। এই রেকর্ডের সত্যাসত্য যাচাইয়ে না গিয়েও এ থেকে এতটুকু স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এর মাধ্যমে ফিৎনায় আটকে পড়াদের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এটি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের চিন্তা-চেতনা কতটা নীচে নেমে গেছে।

যারা আমি অধমকে তাকফীর করতে পারে, আবু খালেদ আস-সূরীর দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে তারা কোন সমালোচককেই তাকফীর করতে দ্বিধা করবে না। সুতরাং আপনাদের কাছে অনুরোধ যে, আপনারা অন্যদেরকে বুঝিয়ে দিন যেন তারা চলমান এই ফিৎনায় শরীক না হয়। ভাল কিছু বলা সম্ভব না হলে যেন অন্তত চুপ থাকে। আর দাউলা ও জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে একথাটি বুঝিয়ে দিবেন যে, ঐক্য হচ্ছে আল্লাহর রহমত আর অনৈক্য হচ্ছে আল্লাহর আজাব।

ইতিপূর্বে আমি শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-জাওলানীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছি যেন তিনি মুজাহিদীনদের উপর কোন বাড়াবাড়িতে অংশ না নেন। এমনিভাবে আমি জাবহাতুন নুসরার সকল ভাইকে আদেশ করছি যেন তারা মুসলমান ও মুজাহিদগণের উপর কোন সীমালঙ্ঘনে অংশগ্রহণ না করেন। আর দাউলাকে বলেছি অনতি বিলম্বে ইরাকে ফিরে যেতে এবং পুনরায় ঐক্যের পথে ফিরে যেতে। দাউলা যদি আমার এ বক্তব্যকে জুলুম মনে করে তবুও তা মেনে নেয়া উচিৎ। কারণ, এর মাধ্যমে আত্মকলহ, খুনখারাবী ও গৃহযুদ্ধের পথ রুদ্ধ হবে।

আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন হে আবু যোবায়ের! আপনার বিদায়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি পূরণ করে দিন। আজ আমাদের শান্তনা লাভের অনেক উপকরণই রয়েছে। কারণ ক্রুসেডারদের সাথে সম্মুখ-সমরে লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাতের ঈর্ষণীয় মাকাম অধিকার করেছেন; পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। দোআ করি, আল্লাহ তাআলা আপনার এবং আপনার দুই ভাইয়ের শাহাদাত কবুল করুন। বিচ্যুতিসমূহ মার্জনা করুন এবং আপনাদের মর্তবা বুলন্দ করুন। আমরা কেবল এমন কথা বলব যা আমাদের রবের সন্তুষ্টির কারণ হবে। তিনি অতিশয় দয়ালু।

هو الدهرُ والأقدارُ بجري بها الدهرُ * فما لامرئٍ نهيٌ على الدهرِ أو أمرُ
تصبرْ، ولو أنَّ الذي عالَ صبرَهُ * مُصابُكَ هذا قدْ يكونُ لهُ عذرُ
مصابٌ بمنْ مِنْ فقدِهِم تذرِفُ السما * وتنتحبُ الأرضونَ والبرُّ والبحرُ
فسبحانَ منْ أغرى المنايا بأهلِهِ * كأنَّ لها ثأرًا، وليسَ لها ثأرُ
ليختارَ منْ يختارُ منهم ويصطفي * لهُ الحكمةُ العليا، لهُ النهيُ والأمرُ
أولئكَ إخواني على كلِ جبهةٍ * بها منهُم ذكرٌ، وفي ثغرِها قبرُ
قبورُهم بينَ الثغورِ غريبةٌ * يباعدُ منها السهلُ والجبلُ الوعرُ
وكم مِنْ غريبٍ في بلادٍ غريبةٍ * وفي الملإِ الأعلى لهُ الشأنُ والذكرُ
تقِلُ هناكَ الباكياتُ عليهِمُ * وفي أرضِهِمْ باكونَ -لو علِموا- كثرُ
تُعَمِّرُ آفاقَ الثغورِ قبورُهُمْ * وأوطانُهُمْ مِنْهُم مرابِعُها قفرُ
سقاهُمْ إلهُ العرشِ منْ بحرِ جودِهِ * حَيًا مستمرًا، لا بطيءٌ ولا نزرُ
أولئكَ إخواني فمنْ لي بمثلِهِم؟ * بمثلِهِمُ يُستنزَلُ النصرُ والقطرُ

কবিতার অর্থ :

'তিনিই যুগের নিয়ন্তা। যুগের চাকার সাথে আমাদের ভাগ্যের চাকাটাও অবিরাম ঘুরছে। তাই কোন বিধি-নিষেধ যুগের রশি টেনে ধরতে পারে না।

তুমি ধৈর্য্য ধর। যদিও এই সংকটে আকাশ কাঁদে। জমিন বিলাপ করে। স্থল ও জল অশ্রু বর্ষণ করে।

পবিত্র সেই সত্তা যিনি নৈকট্যপ্রাপ্তদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন। বাহ্যদর্শীদের কাছে এটি প্রতিশোধ বলে মনে হতে পারে, বাস্তবে তো তা প্রতিশোধ নয়।

এর মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান আল্লাহ প্রিয়জনকে নিজের কাছে টেনে নেন।

এরাই আমাদের সাথী। মুখে মুখে আলোচিত। সীমান্তে রয়েছে তাদের সমাধি।

তাদের কবর দুর্গম সীমান্তে, যেখানে নেই কারো কোন পদচারণা।

নির্জন ভূমিতে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ইহ জগতে অখ্যাত; কিন্তু তারা উর্ধ্ব জগতে বিখ্যাত ও আলোচিত। এখানে তাদের জন্য চোখের জল ফেলার লোকের বড় অভাব; কিন্তু নিজ ভূমিতে তাদের জন্য ক্রন্দনকারীর অভাব নেই।

তাদের সমাধিগুলো জনমানবশূন্য অঞ্চলকে আবাদ করে অথচ লোকালয়ে তাদের বাসগৃহ একেবারে বিরান। আরশ অধিপতি তাদেরকে পান করিয়েছেন অসামান্য অমৃত সুধা।

এরা আমাদের সঙ্গী-সাথী। কে দেখাতে পারবে তাদের সমকক্ষ? তাদের উসিলায় নেমে আসে খোদায়ী সাহায্য। বর্ষিত হয় রহমতের বারি।

পূর্ব-আফ্রিকার যেসকল ভাই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ইসলামী সীমানা পাহারা দিচ্ছেন আমি তাদেরকে বলব, হে প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনারা নিজেদের আদর্শে অটল থাকুন। কারণ, এই আদর্শ এবং এই আদর্শের অবিচলতা খোদায়ী নুসরাত লাভের পূর্বশর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

'তোমরা কি এটা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে কম্পিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্ত নিকটবর্তী।'[১]

আমার দীনি ভাই আবু উবাইদা আহমদ ওমরকে তারা নিজেদের আমীর নির্বাচন করেছেন। আমি উক্ত নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং এই সিদ্ধান্তের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তাকে দা'ওয়াহ ও জিহাদের এই গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেন।

আমি ভাই আবু উবাইদার কাছে আশা করব যে, তিনি পূর্ব-আফ্রিকায় ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবেন। মধ্য ও পূর্ব-আফ্রিকায় মুসলমানদের মান-সম্মান, শান্তি-নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে সামাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকার করে, এমনকি জীবনের বিনিময়ে হলেও তাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুসংহত করবেন। আল্লাহ আপনাকে সেই শক্তি ও সাহস দান করুন। আমীন।

আমি তার কাছে আশা করব যে, তিনি শরয়ী আদালতের প্রভাব ও গাম্ভীর্যতা সুদৃঢ় করবেন। দুর্বলের পূর্বে সবল এবং প্রজার পূর্বে রাজার উপর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। মুজাহিদ ভাইদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবেন। তাদের ব্যয়ভার বহন করবেন। তারা এবং তাদের পরিবার-পরিজন যেন স্বচ্ছ্যন্দে চলতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। শহীদগণের বিধবাপত্নী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে যত্নবান হবেন। কারারুদ্ধ ভাইদের পরিবারের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকবেন। তাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না।

---

[১] সূরা বাকারা: ২১৪

আমি আরো আশা করব যে, তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের যত্ন নিবেন। কারণ, এগুলো জিহাদের দূর্গ ও মুজাহিদ তৈরির মারকায। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবেন। পথের দিশারী আলেমসমাজ ও দাঈগণের অভাব অনটনে পাশে থাকবেন। যাতে তারা নির্বিঘ্নে দা'ওয়াতী কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। পরামর্শ করাকে আবশ্যক মনে করবেন। ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও ক্ষমার বিষয়ে যত্নবান হোন। কারণ, এগুলো শাসক ও আমীরের বিশ্বস্ত সহযোগী। অবশেষে বলব, আপনি সোমালিয়ার মুসলিমদের সাথে কল্যাণকামিতার সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করুন। দুর্বলদের উপর দয়া করুন। অভাবীদেরকে সাহায্য করুন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিন। জানি এ দায়িত্ব অনেক কঠিন। এ বোঝা অনেক ভারী। তাই বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা প্রার্থনা করুন। আর এসবকিছুর পূর্বে নির্জনে আল্লাহর কাছে নিজের হীনতা, দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করুন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

﴿وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾

'আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কী চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।'[২]

আমি আরো একটি বিষয়ের প্রতি জোর দিচ্ছি যে, আমি, তিনি (শায়েখ আবু উবাইদা) এবং তানযীম আল-কায়েদার সকল আমীর ও দায়িত্বশীলগণ মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের একেকজন সৈনিক মাত্র। যতক্ষণ তিনি কোরআন সুন্নাহর আলোকে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন ততক্ষণ আমরা তাঁর আনুগত্য করব। তাঁর আদেশের অন্যথা করব না। কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না এবং বাইআত ভঙ্গ করব না। আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাকে এবং সকল মুসলিমকে তার আনুগত্য করতে সাহায্য করুন।

৩. আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে জানাতে হচ্ছে যে, আনসারুশ শরীয়া লিবিয়ার আমীর শায়েখ মুহাম্মাদ যাহাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর বিদায়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তা পূরণ করে দিন। মুজাহিদ ভাইদেরকে আমীরের আনুগত্য ও জিহাদের ময়দানে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন যতক্ষণ না দীনের বিজয় হয় এবং কুফর পরাজিত হয়ে সমগ্র লিবিয়ায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. আলোচনার মূল পর্বে যাওয়ার পূর্বে আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তানযীম আল-কায়েদার নায়েবে আমীর এবং তানযীম আল-কায়েদা 'জাযিরাতুল আরব' শাখার আমীর আবু নাসের উহাইশী এবং তানযীম আল-কায়েদা 'বিলাদুল মাগরিব' শাখার আমীর ভাই আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদূদের

[২] সূরা সাফফাত: ৭৫

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা শাম ও ইরাকে গৃহযুদ্ধ বন্ধে অতি মূল্যবান বিবৃতি দিয়েছেন। মুসলমানদের মাঝে খুনখারাবী রোধে এই মুবারক প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সকলকে একই সারিতে দাঁড় করানোর চেষ্টাও তাঁরা করেছেন।

তারা তো তাদের ঐক্যপ্রচেষ্টার বদলা আল্লাহর কাছে পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর প্রতিউত্তরে বাগদাদী নিজে এবং তার অনুসারীরা যেভাবে বাইআত ভঙ্গ করেছেন সেভাবে ইয়েমেন এবং আল-জাযিরায় মুজাহিদগণকে পূর্ব-বাইআত ভঙ্গ করে বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মনে হচ্ছে- বাইআত তাঁর কাছে পরিধেয় বস্ত্রতুল্য, ইচ্ছে হলে খুলে ফেলা যায় আবার ক্রয়-বিক্রয়ও করা যায়। আমাদের এই দুই শায়েখ চেয়েছিলেন শামের ফিৎনা নির্মূল করতে। আর বাগদাদী চাচ্ছেন শামের ফিৎনা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে।

(ولو كره الكفرون) "যদিও কাফেররা অপছন্দ করে" শিরোনামে আবুবকর আল-বাগদাদীর বিবৃতির জবাবে হারেস ইবনে গাজী আননায্যারী রহ. যথাযথ বিবৃতি প্রদান করেছেন। তাই আমি তার কাছে এবং তানযীমের সাথে জড়িত জাযিরাতুল আরবের ভাইদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তাআলা হারেস আননায্যারীর উপর সন্তুষ্টি ও রহমতের বারী বর্ষণ করুন। তিনি শিক্ষার্থী ও আলেম সমাজের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যারা ময়দানে জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি ও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করবেন এবং হুজ্জাত কায়েম করবেন সেসকল লোকের বিরুদ্ধে যারা মুসলিম ভূখণ্ডে খৃষ্টান, রাফেযী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে জিহাদে অংশগ্রহণ করছে না, আল্লাহ তাআলা তার শূন্যতা পূরণ করে দিন এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে সবরে-জামীল নসীব করুন। আর আমাদেরকে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। বাগদাদী এবং তার অনুসারীরা যে ফিৎনা উস্কে দিতে চাচ্ছে এবং মুজাহিদগণকে বাইআত ভাঙ্গার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ফিরে আসছি সে প্রসঙ্গে।

শাম ও ইরাকে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে সিরিজ আলোচনার একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় শাম ও ইরাকে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীকে বিস্তারিত শরয়ী দলীল-প্রমাণ ও বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণের কাজে হাত দিলাম। বিশেষকরে আবুবকর আল বাগদাদীর খলিফা হওয়ার দাবী। অতঃপর দলীয় মুখপাত্র কর্তৃক সকল জিহাদী তানযীমকে বাইআত ভঙ্গের নির্দেশ ও তড়িঘড়ি বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা করলাম। ইতোমধ্যে বড় একটি অংশের বিশ্লেষণ করেও ফেলেছিলাম এবং প্রকাশের দ্বারপ্রান্তে ছিল। কিন্তু

ক্রুসেডারদের চলমান হামলা শুরু হওয়ার পর পূর্বপরিকল্পিত আলোচনা মুলতবি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে মুহূর্তে আমি অধম দৌড়-ঝাপ দিচ্ছি সে সময় বাগদাদী (ولو كره الكافرون) শিরোনামে তার বিবৃতি প্রচার করলেন এবং যথারীতি বাইআত ভঙ্গের ও তার হাতে আয়আ'ত গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

এতদসত্ত্বেও চলমান ক্রুসেডীয় হামলার বিরুদ্ধে শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণকে একতাবদ্ধ করার ব্যাপারে আমি এখনো আশাবাদী। এর একটা বিহিত করতে আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আশাকরি, অভিজ্ঞমহল এর মূল্যায়ন করবেন এবং আমাকে স্পর্শকাতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করবেন না। আশা করি আমার ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হবেন এবং এমনসব ইজতেহাদ থেকে নিবৃত হবেন যা করতে গিয়ে তারা অন্য সকল ভাইয়ের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছেন। তানযীম আল-কায়েদার সকল ভাইয়ের কাছে আমি পূর্বেই বার্তা পাঠিয়েছি, যেন তাঁরা কেবল এমন বাক্যই উচ্চারণ করেন যা শামের মুজাহিদগণের মধ্যকার চলমান সংঘাত বন্ধে সহায়ক হবে। তাদের কাছে এই বার্তাও পাঠিয়েছি যে, এই ফিৎনা নির্মূলে তাঁর সাধ্যের সবকিছু করবেন। এমনিভাবে তানযীম আল-কায়েদার নায়েবে আমীর শায়েখ আবু নাসের উহাইশীকে দায়িত্ব দিয়েছি, যেন তিনি এ সংঘাত বন্ধে সাধ্যমত চেষ্টা-তাদবীর অব্যাহত রাখেন।

আবু বকর আল বাগদাদী ও এবং তার অনুসারীদের অনেক জুলুম সহ্য করেছি এবং ফিৎনার আগুন নির্বাপণের জন্য প্রচেষ্টাস্বরূপ সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। সংশোধনকামীদের জন্য ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করেছি; কিন্তু বাগদাদী আমাদের কোন সুযোগই দিলেন না। তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন- সকল মুজাহিদকে বাইআত ভঙ্গ করতে হবে এবং স্বঘোষিত খলিফাটির হাতে বাইআত গ্রহণ করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, তারা বিনা পরামর্শে নিজেদেরকে মুসলমানদের নেতা মনে করতে লাগলেন। অথচ মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের পরিকল্পনা তাদের হাতে নেই। তাদের কাজ একটাই ধরে ধরে সকলকে বাইআত গ্রহণ করানো এবং অনৈক্যের ফাটল আরো প্রলম্বিত করা।

যে সময় সোমালিয়ার মুজাহিদ ভাইয়েরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খৃষ্টশক্তির তীব্র আক্রমণের মুখোমুখী এবং তাদের নেতা মুখতার আবু যোবায়েরের শাহাদাতের শোকে মূহ্যমান। তখন হরাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদ ভাইদেরকে ইমারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

যে সময় মাগরিবুল ইসলামের মুজাহিদ ভাইয়েরা ফ্রান্স ও আমেরিকার যৌথ হামলার মুখোমুখী, প্রতিরোধ বূহ্য নির্মাণে ব্যস্ত; সে মুহূর্তে বাগদাদী ও তার

অনুসারীরা তাদেরকে ইমারাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলল এবং তারা যাকে খলিফা বানিয়েছে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করতে বলল।

যে সময়ে জাযিরাতুল আরবে আমাদের ভাইয়েরা খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নির্মম আক্রমণের শিকার সে সময় তারা সেখানকার তানযীম আল-কায়েদার ভাইদের ইমারার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা যাকে খলিফা বানিয়েছে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগল। এমনকি আবু বকর আল বাগদাদী বলে বসল, 'হুথীরা এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না যারা তাদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারে।' ইসরায়েলী হায়েনাদের বোমার আঘাতে যখন গাজা ভূখণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছিল তখন তিনি টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না; বরং তখন তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন মুজাহিদগণ দলে দলে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে।

বাগদাদী নিজেকে খলিফা ঘোষণার আনুমানিক বিশদিন পূর্বে পাকিস্তান ও আমেরিকা পূর্ব-ঘোষণা মাফিক ওয়াজিরিস্তানে হামলা শুরু করল। তখন তাকে এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে শোনা যায়নি। তার দৃষ্টি ছিল কখন মুজাহিদগণ তানযীম আল-কায়েদা থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে বাইআত হবে সেদিকে।

যে সময় আফগান মুজাহিদগণ নিজেদের মাটিতে ইসলামী ইতিহাসের এক দীর্ঘতম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের, তাদের এবং বাগদাদীর আমীর মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ তখন এ নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। অথচ মুজাহিদগণ ন্যাটো ও আমেরিকার বোমারু বিমানগুলোর ছায়ায় দিনাতিপাত করছেন। আর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের কারাগারগুলোতে বন্দী হয়ে আছেন হাজার হাজার মুজাহিদ। সে সময় বাগদাদী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নতুন নতুন বাইআত প্রত্যাশীর প্রতিক্ষায়, যারা মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত ভঙ্গ করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করতে ছুটে আসবে।

বাগদাদী ও তার অনুসারীরা চায়, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মধ্যএশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশের মুজাহিদগণ এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের আরো যারা বাইআত গ্রহণ করেছেন তারা সকলে যেন বাইআত ভঙ্গ করে বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। অথচ তিনি যাদের পরামর্শে নিজেকে খলিফা দাবী করছেন তাদের নাম, উপনাম, ও ছদ্মনাম কোনটাই আমাদের জানা নেই।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যিনি মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত ভঙ্গ করেছেন তিনি কোন শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে তা করেছেন? ইমারাতে ইসলামিয়া কী এমন অপরাধ করেছে যার কারণে বাইআত ভঙ্গ করতে হবে? যদি এ বিষয়ে কোন দলীল আপনাদের হাতে থাকে তাহলে তা প্রকাশ করুন। কারণ,

আমরা ইমারাতে ইসলামিয়ার আমীর মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছি কোরআন-সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে। যদি ইমারাতে ইসলামিয়া বা এর আমীরের পক্ষ থেকে কোন শরীয়ত বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়-যার কারণে বাইআত ভঙ্গ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না- তাহলে আমরা আমীরকে সংশোধনের আহ্বান জানাব। এতে সারা না দিলে তাকে বর্জন করব। কারণ দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা বাইআত গ্রহণ করিনি।

এখন আমরা যদি দলীল ছাড়া বা শরয়ী বৈধতা ছাড়া বাইআত প্রত্যাহার করি তাহলে এটা হবে কোরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরোধিতা। বাইআত ভঙ্গ করতে অনেকে দলীল হিসেবে বলেন যে, 'মুসলমানদের সংকটকালে এবং তাদের সুরক্ষায় ইমারাতে ইসলামিয়ার অতীত অবস্থান পরিষ্কার নয়।' এধরণের অভিযোগ উত্থাপনকারীরা ইতিহাস ও বাস্তবতা দুটোই অস্বীকার করেছেন। আমরা তানযীম আল-কায়েদার মুজাহিদগণ জীবন্ত সাক্ষী যে, ইমারাতে ইসলামিয়া মুহাজির ও মুজাহিদগণের সুরক্ষায় আমেরিকা, ইউরোপের খ্রিষ্টান ও তাদের মিত্রদের হুমকি-ধমকি ও হামলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছে। মুহাজির ও মুজাহিদ ভাইদের বিশেষকরে তানযীম আল-কায়েদার মুজাহিদ ভাইদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইমারাতে ইসলামিয়ার আমীর এবং দায়িত্বশীলগণ মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজত্ব, নেতৃত্ব সবই বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং যিনি বলবেন, মুসলমানদের সংকটকালে ইমারাতে ইসলামিয়ার অবস্থান অস্পষ্ট- সন্দেহ নেই তিনি ইতিহাস ও বাস্তবতা দুটোই অস্বীকার করেছেন।

وليس يصح في الأذهان شيئ * إذا احتاج النهار إلى دليل

'রৌদ্রোজ্জ্বল দিনকেও যদি দলীল প্রমাণের সাহায্যে সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে বিবেকের কাছে আর কোন কিছুই বোধগম্য হবার কথা নয়।'

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ফিলিস্তিন ও সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের প্রতি তাঁর আবেগ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে বাগদাদী গাজা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানের মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ তো দূরের কথা টু শব্দটি পর্যন্ত করেননি। পক্ষান্তরে ইমারাতে ইসলামিয়ার বাচনিক ও কর্মগত অবস্থান সকলের কাছেই পরিষ্কার। আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ নিজের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রক্ষার্থে রাজত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। আর বাগদাদী রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের নেশায় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারকে (বাইআতকে) বলি দিয়েছেন। দুজনের মাঝে পার্থক্যটা এখানেই।

মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ ও তাঁর সাথীবর্গের নীতি ও অবস্থানকে পরিষ্কার করতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করব- সবে মাত্র আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের হামলা শুরু হয়েছে। ইমারাতে ইসলামিয়া স্থির করল যে, মুজাহিদগণ গতানুগতিক পদ্ধতিতে সম্মুখসমরে লড়বে না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। সে মতে নিজেদের বাহিনীগুলোকে গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়-পর্বতে ছড়িয়ে দিল। এই পদ্ধতি অল্প সময়ের মধ্যে সফলতার মুখ দেখতে শুরু করল এবং আল্লাহর সাহায্যে এই কৌশল আফগানিস্তানে ক্রুসেড বাহিনীকে সোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

যখন ইমারাতে ইসলামিয়া এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করল তখন স্থির হল যে, মুজাহিদগণ কান্দাহার থেকে সরে পড়বে। তবে ক্রুসেডারদের হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি তুলে দেয়া হবে না। তাই সমঝোতার ভিত্তিতে অঞ্চলটি ছেড়ে দেয়ার লক্ষ্যে সাবেক মুজাহিদ মোল্লা নকীবকে নির্বাচন করা হয়। (তখন তিনি একটি ইসলামী দলের সাথে জড়িত ছিলেন) কারজাঈ উক্ত সমঝোতার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন। পরবর্তীতে আমেরিকা ঐ সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করে। সমঝোতার সেই সময়গুলোতে কান্দাহারের উপর আমেরিকার বোমারু বিমানগুলো বৃষ্টির মত বোমা ফেলছিল। এমন সংকটময় মুহূর্তে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ কান্দাহারের ক্ষমতা হস্তান্তরে তিনদিন বিলম্ব করেন এবং কান্দাহার থেকে আরব পরিবারগগুলোকে অন্যত্র সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। অথচ, সমঝোতা হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমতার হাত বিলম্বিত করা তার নিজের জীবনের জন্য এবং ইমারাতে ইসলামিয়ার কর্মচারী, কর্মকর্তা ও সৈনিকগণের জীবনের জন্য ছিল চরম হুমকিস্বরূপ। এই বিলম্বের ফলে পুরো সমঝোতা ভেস্তে যেতে পারত। যখন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদ নিশ্চিত হলেন যে, আরব এবং মুহাজিরগণ কান্দাহার থেকে বেরিয়ে গেছেন তখন তিনি এবং মুজাহিদগণ কান্দাহার ত্যাগ করেন। এই মহান কিংবদন্তীর গোটা জীবন এ ধরণের ঘটনায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাকে আমৃত্যু হকের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন।

এই যখন অবস্থা তখন আবির্ভাব ঘটল এক অবাধ্য বিদ্রোহীর, যে কিনা আমীরুল মুমিনীনের বাইআত অস্বীকার করল এবং অন্যদেরকে বাইআত ভঙ্গ করতে বলল। যেমনটি সে নিজে করেছে। যে সময় কাশ্মীর, ভারত, বার্মা, বাংলাদেশের মুসলমানগণ নির্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত হচ্ছেন সে সময় তার এবং তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে বাইআত ভঙ্গের আমন্ত্রণ আসে। আমাদের ককেশাশের ভাইয়েরা যখন রুশ হায়েনাদের নির্যাতনের শিকার, যা পাঁচ যুগ ধরে চলছে তখন বাগদাদী বাইআত ভঙ্গের আমন্ত্রণ জানানো ছাড়া ভিন্ন কিছু চিন্তা করার ফুরসত পাননি।

অপর দিকে মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের অবস্থান লক্ষ্য করুন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র চেচনিয়াকে একমাত্র তিনিই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি শহীদ সালীম খান ইয়ানদারভীকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন, 'সম্ভাব্য সব কিছু করতে আফগানিস্তান আপনাদের পাশে থাকবে এবং এর পক্ষ থেকে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা আপনারা ভোগ করবেন।' আমীরুল মুমিনীন রহ. চেচনিয়াকে সহযোগিতা করার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করেননি। আর বাগদাদী এবং তার অনুসারীরা ককেশাশের মুজাহিদগণকে বাইআত ভঙ্গ করে তাদের অনুসরণ করতে বলেন। সুবহানাল্লাহ! মুজাহিদগণকে বিচ্ছিন্ন করার এ কেমন প্রয়াস? কার স্বার্থেই বা এমন করা হচ্ছে? যিনি মুসলমানদের সন্তুষ্টি ও পরামর্শে খলিফা হবেন তার পক্ষে এ ধরণের কর্মকাণ্ড কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। এর কারণে শত্রুর সাথে যুদ্ধরত মুজাহিদগণ দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন।

সুতরাং এ ধরণের কর্মকাণ্ড ঐ ব্যক্তির জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে যিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরমার্শ না করে খলীফা হওয়ার হাস্যকর দাবী করছেন। আর যদি পরামর্শ করেও থাকেন তাহলে হয়তবা এমন কতিপয় লোকের সাথে করেছেন যাদের আমরা জানি না। মুসলমানদের ঐক্যকে অটুট রাখা এবং তাদের সীমান্ত সুরক্ষা কি একজন খলিফার দায়িত্বে পড়ে না?

যেসকল মুজাহিদ ভাই যুগের পর যুগ জিহাদের পথে কাটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে শত বাধা মাড়িয়ে এখনও সে পথে পরিচালিত হচ্ছেন তিনি তো তাদেরকে শান্তনা ও উৎসাহ প্রদান করতে দুটো শব্দ উচ্চারণ করার দায়িত্বও বোধ করলেন না। তিনি ভুলে থাকলেন মরোক্কো, সোমালিয়া ও জাযিরাতুল আরবের মুজাহিদগণকে। ভুলে থাকলেন আফগানিস্তান, গাজা, ভারতীয় উপমহাদেশের মুজাহিদগণকে। ভুলে থাকলেন চেচনিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার মুজাহিদগণকে। না তাদেরকে স্মরণ করলেন আর না তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন। তিনি এবং তার সাথীরা কেবল বাইআতের চিন্তায় বিভোর রইলেন।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যে সকল অঞ্চলের কোন দল, উপদল বা শুধু কয়েকজন লোক বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছেন তিনি সে অঞ্চলসমূহের ইসলামী দলগুলোকে বিলুপ্তির ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কার স্বার্থে করেছেন? কাদের স্বার্থে করেছেন? অথচ তিনি নিজেকে খলিফা মনে করেন।

এই ঘোষণার পূর্বে তার দলীয় মুখপাত্র আরো একটি ফতওয়া জারী করেন। যাতে বলা হয়- মজলিসে শুরা বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর সকল ইসলামী দল ও ইমারাহ বৈধতা হারিয়েছে। যদিও তথাকথিত শুরা সদস্যের নাম-ঠিকানা ও মতিগতি সবই অজ্ঞাত। বাগদাদী কার স্বার্থে সব ইসলামী দল ও ইসলামী ইমারাকে বিলুপ্তির ঘোষণা দিলেন? অথচ এই দলগুলির সাথে জড়িয়ে

আছে মিলিয়নোর্ধ অনুসারী। যারা জিহাদ ও কিতালের পথে অভূতপূর্ব নজীর স্থাপন করেছেন। তারা আফগানিস্তানে জিহাদ করেছেন। হামায় (সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর) জিহাদ করেছেন। আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। বাগদাদী জিহাদের পথে পা বাড়ানোর কয়েকযুগ পূর্ব থেকে এ ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আজও পর্যন্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে বুক টান করে জিহাদ করে যাচ্ছেন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন হাজার হাজার মুজাহিদ। আর কুফরী শক্তি তার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দোসরেরা আল্লাহর এই বান্দাগণকে নিঃশেষ করে দিতে বছরের পর বছর ধরে খরচ করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার।

কোন সেই কিতাব আর কোন সেই শরীয়ত যার উপর ভিত্তি করে তিনি ইমারাতে ইসলামিয়াকে বিলুপ্ত গোষণা করলেন? অথচ এই ইমারার বাইআত গ্রহণ করে আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, মধ্য-এশিয়া পূর্ব-তুর্কিস্তান, ইরান এবং আরো অনেক দেশের কয়েক মিলিয়ন মানুষ। অধিকন্তু আল-কায়েদা তার সকল শাখা-প্রশাখাসহ তার বাইআত গ্রহণ করে আছে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ.। তিনি নিজে মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জীবদ্দশায় তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। এমনকি বাগদাদী নিজেও ইমারাতে ইসলামিয়ার আমীর মোল্লা ওমরের হাতে বাইআত গ্রহণকারী ছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহ করলেন এবং বাইআত ভঙ্গ করলেন।

বাগদাদীর গৃহপালিত অজ্ঞাত, অখ্যাত মজলিসে শুরা তাকে খলিফা ঘোষণা করেছে বলেই কি তিনি ইমারাতে ইসলামিয়া ককেশাশকে বিলুপ্ত ঘোষণার স্পর্ধা দেখালেন? অথচ চেচেন মুজাহিদগণ দীর্ঘ চল্লিশ বছরের যুদ্ধের শেষ পর্বে উপনীত হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তারা রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচ যুগ ব্যাপী এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ করেছেন।

যিনি নিজে বিদ্রোহ করেছেন, বাইআত ভঙ্গ করেছেন এবং আমীরের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তিনি কীভাবে অজ্ঞাত দু চার জন ব্যক্তিকে এই অধিকার দিতে পারেন যে, তারা তাকে খলিফা বানিয়ে দিবেন? আর যথারীতি তিনিও আদেশ জারি করবেন যে, যারা যুগের পর যুগ জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা যেন নিজেদেরকে সেসকল দায় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। এ ধরণের কর্মকাণ্ডকে আমরা সংশোধন বলব নাকি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির অপপ্রয়াস বলব? এর মাধ্যমে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হবে নাকি শতধা বিভক্ত হবে? একি ইনসাফ না জুলুম?

বাগদাদী মনে করেন এই অধিকার তার আছে। কারণ, তিনি নিজ ধারণায় একজন খলীফা। সকলের উপর তার আনুগত্য আবশ্যক। তার দুটো ধারণাই

ভুল। না তিনি মুসলমানদের খলীফা আর না তিনি আনুগত্যের হকদার। তিনি নিজেই তো আনুগত্যের অঙ্গীকার (বাইআত) ভঙ্গ করেছেন।

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

'তোমরা কি মানুষদের সৎকর্মের আদেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও?'[৩]

বাগদাদীকে খলিফা বানানোর এই পদ্ধতিটি যদি সঠিক হয় তাহলে প্রতিটি আদম সন্তানের সামনেই খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কারণ, আবু অমুক আল হিমসী আর আবু অমুক আল মূসেলীরা খলীফা হওয়ার দাবী করবে এবং বলবে- আহলুল হাল্লি ওয়াল আ'কদ (বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ) আমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছেন। আর আবু বকর আল বাগদাদীকে অপসারণ করেছেন। খলীফা নিযুক্ত করার যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার রয়েছে, খলীফাকে অপসারণ করার অধিকারও তাদের রয়েছে।

এখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয়, তোমাকে কারা খলীফা নিযুক্ত করেছে? তখন সে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারে, বাগদাদীকে কারা খলীফা নিযুক্ত করেছে? এ পর্যায়ে তরবারীই হবে ফয়সালার একমাত্র মাধ্যম। যেমনটি ঘটেছিল দামেস্কে। তরবারীর জোরে উমাইয়াদেরকে পরাজিত করে যখন আব্বাসীগণ দামেস্কে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল তখন আব্দুর রহমান আদ্ দাখেল স্পেনে পালিয়ে যান এবং তরবারীর জোরে স্পেনের শাসনক্ষমতা দখল করেন। ফলে মুসলিম জাহানে খলীফার সংখ্যা দুইয়ে উন্নীত হয়। এভাবে চলতে থাকলে শাসনক্ষমতার সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত ঐ ব্যক্তি বিবেচিত হবেন যিনি জ্বালাও পোড়াও ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বেশি পরিচালনা করতে পারবে।

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে শাম ও ইরাকে খ্রিষ্টশক্তি ভয়াবহ আক্রমণ করছে। দেশ দুটির মুজাহিদবৃন্দ উক্ত হামলার প্রধান টার্গেট। এমনকি যদি বলা হয় ককেশাশ থেকে মালি পর্যন্ত প্রতিটি ভূখণ্ড ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলার শিকার তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে কী করা উচিৎ? আপাতত সকল মতবিরোধ ত্যাগ করা নাকি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টির নতুন দ্বার উন্মুক্ত করা?

যে সময় মার্কিনীদের বোমারু বিমানগুলো মুজাহিদগণের উপর উপর্যুপরি বোমা নিক্ষেপ করছে সে সময় স্ববিরোধী কয়েকটি দলীলের ভিত্তিতে শাম ও ইরাকের মুজাহিদগণকে বাইআত ভঙ্গ করে বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর মধ্যে কী মাসলাহাত থাকতে পারে? মুজাহিদগণকে বিদ্রোহী, অবাধ্য ও জামাআহর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ঘোষণা দেয়ার মধ্যে কী উপযোগিতা

---

[৩] সূরা বাকারা: ৪৪

যিনি আন্তরিকভাবে মুসলমানদের ঐক্য
থাকতে পারে? শত্রুর মোকাবেলায় কি অপ্রত্যাশিত নয়?
প্রত্যাশা করেন তার থেকে এ ধরণের আচরণ
বড় পরিতাপের বিষয় আমাকে আজ এ ব্যাপারে কথা বলতে হচ্ছে। কারণ,
বাগদাদী ও তার অনুসারীরা আমাদের সামনে চুপ থাকার কোন পথ খোলা
রাখেনি।

وَقُلتُ لِعارِضٍ وَأَصحابِ عارِضٍ * وَرَهطِ بَني السَوداءِ وَالقَومُ شُهَّدي
عَلانِيَةً ظُنّوا بِأَلفَي مُدَجَّجٍ * سَراتُهُمُ في الفارِسِيِّ المُسَرَّدِ
وَقُلتُ لَهُم إِنَّ الأَحاليفَ أَصبَحَت * مُطَنَّبَةً بَينَ السِتارِ فَثَهمَدِ
فَما فَتِئوا حَتّى رَأَوها مُغيرَةً * كَرِجلِ الدَبى في كُلِّ رَبعٍ وَفَدفَدِ
وَلَمّا رَأَيتُ الخَيلَ قُبلاً كَأَنَّها * جَرادٌ يُباري وِجهَةَ الريحِ مُغتَدي
أَمَرتُهُمُ أَمري بِمُنعَرَجِ اللِوى فَلَم * يَستَبينوا النُصحَ إِلّا ضُحى الغَدِ

কবিতার অর্থ :

'আগন্তুক, তার সঙ্গী-সাথী ও সওদা গোত্রের লোকদেরকে সকলের উপস্থিতিতে বললাম;

তোমরা সমূহ অকল্যাণের জন্য প্রস্তুত হও। কারণ যুদ্ধংদেহী বর্মধারী সরদারগণ আসছেন॥

আমি আরো বললাম, মিত্ররা পর্দার আড়ালে চলে গেছে। সুতরাং ক্ষান্ত হও॥

তখন তারা সমতল ও উঁচু ভূমিতে পঙ্গপালের ঝাঁকের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালি দেখতে পেল॥

আমি যখন অশ্বারোহী বাহিনীকে ঝড়ের গতিতে ধাবমান দেখলাম তখন আমি তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলাম; কিন্তু যথা সময়ে তারা আমার উপদেশবাণী কানে নিল না॥

আরো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমরা আমেরিকা জোটের হামলা মোকাবেলা করছি, সে মুহূর্তে বিরোধ উস্কে দেয়া কি যৌক্তিক? এর কারণে শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না লাভবান হবে? তানযীম আল-কায়েদার বিরুদ্ধে বাগদাদী এবং তার অনুসারীরা বিদ্রোহ করা, বাইআত ভঙ্গের ঘোষণা দেয়া এবং তাদের আমীরের (বাগদাদীর) নির্দেশে সুস্পষ্ট অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের নেতৃত্বকে অবৈধ ঘোষণা করা, কতিপয় অপরিচিত ব্যক্তির সমর্থনে নিজেকে খলিফা মনে করা এবং মুজাহিদগণকে জামাআত থেকে বেরিয়ে এসে বাগদাদীর হাতে বাইআত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো এ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করে শত্রুরা ব্যথিত হবে নাকি আনন্দের বন্যায় ভাসবে? حسبنا الله ونعم الوكيل 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক।'

প্রিয় উম্মাহ! আমরা আপনাদেরকে গুরুত্বের সাথে অবগত করতে চাই যে, আমরা উক্ত খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং একে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ বলে মনে করি না। এটি এমন ইমারাহ যা পরামর্শ ছাড়া শাসিত হচ্ছে। একে মেনে নেয়া এবং বাইআত গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয়। তাছাড়া বাগদাদীকে আমরা খেলাফতের যোগ্য মনে করি না।

আমি আবারো বলছি যে, আমরা উক্ত খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ মনে করি না। এটি হচ্ছে বিনা পরামর্শে জবরদখলকৃত ইমারাহ। এর বায়আত গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নয় এবং বাগদাদী খেলাফতের যোগ্য নয়।

এ কথাগুলো আমার একার নয়; বরং সত্যের উপর অবিচল বিদগ্ধ আলেমগণ বিষয়গুলো নিশ্চিত করেছেন। তাদের কয়েকজন হলেন, শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী, শায়েখ হানী আস সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম প্রমূখ। দাওয়াহ ও জিহাদের পথে তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে এমন এমন অবিস্মরণীয় ত্যাগ যা কল্পনাকেও হার মানায়।

এই পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমার বার্তা হচ্ছে- বাগদাদী এবং তার অনুসারীদের গৃহীত নীতি সাধারণভাবে জিহাদে অংশগ্রহণকারী জামাআহসমূহের এবং বিশেষভাবে তানযীম আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ, আমরা গোপন বাইআ'তের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে শাসন করতে চাই না। নির্যাতন, নিপীড়ন, জ্বালাও-পোড়াও ও জবরদস্তিমূলক পন্থা প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করতে চাই না। এগুলো সেই পন্থা নয় যার জন্য যুগ যুগ ধরে মুজাগিদগণ জীবনের নজরানা পেশ করে আসছেন। তাঁরা খেলাফতে রাশেদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তারা এত কিছু করেছেন এমন একটি খিলাফাহ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে; যার মাঝে খলীফার শরয়ী শর্তবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে। আর উক্ত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' তথা- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে। তারা এত কিছু এজন্য করেননি যে, খিলাফাহকে ছিনতাই করা হবে।

হে মুসলিম জাতি! জেনে রাখুন, আমরা বাগদাদী ও তার দলকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে কারো পক্ষে এমন মনে করা সমিচীন হবে না যে, এটি হচ্ছে দুটি তানযীমের মতপার্থক্য; বরং এ হচ্ছে ক্ষমতালোভী স্বৈরশাসক ও তার মদদদাতাদের সাথে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ। আফসোস আজ আমাকে এসব কথাও বলতে হচ্ছে; কিন্তু বাগদাদী ও তার অনুসারীরা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে।

আমরা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং এটাকে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ মনে করি না। এর অর্থ এই নয় যে, তার সমুদয় সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ আমরা অবৈধ মনে করি। তার যেমন রয়েছে পাহাড়সম ভুল তেমনি রয়েছে যথার্থ কিছু পদক্ষেপও।

তার ভুলের ফিরিস্তি যত দীর্ঘই হোক না কেন আমি যদি ইরাক বা শামে উপস্থিত থাকতাম, খ্রিষ্টান, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সাফাবী ও নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতাম। কারণ, বিষয়টি এসবের অনেক উর্ধ্বে। এটি হচ্ছে খ্রিষ্টানদের হামলার মুখোমুখী মুসলিম উম্মাহর সমস্যা। তাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই হামলার মোকাবেলা করা সকল মুজাহিদের অপরিহার্য দায়িত্ব।

ইরাক ও শামে খ্রিষ্টানদের হামলার মুখে আমাদের কর্মপন্থা কী হবে তার বিস্তারিত আলোচনায় পরে আসছি। তখন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ-র মৌলিক আলোচনাও করা হবে।

৫. পাকিস্তান ও আমেরিকান নৌবহরের উপর সফল আক্রমণ পরিচালনা করা ভারত উপমহাদেশীয় তানযীম আল-কায়েদার ভাইদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। এ সম্পর্কে এক বার্তায় তাঁরা জানিয়েছেন যে, কেন তারা আমেরিকাকে টার্গেট করেছেন। কারণ, তারা মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে। সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনে রক্ত ঝরাচ্ছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে। দোআ করি আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানদেরকে গোলামীর জিন্দেগী থেকে উদ্ধার করার তাওফীক দান করুন।

৬. ইমারাতে ইসলামিয়া ককেশাশের আমীর আবু মুহাম্মাদ দাগেস্তানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি অতি মূল্যবান একটি পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রটি তিনি উম্মাহর সকল আলেমগণকে সম্বোধন করে লিখেছেন। বিশেষভাবে যাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে আমিও একজন। অন্য মহোদয়গণ হলেন- শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনী, শায়েখ হানী আস সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম ও শায়েখ আবু মুনযির আশ্ শানক্বিতী।

তিনি আমার কাছে মোট দুটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এর জন্য আমি গর্ববোধ করি। তিনি আমার ব্যাপারে অনেক উঁচু ধারণা পোষণ করেন। আর দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি উপরোক্ত বিদগ্ধ শায়েখ গণের সাথে আমাকেও স্মরণ করেছেন। অথচ আমি আলেমও নই মুতাআল্লিমও নই। তবে হ্যাঁ, আমি আলেম ও ইলমকে ভালবাসি।

শামের ভাইদের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন আমি তা মনোযোগের সাথে শুনেছি। তিনি মুজাহিদ ভাইদেরকে ফিৎনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মুসলমানদের রক্ত ঝরানো ও তাদের মান সম্মানে আঘাত করার ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন- 'শুনে রাখুন, যতদিন পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে পরস্পরকে ছাড় দেয়ার মানষিকতা তৈরি না হবে, যতদিন পর্যন্ত আপনারা সমঝোতার পথ বেছে নিতে না পারবেন এবং যতদিন পর্যন্ত শরয়ী ফয়সালাকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে এবং আমিরের অনুগত না হতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত ফিৎনা নির্বাপিত হবে না।'

তাই শায়খের উদ্দেশ্যে আমি কেবল এটিই বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি আমার উপর যথেষ্ট আস্থা রেখেছেন। আল্লাহ আপনাকে আরো জাযা দান করুন। আপনি শামের মুজাহিদ ভাইদেরকে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এই ফিৎনার সময় মুজাহিদগণের মাঝে সমঝোতার যে দৃষ্টান্তমূলক অবস্থান আপনি গ্রহণ করেছেন তা সবার জন্য অনুকরণীয়। আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন বলেই আপনি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাই বেশি বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আপনাকে এবং ককেশাশের মুজাহিদ ভাইদেরকে আমি কতটা ভালবাসি এবং এই মুসলিম ভূখণ্ডটি আমার হৃদয়ের কতটা গভীরে আসন পেতে আছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আপনি হয়ত জেনে থাকবেন যে, আমার জীবনের আনুমানিক ছয়টি মাস উত্তর ককেশাশের দাগেস্তান শহরে কেটেছে। চেচনিয়া যাওয়ার পথে আমাকে বন্দি করা হয়। তারপর পুরো সময়টা অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়েছে। দোআ করি দাগেস্তান এবং ককেশাশে ইসলামের বিজয় সূচিত হোক।

দাগেস্তানের সেই দিনগুলোতে আমি কতিপয় গুণীজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎলাভ করেছি। আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন এবং তাদের কাছে পৌঁছে দিন আমার সালাম ও দোআ।

আমার লিখিত فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم কিতাবের দ্বিতীয় এডিশনে داغستان: الفرج بعد انقطاع السبب অধ্যায়ে ককেশাশের মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার ভালবাসার কিছু অনুভূতি ব্যক্ত করেছি। আমি যেতে চেয়েছিলাম চেচনিয়ায়; কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন ভিন্ন কিছু। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে আসি আফগানিস্তানে। এখানে শায়েখ উসামা রহ. আমাকে বুকে জড়িয়ে নেন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি বার বার শায়খের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হই।

আপনার মূল্যবান পত্রে উপরোক্ত মহোদয়গণের সাথে আমাকেও স্মরণ করেছেন। এটিই প্রমাণ করে যে এ উম্মত একতাবদ্ধ। সুখে দুঃখে একে অপরের অংশীদার। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির হাজার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। বরং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বরাবরের মতই অটুট আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর কেনইবা এমনটি হবে না; অথচ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পুরোই আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা রাসূল সা. এর উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলেছেন-

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِیْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۳﴾

'পক্ষান্তরে তারা যদি তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহই তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।'[৪]

তাই আশা করব, আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে কখনো কার্পণ্য করবেন না এবং দোআর সময় আমাকে ভুলবেন না। আপনাদেরকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আল্লাহর হুকুমে ইসলামের এক সোনালী অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। আমরা এক মহা বিজয়ের দোরগোড়ায় উপনীত হয়েছি। আশা করছি আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে সাক্ষাৎ নসীব করবেন এবং আপনার হিকমত ও কর্মপন্থা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিবেন। এটি আল্লাহ তাআলার জন্য মোটেও কঠিন কিছু নয়।

৭. স্মরণ করছি বন্দী মুজাহিদ ভাইদেরকে। তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে কারাপ্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। স্মরণ করছি সেই সকল বিরাঙ্গনা বোনদেরকে যারা বিশ্বের বিভিন্ন জেলে দুর্বিসহ যন্ত্রণার মাঝে কালাতিপাত করছেন। বিশেষভাবে স্মরণ করছি শায়েখ আবু হামযা রহ. এর বিধবা স্ত্রী হাসনা এবং তার অন্য বোনদেরকে; যারা ইরাকে বন্দী আছেন। আরো স্মরণ করছি আমেরিকায় বন্দী আফিয়া সিদ্দিকীকে। জাযিরাতুল আরবে হায়লা আল-ক্বাসীর এবং তার বোনদেরকে।

[৪] সূরা আনফাল: ৬২-৬৩

মুজাহিদ ভাইদেরকে বলব, বন্দী বিনিময়ের সময় বোনদেরকে মুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন। অনিবার্য কোন কারণ ছাড়া এই অবস্থান থেকে সরে আসবেন না। যদিও মুজাহিদদের হাত থেকে মুক্ত ব্যক্তি হাজার বছর বেঁচে থাকেন অথবা এক বোনের মুক্তির বিনিময়ে হাজারও ভাইকে বন্দী করার আশংকা হয়।

মোবারকবাদ জানাই খোরাসানী ভাইদেরকে। তারা আমেরিকার নাগরিক ওয়ান আইনষ্টাইনকে অবমুক্ত করার বিনিময়ে আফিয়া সিদ্দিকী ও শায়েখ আবু হামযা এর বিধবা স্ত্রীর মুক্তি দাবী করেছেন।

সশ্রদ্ধ মোবারকবাদ জানাই 'জাবাহাতুন নুসরার' ভাইদেরকে। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে তার দীনকে নুসরত (সাহায্য) করুন। তাদেরকে এবং তাদের ভাইদেরকে 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে দুর্বল-সবল রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের উপর সমভাবে শরয়ী বিধান প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে শুরার উপর ভিত্তি করে। সততা, আমানতদারী ও বিশুদ্ধ আকীদার উপর ভিত্তি করে। যেখানে মুসনলমানদের জানের হেফাজত সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। যে খিলাফতে শৈথিল্যবাদীদের ছাড়াছাড়ি ও সীমলঙ্ঘনকারীদের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে এবং শাসকের লালসা পূরণ করতে খুনখারাবীর পথ বেছে নেয়া হবে না।

আল্লাহ তাআলা জাবহাতু নুসরাকে দীর্ঘজীবি করুন। তারা কয়েকজন সন্যাসিনীর বিনিময়ে আমাদের একশত বায়ান্নজন বোনকে ছাড়িয়ে এনেছেন। যাদের মধ্যে ছিলেন একজন দুঃখিনী মা এবং তার চার শিশু সন্তান। তারা সকলেই বন্দি ছিলেন নরপিশাচ বাশারের হাতে।

আল্লাহ তাআলা জাবহাতুন নুসরাকে দীর্ঘজীবি করুন। তারা বন্দি বিনিময়ের আওতায় লেবানন সরকারের হাতে বন্দী বোনদেরকে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন এবং বন্দী ও বন্দিনীগণকে মুক্ত করার তাওফীক দান করুন। বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে তারা অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কথা ও কাজে ইখলাস দান করুন। তাদের আমলসমূহ কবুল করুন এবং সুদৃঢ় করে দিন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন।

মুজাহিদ ভাইদেরকে এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই অকুতোভয় সৈনিকের কথা যিনি আমেরিকার হাতে বন্দী হয়ে আছেন। তিনি হলেন, অসীম সাহসী ওমর আব্দুর রহমান। আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তির ফয়সালা করুন। যখন আল্লাহর এই সৈনিককে আমেরিকার আদালতে হাজির করা হল এবং বাদীপক্ষ তার মৃত্যুদণ্ড কামনা করল

তখন তিনি নূন্যতম বিচলিত হলেন না; বরং তাঁর বজ্রহুংকারে কেঁপে উঠল সভাগৃহ, যেন তাগুতী প্রাসাদ এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন- 'হে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকমণ্ডলী! সত্য প্রকাশিত হয়েছে। চক্ষুষ্মানদের সামনে তার আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। হুজ্জত কায়েম হয়েছে। সুতরাং আপনার কর্তব্য হল আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং আল্লাহর বিধানের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা। যদি এমনটি করতে ব্যর্থ হন আপনি কাফের জালেম এবং ফাসেকে পরিণত হবেন।'

আমি মুজাহিদ ভাইগণকে আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের ভাই খালেদ শায়েখ মুহাম্মাদের কথা। যিনি পেন্টাগন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেনিসিলভেনিয়ায় ইস্তেশহাদী হামলার সমন্বয়ক।
আমি আরো স্মররণ করিয়ে দিতে চাই, সাফাবী ও রাফেযীদের হাতে বন্দী ভাইদের কথা। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আফগানিস্তান, জাযিরাতুল আরব ও রাশিয়ায় বন্দী ভাইদের কথা। মরোক্কো, শাম ও ইরাকে বন্দী ভাইদের কথা। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সোমালিয়ায় বন্দী ভাইদের কথা এবং বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিম বন্দী ভাইদের কথা।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! বন্দি ভাই-বোনদের মুক্ত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শক্তি। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন এং দুর্বলতা ও হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলুন।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহর ইচ্ছা হলে পরবর্তী পর্বে আবারো কথা হবে।

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.

ইসলামী বসন্ত (দ্বিতীয় পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

জুমাদাল উখরা ১৪৩৬হি:

এটি ইসলামী বসন্ত শিরোনামে সিরিজ আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। উক্ত ধারাবাহিকতায় ইসলামের আশুবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কারণ, মুসলিম উম্মাহ আজ খুঁজতে শুরু করেছে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির পথ। যাতে বদলে দেয়া যায় পরাজয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। ছুড়ে ফেলা যায় দাসত্বের শৃঙ্খল। নিষ্কৃতি লাভ হয় চারিত্রিক, সামাজিক অবক্ষয় থেকে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অধঃপতন থেকে।

আরব বসন্তের চাকচিক্যে যারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল তাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে, এই বসন্ত নির্যাতন, নিপীড়ন ও গোলযোগের নতুন দার উম্মুক্ত করেছে। যার গতি-প্রকৃতি পূর্বের চেয়ে বহগুণে তীব্র ও কুৎসিত। অশুভ শক্তির বিজয়কে তরান্বিত করে এই বসন্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ উম্মাহ এ আপদ থকে মুক্তিই কামনা করেছিল।

মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, যেসকল ইসলামী দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরাতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দীন ও দুনিয়া দু'টোই হারিয়েছে।

উম্মাহর সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ যে সতর্ক বার্তা উচ্চারিত করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত পথ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দায়ীগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে।

কর্তব্যের তাগিদেই মুজাহিদ ও দাঈগণকে আরো দুটি বিষয় উম্মতের সামনে বর্ণনা করতে হবে।

১. যেসকল তানযীম দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করতে চায় তারা সর্বসাধারণকে নির্বিচারে তাকফীর করে না এং তাকফীর করার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় না।

২. জিহাদী তানযীম সর্বদা নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এমন কোন শাসককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করে না, যিনি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বইয়ে তাদের লাশের উপর দাড়িয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, যিনি যে কোন মূল্যে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকতে চান।

আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, আমরা খুলাফায়ে রাশেদার অনুরূপ শাসন চাই। যাকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করেছেন স্বয়ং নবী করীম সা.। তিনি বলেন,

"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

'আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং ইসলামী নেতৃত্বের শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদি কোন হাবশী গোলামও (তোমাদের আমীর নিযুক্ত) হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা (ভবিষ্যতে) জীবিত থাকবে তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই যুগ পাবে সে যেন আমার সুন্নাহ ও হেদায়েতের দিশারী খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ দৃঢ়বাবে আঁকড়ে ধরে।'[৫]

আমরা খোলাফায়ে রাশেদার আদলে হুকুমত চাই। কারণ, খোলাফায়ে রাশেদার উপর সন্তুষ্ট থেকে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আবু মুসলিম খোরাসানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাই না।

আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা ঝকঝকে তরবারী উঁচু করে বলে ইনি আমীরুল মুমিনীন। তার মৃত্যুর পর আমীরুল মুমিনীন হবে জনাব অমুক সাহেব। যে ব্যক্তি মানবে না তার জন্য রয়েছে এই তরবারী। আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা বলে, যে ব্যক্তি এই জামাআহ (শাসনক্ষমতা) নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। আমরা এমন শাসক চাই না যিনি বলেন, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা আমার হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিয়েছে। বিনিময়ে দিয়ে গেছে ধারালো তরবারী। যার বাঁট আমার হস্তে, ফিতা আমার স্কন্ধে, আর ধারালো অংশ বিরুদ্ধাচারীর গলে।
আমরা এমন শাসকও চাই না, যিনি বলবেন, আমরা এই খিলাফাহ অধিকার করেছি শক্তির মাধ্যমে, জ্বালাও-পোড়াও ও ভাঙচুরের মাধ্যমে।

দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহকে বুঝানো যে, ইসলামী শরীয়াহ শুরা-ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। পাশাপাশি উম্মাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবেন এবং খলীফার কাছে জবাবদিহিতা তলব করবেন।
দাঈগণের আরো একটি কর্তব্য হচ্ছে, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন; এই দুই প্রান্তিকতা সম্পর্কে সতর্ক করা।

---

[৫] মুসনাদে আহমদ:১৭১৮৫

শৈথিল্যবাদীরা শরীয়ত বিরোধী পন্থায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন দেখে। যেমন- মুসলিম ব্রদারহুড ও সিসির আশীর্বাদধন্য সালাফী আন্দোলন। আর যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত তারা কতক অপরিচিত ব্যক্তির গোপন বায়আতের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। তারা খলীফা বানিয়েছে এমন একজনকে যাকে উম্মাহ নির্বাচন করেনি এবং তিনি তাদের সন্তুষ্টিভাজনও নন।

তারা আকস্মিকভাবে একজন খলীফা আবির্ভাবের সংবাদ পরিবেশন করল। তারা বলল তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এমন লোকদের মাধ্যমে যাদের তোমরা জান না এবং কল্পনাও করতে পার না। তোমাদের দায়িত্ব হল তাদেরকে মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। আনুগত্য করতে ব্যর্থদের -সে যেই হোক- প্রাপ্য হচ্ছে- একঝাঁক তাজা বুলেট, যা বিদ্ধ হবে তার মস্তকে। এমন কথা কেবল ঐ সকল লোকের মুখেই শোভা পায় যারা ক্ষমতা দখল করেছে বুলেটের মাধ্যমে। জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে।

মুজাহিদ, দাঈ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল, প্রচার মাধ্যমের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এর মাধ্যমে তারা তাদের আমীরকে চেনে নেবেন। তার আদেশ-নিষেধ জেনে নেবেন। তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নরের পরিচয় লাভ করবেন। আর যারা প্রচার মাধ্যমের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখল না- ফলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকল শাস্তির মুখোমখী হলে তারা যেন অন্যকে দোষারোপ না করে। এর জন্য সে নিজেই দায়ী।

দাঈগণের দয়িত্ব হল তারা নুবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ এবং বংশীয় শাসনের মধ্যকার পার্থক্য সর্বসাধারণকে ভালভবে বুঝিয়ে দেবেন। বংশীয় শাসন সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন, اول من غير سنتي رجل من بني أمية 'সর্ব প্রথম যে আমার সুন্নাহকে বিকৃত করবে সে বনূ উমাইয়্যার লোক'।[৬] প্রখ্যাত এক আলেম বলেন, সম্ভবত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা এবং উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা।

হাদীসটিতে রাসূল সা. বলপূর্বক খলিফা হওয়ার দাবীদারকে সুন্নাহ বিকৃতকারী আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং ঐব্যক্তির জন্য কি গর্ব করা সাজে যিনি জোরপূর্বক নিজেকে খলিফা দাবী করেছেন? প্রভাব বিস্তার ও জবরদখল- আল মুলকুল আদূদ তথা বংশীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য। আর এই ব্যবস্থা 'খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' ভেঙ্গে পড়ার কারণ। আল্লাহ যদি চান তাহলে পরবর্তী কোন পর্বে খিলাফাতুন নুবুওয়াহ সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করব। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কী কারণে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল।

---

[৬] শায়েখ আলবানী রহ.। তিনি এ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। ছিলছিলাতুস সাহীহাহ:খ-৪, পৃ-৬৪৮

খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখার প্রত্যাশায় আমরা এই মাত্র ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠিনি। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোট সেনাদের হামলার মুখে খেলাফতের পতন ঘটেছিল। এটি ছিল বংশীয় শাসনের কুফল। যা উঁইপোকার ন্যায় উম্মাহর হাড়-মাংস খেয়ে ফেলেছিল এবং এক সময় তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। যদি আলেম ও আল্লাহ ওয়ালাগণ না থাকতেন, মুজাহিদ ও নেককারগণ না থাকতেন তাহলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এই উম্মাহ পরাজিত হত এবং কিছুতেই চৌদ্দশত বছর টিকে থাকতে পারত না।

ইতো পূর্বে খিলাফাহ বড় বড় শক্তির মুখোমুখী হয়েছে। সেই শক্তি বর্তমান কুফরী শক্তির তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল। কিন্তু আমরা ইতহাসের কঠিনতম ক্রুসেডীয় আক্রমণের শিকার। আজ আমরা যাদের মোকাবেলা করছি তারা অস্ত্রে-শস্ত্রে আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। এমনিভাবে ঈমান আমল ও জিহাদের ময়দানে আমরা পূর্ববর্তীগণের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সুতরাং যে সকল কারণে পূর্বে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল যদি সেগুলোর প্রতিকারে আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে পূর্বের চেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখী হতে হবে।

'আলমুলকুল আদূদ' তথা বংশীয় শাসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ না করা। স্বেচ্ছাচার, জুলুম ও মুসলমানদের সম্ভ্রমে আঘাত করা। নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান নিষিদ্ধ করা। রাসূল সা. বলেছেন,

"لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلَامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ"

'ইসলামের বিধানগুলোকে একটি একটি করে ধ্বংস করা হবে। যখনই একটি বিধান ভেঙ্গে দেয়া হবে মানুষ অন্যটি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে প্রথম যে বিধানাটি ভেঙ্গে দেয়া হবে তা হচ্ছে কোরআনী শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ বিধানটি হচ্ছে নামাজ।'[৭]

নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুসংবাদ শোনাতে এবং জুলুম ও ফাসাদনির্ভর রাজত্বের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে একে একে ইনশাআল্লাহ জেনে নেব মুসলিম বিশ্বের হালচাল।

মুসলিম উম্মাহ আজ এমন একটি যুগ পার করছে যখন দ্রুত গতিতে জিহাদের উত্থান ঘটছে। সুযোগ পেলেই তাতে ফুঁকে দেয়া হচ্ছে নতুন প্রাণ, ভিন্ন জীবন। উম্মাহ মুছে ফেলছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস— রচনা করছে

---

[৭] আল-জামেউ সাগীর:৯২০৬

ইনসাফ ও শুরা ভিত্তিক শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে স্বাধীন করার ইতিহাস।

মানব জাতির বিকাশ ও উন্নতির পথে এবং একটি সুস্থ মানবসমাজ বিনির্মাণে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি। এ বাধাগুলোর রূপ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিকট অতীতে আমরা অর্জন করেছি কিছু নৈরাশ্যকর অভিজ্ঞতা। মুসলিম উম্মাহর পরামর্শ ছাড়া খিলাফতের অযৌক্তিক দাবীর কারণে শামে সংঘটিত হয়েছে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। এতকিছু সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির পাল্লা আজ অনেক ভারী।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ যখনই হোঁচট খেয়েছে তখনই নব উদ্দমে জেগে উঠেছে। দৃঢ় সংকল্প ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। আর তাইতো গৃহযুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারাহ কায়েম হয়েছিল। আলজেরিয়ায় সশস্ত্র ইসলামী দল অস্ত্র ত্যাগের পর জামাআতে সালাফিয়্যাহ দা'ওয়াহ ও কিতালের ঝাণ্ডা উঁচু করেছে এবং মুজাহিদগণের বরকতময় কাফেলার সাথে একীভূত হয়েছে। যা আজ তানযীম আল-কায়েদা বি-বিলাদিল মাগরিব নামে পরিচিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শামের ফিৎনা নির্মূল হওয়ার পর শামের জিহাদ নতুন মাত্রা লাভ করবে। সঠিক চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শুরা ও ইনসাফ ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।

বিভিন্ন দেশে ইসলামের উত্থান প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে ইরাক ও শামের উপর ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা! ইরাক ও শামের উপর খ্রিষ্টানদের চলমান হামলা তাদের ধারাবাহিক হামলারই অংশ। যার পরিধি ফিলিপাইন থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, চেচনিয়া থেকে সোমালিয়া ও মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত এবং পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে ওয়াজিরিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যাকে নাম দেয়া হয়েছে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এমনকি আজ শাম ও ইরাকে খ্রিষ্টানরা যেই হামলা করেছে তা নির্দিষ্ট কোন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জিহাদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়া। উক্ত হামলাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে এবং এর মোকাবেলা করতে হবে। এই হামলাকে সফল করতে শত্রুরা মতবিরোধ দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই হামলা মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের একটি প্রস্তাব আমি পেশ করব। তবে তার আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমরা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং তাকে

খেলাফতের উপযুক্ত মনে করি না তবুও তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। তাই যদি তারা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে তাহলে আমরা তাদের এ সিদ্ধান্ত ও কাজের সমর্থন করব; কিন্তু যদি তারা তাদের এবং অপরাপর জিহাদী তানযীমসমূহের মাঝে বিরোধ নিরসনে শরীয়তের দ্বারস্থ হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা কাফের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করবে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তারা আবু খালেদ আস্‌সূরীকে হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যখন তারা খ্রিষ্টান, রাফেজী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন তাদের যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু যখন তারা মুজাহিদগণের ঘাঁটি দখলের নামে বা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় তখন আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। এমনিভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলে নিতে চাইলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, অথবা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আ'নিল মুনকারের জন্য সংগঠিত হবে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু তারা যখন মুজাহিদ ভাইদের উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং দুর্নাম রটাবে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

এমনিভাবে যখন তারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে সাইক্‌স্ পিক্ট এগ্রিমেন্টের সাথে সমঝোতাকারী বলে আখ্যা দেয় এবং আমাদেরকে সেই ব্যাভিচারিনীর সাথে তুলনা করে যে নয় মাসের গর্ভ লুকিয়ে রাখতে চায় তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা মুসলিম বন্দিগণকে মুক্ত করে এবং জেল থেকে বের করে আনে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন কোন কাফের বন্দীকে ইসলাম গ্রহণের পরও হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে মান্য করে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা তানযীম আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত ভঙ্গ করে, আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করে এবং বলে যে, আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত গ্রহণের মত কোন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা যে কোন ভূখণ্ডে মুসলিম ভাইদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তরার শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে মুজাহিদগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পায়তারা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যদি তারা শুরা ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে

চায় তাহলে আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যদি নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার মাধ্যমে জোরপূর্বক কোন খিলাফাহ মুসলিম উম্মাহর ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে আমরা তাদের বিপক্ষে।

আমরা তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করব যদিও তারা জুলুম করে। আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব, যদিও তারা আমাদের সাথে চাল-চলন ও আচরণে আল্লাহর নাফরমানী করে।

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে বলব, যেন তারা পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সমন্বিতভাবে চলমান ক্রুসেডীয় হামলার মোকাবেলা করেন। যদিও বাগদাদীর সাথে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং যদিও তারা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেয়নি। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করা এবং একে স্বীকৃতি না দেয়ার বিতর্ক এখানে মুখ্য নয়। কারণ মুসলিম উম্মাহ এখন খ্রিষ্টানদের আক্রমণের শিকার। তাই এই হামলা রুখে দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতে চাই, যখন খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুজাহিদগণের যে কোন দলের বিরুদ্ধে -যার মধ্যে বাগদাদীর দলও আছে- যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে আমরা মুজাহিদগণের সাথে থাকব। যদি তারা আমাদের উপর জুলুম করে, আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদগণের মতামত না নেয় এবং এ ক্ষেত্রে শরয়ী ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকে তবুও আমাদের অবস্থান ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা মুসলিমগণকে এবং মুজাহিদগণকে সহযোগিতার কথা পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি।

ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরকে সহযোগিতা করতে বলি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন বা তিনি এবং তার অনুসারীগণ খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন। কারণ, এই দাবী অবাস্তব। প্রমাণিত নয়। মূলত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করার স্বার্থে আমরা তাদেরকে সাহয্য করার পক্ষপাতি।

আমরা যখন জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে সাহায্য করি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করি না যে, তারা আমাদের ভাই এবং তানযীম আল-কায়েদার বাইআত গ্রহণকারী; বরং তাদেরকে সাহায্য করি; কারণ তারা মুসলমান, তারা মুজাহিদ। যখন শাম ও ইরাকের মুজাহিদগণকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই তখন তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, তাদের সাথে আমাদের মতের মিল রয়েছে বা

মতবিরোধ রয়েছে। বরং তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।'[৮]

আমাদের অবস্থানে কোন অস্পষ্টতা নেই। আমরা ইরাক ও শামের সকল মুজাহিদের পাশে আছি। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় তুর্কিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত, ককেশাশের পর্বতচূড়া থেকে আফ্রিকার বনভূমি পর্যন্ত এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম ও মুজাহিদের পাশে আছি। আমরা তাদেরকে সাহায্য করব, তাদের শক্তি যোগাব। তাতে আমাদের সাথে তাদের আচরণ ভাল হোক বা মন্দ। তারা আমাদের উপর জুলুম করুক বা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করুক। মোট কথা, কোন অবস্থাতেই আমাদের এই অবস্থান পরিবর্তন হবে না। কিন্তু শরয়ী ফয়সালাকে পাশ কাটানো, মুসলমানদেরকে নির্বিচারে তাকফীর করা, তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মুজাহিদগণের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং মুসলমানদের পবিত্রতা ও মান-সম্ভ্রমে আঘাত করার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমর্থন দেব না।

শাম ও ইরাকে অধিকাংশ মুজাহিদ এবং সারা বিশ্বের মুজাহিদগণের ব্যাপারে আমরা ভাল ধারণা পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, তারা ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, শরীয়াহ ও খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবওয়াহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দোআ করি আল্লাহ তাআলা তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাদের গুনাহ মাফ করুন এবং তাদেরকে দান করুন দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সফলতা।

এমনিভাবে আমরা মনে করি, যে সকল জিহাদী তানযীমের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সকলেই এর জন্য দায়ী নয়। বরং গুটিকতক মানুষ এর জন্য দায়ী, যারা সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। সরল পথে পরিচালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেন।

শাম ও ইরাকের ভাইদেরকে খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমান ও মুজাহিদ ভাইদের সামনে কয়েকটি কর্মপন্থা পেশ করব। এগুলো দুই ধরণের। কিছু কর্মপন্থা শাম ও ইরাকী ভাইদের জন্য আর কিছু কর্মপন্থা অন্যান্য ভাইদের জন্য।

---

[৮] সূরা তাওবা: ৩৬

শাম ও ইরাকের বাহিরের ভাইদের কর্মপদ্ধতি

যেসকল মুসলিম শাম ও ইরাকের বাইরে আছেন আমি তাদের বলব, আপনারা খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানুন। এটি করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্থ হবেন না।

এই আঘাত কেন করবেন? কারণ, পশ্চিমা খ্রিষ্টানরাষ্ট্রগুলো ইরাক ও শামের আগ্রাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্যরা তাদের আদেশ পালন করছে। আমরা যদি মাথায় আঘাত হানতে পারি তাহলে ডানা ও দেহ দুটোই ধরাশয়ী হবে। এ যুদ্ধ যদি তাদের ঘরে সংক্রমিত করা যায় তবে অবশ্যই তারা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে এবং তাদের সমরনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হবে।

আমি মনে করি, এখন পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন স্বার্থে আঘাত হানা উচিৎ এবং যুদ্ধকে তাদের দেশে স্থানান্তর করা উচিৎ। তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, তারা যেভাবে বোমা বর্ষণ করছে সেভাবে নিজেরাও বোমা বর্ষণের শিকার হবে। যেভাবে তারা অন্যদেরকে হত্যা করছে সেভাবে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। তারা যেভাবে অন্যদের ক্ষত-বিক্ষত করছে তাদেরকেও সেভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে। তারা যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও করছে তারাও সেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াওয়ের শিকার হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে- পরাজয়ের স্বাধ কতটা তিক্ত হতে পারে।

অনেক মুসলিম যুবক যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারছে না বলে আক্ষেপ করছে। আফগানিস্তান, ওয়াজিরিস্তান, ইরাক, শাম, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র দেখে দেখে তাদের অন্তর ক্ষোভে ফুঁসছে। আবার অনেকে ইস্তেশহাদী হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের করণীয় হচ্ছে পশ্চিমা দেশসমূহে আক্রমণ করা। তাদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং শিল্প কারখানায় আক্রমণ করা।

বিষ্ফোরক ছাড়াও কখনো কখনো ইস্তেশহাদী হামলা সম্ভব। আর যদি বিষ্ফোরকের প্রয়োজন হয়ও তাহলে তা প্রচলিত বিষ্ফোরক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিষ্ফোরক ছাড়া বা প্রচলিত বিষ্ফোরক ছাড়া হামলার যেসকল উপায় রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে এবং চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে আরো অনেক পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এ ময়দানে নিকট অতীতে অনেক জানবাজ স্থাপন করে গেছেন অসংখ্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের কয়েকজন হলেন, রমজী ইউসুফ ও তাঁর সঙ্গীগণ, মুহাম্মাদ আতা এবং তাঁর সঙ্গীগণ; মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান, শেহজাদ তানভীর, নিদাল হাসান, ওমর ফারুক, তামারলার ও তার ভাই যোখার সারনায়েত মুহাম্মাদ মারাহ ও প্যারিস অপারেশনের রূপকারগণ। সুতরাং কেন আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি না এবং যুদ্ধের একাধিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি না?

এই পন্থায় যারা কিছু করতে আগ্রহী তাদের জন্য ময়দানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনও হতে পারে যে, আপনার দুকদম সামনেই জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। তাছাড়া জিহাদের ময়দানে পৌঁছতে গেলে শত্রুদের প্রযুক্তির চোখে ধরা পড়তে পারেন। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। এ ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করতে আস্‌সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك অডিও/ভিডিও বার্তা এবং আল-মালাহিম মিডিয়া পরিবেশিত حرض বা Inspire সাময়িকী থেকে আপনার কৌশলগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন।

খ্রিষ্টান দেশে বসবাসকারী হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনারা কিতালের শরয়ী নীতিমালা শিক্ষা করুন। তারপর শরীয়ত অনুমোদিত টার্গেট খুঁজে বের করুন। উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করুন এবং ই'দাদ গ্রহণ করুন। আর সাবধান, কাছের মানুষটিকেও আপনার সংকল্প সম্পর্কে অবহিত হতে দিবেন না। মুসলমানদের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা গুপ্তচরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তারপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহর হুকুমে বিজয় আপনারই হবে।

মোবারকবাদ জানাই বাইতুল মাকদিসের ভাইদেরকে! তারা অতিসাধারণ অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের ফরীজা পালন করে যাচ্ছেন। নিজেদের ভঙ্গুরদশা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা মুসলিম উম্মাহর সামনে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শাম ও ইরাকী ভাইদের কর্মপদ্ধতি

শাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের আহ্বান জানাচ্ছি। যেন অঞ্চল দুটি একটি মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। যেখানে মুজাহিদগণ অবাধ বিচরণের সুবিধা ভোগ করবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিবে। নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বিবিধ উপকরণ সংরক্ষণের যৌথ ব্যবস্থাপনা থাকবে। সেই অঞ্চলে উভয় দেশের যুদ্ধাহত মুজাহিদগণকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। মুজাহিদগণের পরিবারের থাকার ব্যাবস্থা করা হবে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এসকল দিক থেকে খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে। বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়া চলবে না। তাই আমাদেরকে মানতে হবে যে, এই মুহূর্তে এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। কারণ, শাম ও ইরাকের ফিৎনা মুজাহিদদের মাঝে আস্থার বিরাট এক সংকট সৃষ্টি করেছে। এই ফিৎনায় নিহত হয়েছে সাত হাজার মুনুষ। আহত হয়েছে এর কয়েকগুণ। ফিৎনা তখনো অব্যাহত ছিল। এরই মাঝে গুটিকতক অজ্ঞাত ব্যক্তির বায়আতের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসল।

উক্ত খেলাফতের প্রতি সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা অধিকাংশ মুজাহিদই সমর্থন ব্যক্ত করেননি। যখন কতিপয় অতি উৎসাহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইসলামী ইমারাহ ও ইসলামী দলসমূহের বৈধতা রহিত হওয়ার এবং সকলের উপর কথিত খলীফার বায়আত ওয়াজিব হওয়ার ঘোষণা আসল এবং অনুগত সৈনিকদের বিরোধীদের খুলি উড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করা হল; তখন সংকট আরো ঘণীভূত হল। এই দুঃখজনক ঘটনা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ, মুজাহিদগণের রয়েছে নিজেদের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এখন এক পক্ষের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্য পক্ষের যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন উপকরণ প্রেরণকে ভীতির চোখে দেখা হয়। তাই মুজাহিদগণের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে ইরাক ও শামে যুদ্ধরত খ্রিষ্টান, সাফাবী ও সেকুলারদের মোকাবেলায় পারস্পরিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়।

শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণের পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার উপায়

১. অনতিবিলম্বে মুজাহিদগণের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ রাখা।

২. বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ বা এ ধরণের অন্য কোন অজুহাতে বিরোধীদের মস্তক ঝাঁঝড়া করে দেয়ার মানসিকতা এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, জোটবদ্ধ শত্রুসেনাদের মোকাবেলায় মুজাহিদীনের প্রচেষ্টা ও শক্তিসমূহকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবী। ইরাক ও শামে ফিৎনার আগুন উস্কে দেয়া এবং মুজাহিদীনকে বিভক্ত করা জিহাদের জন্য এক চরম আঘাত। এর পুরো ফায়দা লুটবে ইসলামের শত্রুরা।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! ক্রুসেডারদের এই হামলা দীর্ঘ দিন চলবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাত বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে সকল জিহাদী-তানযীম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের বাইআত গ্রহণকারী ছিল অথবা তার মিত্র ও সমর্থক ছিল। তারপর বাগদাদী ও তার অনুসারীগণ আবির্ভূত হলেন। তারা শরয়ী বিচার ও ফয়সালাকে পিঠ দেখালেন এবং ফিৎনা অনুপ্রবেশের জন্য দরজার উভয় কপাট উম্মুক্ত করে দিলেন। ফিৎনার আগুন নির্বাপণের সকল প্রচেষ্টা মাটি চাপা দিলেন। আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যার অপবাদ দিলেন। বললেন, তিনি নাকি শায়েখ উসামা রহ. এর জীবদ্দশায় আল-কায়েদার বায়আত ভঙ্গ করেছেন। এটি ছিল চরম অপবাদ। তারপর তারাই মিথ্যুক প্রমাণিত হলেন।

৭ই জিলহজ্জ ১৪৩৩ হিজরীতে বাগদাদী আমার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে। হামদ, সালাতের পর পত্রটিতে লেখা হয়,

إلى أميرنا الشيخ الدكتور أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ثم قال في ضمنها "شيخنا المبارك نود أن نبين لكم ونعلن لجنابكم أننا جزء منكم، وأننا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاة أمورنا، ولكم علينا حق السمع والطاعة ماحيينا، وأن نصحكم وتذكيركم لنا هو حق لنا عليكم، وأمركم ملزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحيانًا بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجوا أن يتسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك، ومانحن إلا سهام في كنانتكم."

আমাদের শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আইমান আয্-যওয়াহিরীর প্রতি -আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন- আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
তারপর তিনি এক প্রসঙ্গে লিখেন :
'হে আমার শায়েখ ! আমরা পারিষ্কভাবে বলতে চাই যে, আমরা আপনাদেরই একটি শাখা। আমরা আপনাদের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অধীন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি আমাদের কর্তৃত্বের অধিকারী। যতদিন বেঁচে থাকব আপনার আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। আর আপনার কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা। আপনার আদেশ পালন করা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে কখনো এখানের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বলে মনে করি। আশা করি উদার মানসিকতা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুনবেন। এসব কিছু ছাড়িয়ে কর্তত্ব আপনারই। আমরা আপনার তূনীরের কয়েকটি তীর মাত্র।'

পরিতাপের বিষয়! যিনি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আজীবন অনুগত থাকার শপথ করেছেন- তিনি ছয়টি মাসও স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের আমীরকে না জানিয়ে শামকে অঙ্গীভূতকরার ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি এবং তার অনুসারীগণ প্রকাশ্যে তাদের আমীরের অবাধ্যতা করলেন এবং চূড়ান্ত হঠকারিতা প্রদর্শন করে বললেন যে, শাম তাদের ইমারার অধীন। তারা আরো দাবী করলেন যে, তারা নাকি আমীরের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্থান দিয়েছেন।

অপর দিকে শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল্ জাওলানী যখন তাদের বিরোধিতা করলেন এবং নিজ আমীরের আনুগত্যে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন তখন তারা তাকে অত্যন্ত অশোভন অবিধায় অভিযুক্ত করলেন। তারপর তারা নিজেদের

আমীর , বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তানযীম আল-কায়েদার উপর মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং এমনসব অপবাদ আরোপ করলেন যা তাকফীরেরই নামান্তর। বললেন যে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইখওয়ানতন্ত্র ও সাইক্স্ পিক্টের ফিৎনায় পড়েছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকরা তাদের মদদ দাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি তারা ভব্যতার গণ্ডি পেরিয়ে গালমন্দও শুরু করলেন। বললেন, 'এরা সেই ব্যাভিচারিনীর মত যে তার গর্ভধারণের নবম মাসে নিজেকে সতী-সাধ্বী দাবী করে।

অতঃপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে গুটিকতক অপরিচিত ব্যক্তির বায়আতের মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহ ঘোষিত হল। যার প্রতি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অধিকাংশ মুজাহিদদের সমর্থন নেই। তারা দাবী করল যে, এখন থেকে সকল ইসলামী দল ও জামাআত বৈধতা হারিয়েছে। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পদ ও দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো। অথচ এই নির্দেশ যখন আসল তখন তাদের উপর প্রচণ্ড বোম্বিং হচ্ছে। তারা খ্রিষ্টানদের সাথে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘোষণাও করা হল- 'যে ব্যক্তি বিরোধিতা করবে তাজা বুলেট তার মাথা গুড়িয়ে দিবে।' এমন হুংকার তাদের মুখেই শোভা পায়, কারণ কথিত খিলাফাহ পর্যন্ত পৌছুতে তাদের অনেক বুলেট খরচ করতে হয়েছে। তারা বলছে, এই সব কিছু তারা করেছে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে!! কষ্টের মাঝেও হাসি পায় যখন তাদের দলীয় মুখপাত্রকে বলতে শুনি لك الله أيتها الدولة المظلومة ওহে মাজলুম রাষ্ট্র! তোমার জন্য আল্লাহ আছেন!!

৩. একটি স্বাধীন-স্বনির্ভর শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা। ইরাক ও শামের মুজাহিদগণের মধ্যকার যে কোন সমস্যা সমাধানে এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা সুদৃঢ় করা। এই আদালত প্রতিষ্ঠা ছাড়া পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের বিষয়টি শূন্যে ঝুলতে থাকবে। বাতাসের সাথে মিলিয়ে যাবে। সর্বোপরি আত্মপূজারীদের তামাশার বস্তুতে পরিণত হবে ঐক্য ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এবং পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তাঁর কাছে বার্তা পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তিনি একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাননি। তাঁর এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন- যা কারো অজানা নয়। এ ধরণের মহতী উদ্যোগ পুনরায় গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের প্রচেষ্টাকে কেবল ঐ ব্যক্তি নিরুৎসাহিত করতে পারে যে কিনা বিবেদ জিইয়ে রাখতে চায়।

তানযীম আল-কায়েদা সেই সকল শায়েখ ও আলেমগণের প্রকৃত পূর্ণ আস্থাশীল, যাদের সততা, জিহাদের প্রতি অনুরাগ ও মমতা সুপ্রমাণিত। তাদের মধ্যে উল্যেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী -হাফিজাহুমাল্লাহ- শায়েখ আবুল ওয়ালিদ ফিলিস্তিনী, শায়েখ আবু মুহাম্মাদ জাওয়াহিরী, শায়েখ সালেম মারজান, শায়েখ আহমাদ আশ্‌শ -আল্লাহ তাদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন- শায়েখ হানী আস-সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম এবং তাদের মত আরো যে সকল আমানতদার দায়ী রয়েছেন। এটি আমাদের ধারণা। আল্লাহর উপর আমরা কারো পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। আরো আছেন একটি জিহাদী তানযীমের শায়েখ , উস্তাদ অবিভাবক, কারারুদ্ধ কিংবদন্তী- শায়েখ ওমর আব্দুর রহমান। আল্লাহ তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন। এ যুগে এরাই আমাদের সম্পদ, আমাদের মূল ধন, অফুরন্ত খনি ও অমূল্য রতন।

সুতরাং কার স্বার্থে আমরা তাদের দুর্নাম করব, তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাব! এমনটি করলে কারা লাভবান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আছে আমার কাছে। এর মাধ্যমে প্রথমত খ্রিষ্টান, সাফাবী, ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত লাভবান হবে ঐসকল লোক যারা শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করতে লালায়িত। তাদের রাজনৈতিক লালসা পূরণ করতে যারাই বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তারা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালায় এবং দুর্নাম করে।

৪. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া। যারা জিহাদকে ভালবাসেন, এর উন্নতি কামনা করেন এবং ইরাক ও শামের মুজাহিদ ভাইদের বিজয় প্রত্যাশা করেন আমি তাদেরকে আহ্বান জানাব যে, আপনারা স্বাধীন-স্বনির্ভর ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জিহাদী তানযীমগুলো যেন পরস্পরের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সে লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যান। যেন পূর্বতিক্ততা ভুলে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যেই আদালতে সকল পক্ষের জন্য শরয়ী ফয়সালা দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

৫. সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন, আহতদেরকে চিকিৎসা করা। মুজাহিদদের পরিবারকে আশ্রয় প্রদান। সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ, রসদসামগ্রী সরবরাহকরণ এবং যৌথ কার্যক্রম সম্পাদন। ঐক্যবদ্ধ শত্রুর মোকাবেলায় শাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এসকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করলাম। কে প্রত্যাখ্যান করল, কে হেয় জ্ঞান করল আর কে এসব প্রস্তাবনাকে নিষ্প্রয়োজন বা গুরুত্বহীন মনে করল তা আমার দেখার বিষয় নয়। এতটুকু তো বলতে পারব যে, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। রাসূল সা. বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

'দীন কল্যাণকামিতার নাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসূল, মুসলমানদের ইমামগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।'[১]

শেষ করার পূর্বে আমার দেখা একটি ভিডিও সম্পর্কে দু'টো কথা বলতে চাই। শামের একটি দল অপর একটি দলের শরয়ী বোর্ড এর নেতৃবর্গের উপর অতর্কিত আক্রমণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছিল। ভিডিওটির শেষের দিকে এক ভাইয়ের বক্তব্যে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। সে বলছিল, والله لنأخذن بالثأر আল্লাহর কসম! আমরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমার সেই ভাইকে বলব, হে প্রিয় ভাই! কিংবা বলতে পারি হে প্রিয় বৎস! আমার ছেলে বেঁচে থাকলে সে তোমার সমবয়সী বা তোমার কাছাকাছি বয়সের হত। তুমি কি তোমার সেই ভাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিবে, যে কিনা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছে? তুমি কি তার থেকে প্রতিশোধ নিবে? অথচ খ্রিষ্টানদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আমাকে, তোমাকে ও তাকে সবাইকেই নিশানা বানাচ্ছে।

আমি বলছি না যে, তুমি জুলুম করছ বা জুলুমের শিকার হয়েছ। আমি বলছি, হে আমার প্রিয় বৎস, যদি তুমি জুলুমের শিকার হয়ে থাক তাহলে তুমি সুযোগ্য আলেম, বীর মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের আদালতের শরনাপন্ন হতে পার। এই আদলতকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করেছেন সেই সকল মনিষীগণ, যারা জীবনভর তাগুতের সাথে লড়াই করেছেন, মানুষকে তাওহীদের মর্ম শিখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা এখনো নিজ কর্মে অবিচল আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে এই মহৎ কাজ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন।

এই শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন তোমার মুরব্বীগণ। যেন এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতিশোধ না নেয় এবং এক ভাই অন্য ভাইয়ের বুকে বন্দুক তাক না করে। ক্রুসেডাররা বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে বাছ-বিচার ছাড়া, এখন কি ভাইয়ের প্রতিশোধ নেবার সময়? শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী কারো ক্ষতি করার জন্য এই আদালত প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং তাঁর ইচ্ছে হল মুসলমানদের মাঝে রক্তারক্তির ধারা বন্ধ করা। ফিৎনার আগুন নির্বাপিত করা। যেন ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রিষ্টান, সাফাবী, ও সেকুলারদের মোকাবেলা করা যায়। আমার প্রিয় বৎস! তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর; এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই নিজেকে করা উচিৎ যে, তারা কারা যাদের

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান

ব্যাপারে আবু মুহাম্মদ মাকদিসী নিশ্চিত করেছেন যে, তারা সমস্যা সমাধানকল্পে শরীয়াহর দারস্থ হতে গড়িমসি করছে?

আমরা নিজেরা যদি একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করি, অথবা তা না করে নিজেদের সমস্যাবলী শরয়ী আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিয়ে নিই তাহলে কোন পন্থাটি ইসলামের শত্রুদেরকে পীড়া দিবে আর কোনটি তাদের জন্য আনন্দদায়ক হবে- ভাবনার বিষয় রয়েছে বৈকি!
প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। আমাদের অন্তরসমূহের মাঝে ভালবাসার সেতুবন্ধন তৈরি করে দেন। সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন এবং ফিৎনা, অনৈক্য বাদ-বিসংবাদ থেকে দূরে রাখেন।

সকল মুজাহিদ ভাইয়ের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হল, আপনারা অন্যায়ভাবে রক্ত ঝড়ানোর ফাঁদে পা দিবেন না। মনে রাখবেন, আপনার আমীর আপনার পাপ মোচন করতে পারবেন না। আপনাকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে একাকী। আপনার পক্ষে দু'টো কথা বলার জন্য তখন আমীরকে খুঁজে পাবেন না। এমনও হতে পারে যে, নিজের পক্ষে সুপারিশকারীর প্রতি আমীরের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আর কেউ হবে না।

প্রত্যেক মুজাহিদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য। তাই তিনি যেন আমীরগণের রাজনৈতিক লালসা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত না হন। যদি তার আমীর কোন মুসলিমকে হত্যা করার আদেশ করে, অথবা এমন কোন কাফেরকে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা এমন ব্যক্তিকে যার হত্যাযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যেমন কোন মুসলিমকে কাফের বলা হল, অথবা বলা হল সে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছে বা সে মুরতাদদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা মুরতাদদের মদদদাতা ইত্যাদি তাহলে সে আমীরের আদেশ পালন করবে না যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কারণ, ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমীরগণের এবং তাদের দলসমূহের মাঝে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে।

একজন মুজাহিদ কাউকে হত্যা করতে কেবল তখনই অগ্রসর হবেন যখন তাকে হত্যা করার বৈধতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে। যদি সামান্য সন্দেহও থাকে তাহলে আমীরের আনুগত্য করবে না। নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিবে। কারণ, মুসলমানকে হত্যা করা অনেক বড় গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[১০]

প্রত্যেক মুজাহিদকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে ঘর থেকে বের হয়েছে মুসলমানদের নিরাপত্তা-বিধান, মান-মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। এসকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের জন্য বের হয়নি। তার আমীর যদি তাকে আদেশ করে মুজাহিদগণের কোন দলের উপর আক্রমণ করতে, তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিতে, ক্যাম্প দখল করতে, অথবা মুসলমানদের ধন-সম্পদ অধিকার করতে –এই যুক্তিতে যে তারা বিদ্রোহী বা এই সম্পদের বেশি হকদার আমীর এবং তার ইমারাহ, অথবা এই যুক্তিতে যে, বিরোধীদের সম্পদ দখলের অধিকার তাদের আছে– তাহলে এসকল আদেশ পালন করা বৈধ হবে না। কারণ, এসব শুধু মৌখিক দাবী। মুসলমানদের সহায় সম্বল দখল করে নেয়ার জন্য এসকল দাবী যথেষ্ট নয়। রাসূল সা. বলেন,

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হল তার রক্ত, তার মাল, ও তার ইজ্জত।'

প্রার্থনা করি আল্লাহ তাআলা মুজাহিদগণকে এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন। শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে শুরাভিত্তিক খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন।

শাম ও ইরাকের পর ওয়াজিরিস্তানের ভাইদের উপর নীরবে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকার সাথে মিলে ওয়াজিরস্তানের সাধারণ জনগণ, মুজাহিদ ও মুহাজিরগণের উপর হামলা করেছে। আমেরিকার ড্রোনগুলো মুজাহিদদের অবস্থানে উপর্যুপরি বোমা ফেলছে। আর পাকিস্তান বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল সেনাও প্রেরণ করেছে। ট্যাং ও কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে নিহত হয়েছে কয়েক হাজার যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। আর উদ্বাস্তু হয়েছে আনুমানিক দশ লাখ মানুষ। তারা সাহায্যের জন্য হাহাকার করেছে; মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়নি কোথাও। প্রচণ্ড শীত ও গরমের তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে খাবার ও ঔষধ সংগ্রহের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট করেছে।

---

[১০] সূরা নিসা: ৯৩

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে জীব-জানোয়ারের মত আচরণ করেছে; যাতে মোড়ল আমেরিকা খুশি হয় এবং হারাম ডলারের মাধ্যমে নিজেদের পকেট স্ফীত হয়। এসবকিছুই আফগানিস্তান থেকে দখলদার মার্কিন বাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাদের অপরাধ আড়াল করার জন্য প্রচারমাধ্যম সব রকমের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই মিডিয়া কাভারেজের কল্যাণেই 'সন্ত্রাসে'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পূর্ণতা(!) লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ۗ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴾

'নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১১]

এতসবকিছু সত্ত্বেও আপনাদের মুহাজির এবং মুজাহিদগণ সুদৃঢ় পর্বতের ন্যায় অনড় আছেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছেন। জিহাদ ও মুজাহিদগণের অবস্থানকে যারা নড়বড়ে করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে তারা অচিরেই মুজাহিদগণের বিজয় দেখতে পাবে। ইতোমধ্যে বিজয়-রবির স্নিগ্ধ আলো পূব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। অবিশ্বাসীরা যতই মর্মাহত হোক।

অনমনীয় ওয়াজিরিস্তান ইসলামী ইতিহাসে এক নতুন যুদ্ধের উপখ্যান রচনা করেছে। ইনশাআল্লাহ ইংরেজদের তল্পিবাহকরা তাদের মুনিবদের মতই বিতাড়িত হবে।

খ্রিষ্টান এবং তাদের মিত্রদের উপর হামলার ঘটনা দিনদিন বাড়ছে। আঘাতে আঘাতে কেঁপে উঠছে আফগানিস্তানের কাবুল। ইসলামের দূর্গ আফগানিস্তানে যে শৈল্পিকসূচিত হচ্ছে সেজন্য মুসলিম উম্মাহকে মোবারকবাদ জানাই। ইনশাআল্লাহ এই বিজয়ের মাধ্যমে মহা বিজয়ের নতুন ধারা শুরু হবে।

---

[১১] সূরা আনফাল: ৩৬

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী পর্বে খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ প্রসঙ্গে মৌলিক আলোচনা করা হবে।

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.

ইসলামী বসন্ত (তৃতীয় পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

ইতোপূর্বে আমাদের আলোচনা ছিল ইরাক এবং শামে ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী আমরিকানদের অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের করনীয় সম্পর্কে।

আমি সেখানে এটা জোর দিয়ে বলেছি যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ক্রুসেড শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদেরকে টার্গেট করেছে এবং তারা ইসলাম ও মুসলিমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

সুতরাং এই অপশক্তি রুখতে আমরা সকল মুজাহিদীনদের সাথেই আছি যারা আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করছে তাদের সাথে এবং যারা দুর্ব্যবহার করছে তাদের সাথেও। যারা আমাদের উপর জুলুম করছে এবং যারা ইনসাফ করছে, যারা আমাদের সম্মান নষ্ট করছে এবং যারা আমাদের সম্মান রক্ষা করছে ও যারা আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করছে এবং যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করছে। যারা আমাদের অধিকার অস্বীকার করছে আর যারা স্বীকার করছে। যারা আমাদের সাথে অশালীন ভাষায় কথা বলছে আর যারা আমাদের সাথে সুন্দর কথা বলছে- আমরা সকলের সাথেই আছি। কেননা, বিষয়টি অনেক গুরুতর, আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যার উর্ধ্বে। আমরা মুসলিম-উম্মাহ আজ ক্রুসেড আক্রমনের শিকার। এখন আমাদের পরস্পর একে অপরের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে চলবে না। আমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হতে হবে।

আমার এ আহ্বানকে কেউ যেন ভুল ব্যাখ্যা না দেন যে, আমি এর মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহ মেনে নিতে বলছি। বরং আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি এবং বারবার বলছি যে, আবু বকর আল বাগদাদীর খেলাফতের ঘোষনা ভুল, এ ঘোষণা শুদ্ধ হয়নি। এ ঘোষনা শরীয়ত সম্মত-নয়। আর এটা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহও' নয়। তাই তাকে বায়আত দেয়া মুসলমানদের উপর জরুরী কিছু নয়। আর এই যে আমরা ক্রুসেড শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল মুজাহিদদের এক কাতারে এসে উপনিত হতে বলছি এর মাধ্যমে আমরা বাগদাদীকে বায়আত দিতে বলছি না। বরং আমরা এ আহ্বান পূর্বেও করেছি এবং এখনও করছি যে, হে মুসলিম মুজাহিদ ভায়েরা এসো আমরা সকলে এক সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে এশিয়া, রাশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এদের সকলের নেতা আমরিকার ক্রুসেডারদের মোকাবিলা করি। এসো আমরা এক সাথে ইসরাইলের মোকাবেলা করি। আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করি। এসো বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মুরতাদ ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর মোকাবেলা করি। সাধারণ মুসলমানদের ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসি। এসো এ সকল শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুসলমানদের গোপন ও প্রকাশ্য শত্রু ইরানের মোকাবেলা করি। এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হয়ে ধীরেধীরে খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাই।

আর এ অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় হল, খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন। এখানে আমি আমার আলোচনা একেবারেই সংক্ষিপ্ত করবো। আর যে আরো বিশদভাবে জানতে চায় সে যেন ফিকহের কিতাবসমূহ দেখে নেয়। বিশেষ করে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী ইতিহাসের কিতাবগুলো ভালভাবে দেখে নেয়। আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু মূলনীতিগুলো আলোচনা করব। বিস্তারিত নয়। আমি এখানে উল্লিখিত বিষয়কে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?
২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
৩. খলীফা নির্বাচনের শরয়ী পদ্ধতি কী?
৪. খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?
৫. কিছু সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর।

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর' সংজ্ঞা করেছেন এভাবে-

"كل بيعة كانت بالمدينة فهى خلافة نبوة"

'মদীনায় যে সকল খিলাফাহ সংঘটিত হয়েছে তাই খিলাফাতুন নুবুওয়াহ । অর্থাৎ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।'[১২]

ইমাম জারকাশী রহ. উক্ত সংজ্ঞার সাথে আরেকটু সংযুক্ত করে বলেন,

"هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. فَإِنَّ عِنْدَهُ أَنَّ مَا سَنَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ حُجَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: كُلُّ بَيْعَةٍ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فَهِيَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَيْعَةَ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعْقَدْ بِهَا بَيْعَةٌ"

'এটাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মাজহাব। তাঁর নিকট খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতই হল দলীল; এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আহমদ বলেন, 'মদীনায় যে সকল বায়আত সংঘটিত হয়েছে তাই নববী ধারার খিলাফাহ। আর এটা জানা কথা যে, মদীনায় কেবল আবু বকর, ওমর , উসমান ও আলী রাযি. এর বায়আতই সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কোন বায়আত সংগঠিত হয়নি।'[১৩]

---

[১২] মিনহাজুস সুন্নাতিন নববিয়্যাহ: ৬/৯১
[১৩] বাহরুল মুহিত: ৩/৫৩১

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আতের আলোকে যে খিলাফাহ গঠন হবে তাই 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আতের আলোকে যে বায়আত গঠন হবে না তা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ নয়। সেটা অন্য কিছু। এরপর সেটাকে যে নামে খুশী সে নামেই ডাকতে পারবেন। চাইলে তাকে রাজতন্ত্র বলতে পারেন। জবরদখলের শাসনও বলতে পারেন। কিংবা সেটাকে বিশৃঙ্খলা ও স্বৈরতন্ত্র এবং আরো অনেক কিছুই বলতে পারেন। কিন্তু সেটাকে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' বলতে পারবেন না।

২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী?

নববী ধারায় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলঃ বিচার বিভাগ সম্পূর্ণভাবে শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শরীয়তের বাইরে কোন কাজ হতে পারবে না। জনগণ সর্বান্তকরণে তার প্রতি আনুগত্য করবে। যিনি খলীফা হবেন তিনি জনগণকে এই আয়াতের উপর আমলের নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাঁরা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।'[১৪]

সুতরাং, উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে মনে করবেন যে সে আসলে শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠা করছে না; বরং শরয়ী শাসনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তাকে বায়আত দেয়া যাবে না এবং সে যদি শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তাহলেও সে খলীফা নয় এবং তার শাসন খিলাফাত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ নয়।

ইমাম মাওয়ারদী রহ. খলীফার দশটি অলঙ্ঘনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. সঠি- শুদ্ধ আকিদা বিশ্বাসের সংরক্ষণ।
২. বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করণ।
৩. ব্যপকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. ইসলামের হুদুদ, কিসাস প্রতিষ্ঠা করা ।
৫. সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

---

[১৪] সূরা নুরঃ ৫১

৬. শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা।
৭. জাকাত ও সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করা।
৮. ভাতা নির্ধারণ এবং তার সুষম বণ্টন।
৯. প্রশাসনিক কাজে যিম্মাদার নিযুক্ত করা।
১০. সার্বিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার তদারকি করা।

এরপর মাওয়ারদী রহ. বলেন, 'ইমাম যখন জনগণের এ সকল হক আদায় করবে তখন এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উপর আরোপিত আল্লাহর হক আদায় করবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ অবস্থা পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর তার দুটি হক থাকবে- ১. তাঁর আনুগত্য করা। ২. তাকে সাহায্য করা।'[১৫]

সুতরাং খেলাফতের দাবীদার লোক যদি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এ সকল দায়িত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতে না পারে- তাহলে সে খলীফা হওয়ার যোগ্য নয়।

অথচ মুসলিম অঞ্চলসমূহে তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল একেবারেই কম। তাও আবার সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। জাকাত উসূল এবং তা জনগণের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়নি। সে পূর্ণ রূপে এ অঞ্চলসমূহ শত্রুমুক্ত করতে পারেনি। সেখানে তার শক্তি প্রতিনিয়ত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। তাহলে সে কিভাবে ধারণা করে যে সে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম দেশসমূহের খলীফা!

অনেক মুসলিম ভূমি এমনকি তার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহেও তো অন্য মুজাহিদ গ্রুপের কর্তৃত্ব চলে। সেখানে তারা শরীয়তের অনেক হুকুম বাস্তবায়ন করছে। যেমন, শরীয়তের বিচারকার্য পরিচালনা, আমর বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকার এবং জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারা সেখানে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অঞ্চলে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। আর তারা তাকে বায়আতও দেয়নি। তাহলে এ দাবির কী যৌক্তিকতা যে সে নেতৃত্বের অধিক হকদার। সে কেবল তার আশ-পাশের গুটি কয়েক লোকের বায়াতের ভিত্তেতে খিলাফাত দাবি করেছে। সে তো খিলাফাহ দাবির পূর্বেও মানুষের নিকট তাদের হক পৌঁছে দিতে সক্ষম হয় নি। তাহলে সে কি ভাবে এখন তাদের বায়আত, আনুগত্য এবং সাহায্য কামনা করে?

খিলাফতের দাবিদার ব্যক্তির যখন খিলাফতের দুটি রুকন তথা- 'বায়আত এবং তার হকসমূহ আদায়ের সক্ষমতা অর্জর্ন হয়নি'। তাহলে বেশী থেকে বেশী তাকে এটা বলা যাবে যে, সে মুসলমানদের কিছু অঞ্চল যবর দখল করে আছে। আর সেখানে তার নেতৃত্ব হল জবরদস্তির নেতৃত্ব। তার জন্য এমন কোন পদের দাবি করা কখনই ঠিক হবে না যার প্রথম শর্তই সে পূর্ণ করতে সক্ষম হয় নি।

---

[১৫] আল আহকামুস সানিয়্যাহ: ২৭

সেটা হল, বায়আত। তাহলে সে কি ভাবে দ্বিতীয় শর্তের ভার বহন করবে। অর্থাৎ, খিলাফতের হুকূক আদায়ে সক্ষম হবে।

খিলাফাহ হল এক সুমহান দায়িত্ব ও নেতৃত্বের নাম। এটা দলীল ব্যতীত শুধু দাবির নাম নয় এবং বাস্তবতা বর্জিত কোন ধারনার নামও নয়। বরং এতো এমন কিছু বাস্তবতা যা শরয়ীভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য এই বাস্তব পৃথিবীতে পূর্ণ থাকতে হবে। তাহলেই এর সুফল পাওয়া যাবে। এটা আবেগ ও আকাঙ্খার নাম না যে, শুধু কিছু নাম ও পদবীর ব্যবহারেই বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। শরীয়তে কেবল বাস্তবতারই মূল্য আছে; নাম ও পদবীর কোন মূল্য নেই। এখানে যে প্রশ্নটি স্বভাবিকভাবে সামনে আসে তা হল: বাস্তবজগত যখন এখনো অনুকূলে নয় তাহলে এই নাম ও পদবী নিয়ে এতো তাড়াহুড়ো কেন?

বাস্তব কথা হল আমরা এখনো মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী শত্রুর মোকাবেলার প্রথম ধাপে আছি। আর কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমানদের সামান্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু তা খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ঠ নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের উচিত হবে অবাস্তব পদবী ও উপাধীর পিছে না পড়ে নিজেদের চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুদৃঢ় করা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইমারতে ইসলাম আফগানিস্তান।

বাস্তবতা বিবর্জিত অন্তঃসারশূন্য পদ-পদবীর পিছনে না ছুটে আমাদের উচিৎ চলমান ইসলামী জিহাদের কাঠামোকে সুসংহত করার দিকে মনোযোগী হওয়া; যার নেতৃত্বে রয়েছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান।এটা না করে উল্টো তার অবাধ্যতা করা, তাদের অগ্রণীভূমিকাকে অস্বীকার করা, তার সুন্দর কর্মগুলোর কুৎসা রটনা করা- শুধু তাই নয়, ইমারার অফাদার সৈনিকদেরকেও অযৌক্তিকভাবে বায়আত ভঙ্গের উৎসাহ- জানতে পারি এতসব কিছু কাদের কল্যাণে করা হচ্ছে? খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে অস্থায়ী ব্যবস্থা কী হতে পারে; খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পন্থা কোনটি- এসব আলোচনায় পরে আসছি।

৩. খলীফা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি কী?

খলীফা হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার প্রতি মুসলমানদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। আর খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুটি- ১. উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম আলেম ও চিন্তাশীলদের পরামর্শের মাধ্যমে। ২. পূর্বের খলীফা কাউকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সন্তুষ্টি শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতি এমনই ছিল।

বুখারী শরীফে এসেছে আবু বকর রাযি. আনসারদের সামনে দলীল হিসেবে বললেন,

"وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ".

'এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের এ গোত্রের জন্যই নির্ধারিত।'[১৬]

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে এসেছে,

"وَلَمْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ هَذَا الأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دارا و نَسَبًا".

'আরবরা এ বিষয়টি (খিলাফাহ) কুরাইশের লোক ব্যতীত অন্য কারো জন্য মেনে নেবে না। কেননা, তারা অঞ্চলের দিক থেকে এবং বংশের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।'[১৭]

অর্থাৎ আবু বকর রাযি. তাদের সামনে এই দলীল পেশ করলেন যে, সকল মুসলমান (তখন মুসলমান শুধু আরবেই ছিল) কেবল কুরাইশের কোন লোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হবে। কারণ, তারাই নিবাস ও নসব তথা বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ। অন্য স্থানে একেবারে এ শব্দেই হাদীস এসেছে,

أي أن عامةَ المسلمين -ويمثلُهم أهلُ الحَل والعقدِ- لهم الحقُ في أن يختاروا من بينِ من تتوفرُ فيه شروطُ الخلافةِ الشرعيةِ.

অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের (তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন ইসলামী উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ) অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন লোককে খলীফা নির্ধারণ করবে যার মধ্যে খিলাফতের শর্তসমূহ বিদ্যমান।'

আর ঠিক এ বিষয়টি মদীনা মুনাওয়ারায় এক খুতবায় খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. স্পষ্ট করে বলেছেন,

"عن عبد الله بن عباس قال: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَعُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ

---

[১৬] সহীহ বুখারী: ৬৩২৮

[১৭] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৫/৯৭৫৮

مُتَمَكِّنًا فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ"

إلى أن قال رضي الله عنه:

"فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ"

إلى أن قال رضي الله عنه:

"ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا"

إلى أن قال رضي الله عنه:

"فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ"

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অনেক মুহাজিরদের কেরাত পড়াতাম তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.ও ছিলেন। আমি তখন মিনায় তাঁর বাড়িতে ছিলাম আর তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর সাথে ছিলেন। এটা ছিল ওমর রাযি. এর জীবনের শেষ হজ্ব। আব্দুর রহমান আমার নিকট ফিরে এসে বললেন, 'তুমি যদি ঐ লোকটিকে দেখতে পেতে যে আজ আমীরুল মুমিনীনের নিকট এসেছিল। সে তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওমুক লোকের ব্যাপারে কী বলেন? যে বলে 'ওমর ইন্তেকাল করলে আমি অমুককে বায়আত দিব। আল্লাহর কসম আবু বকর রাযি. এর বায়আত তো ছিল একটি আকস্মিত ঘটনা মাত্র আর এটা পূর্ণ হয়েছে।' হযরত ওমর রাযি. তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষকে ঐ সকল লোকের ব্যাপারে সতর্ক করবো যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। আব্দুর রহমান রাযি. বলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দয়া করে এমনটি করবেন না। কারণ এই মৌসুমে অনেক সাধারণ লোক এবং উশৃঙ্খল লোক একত্র হয়েছে। নিশ্চয় আপনি যখন খুতবা দিতে দাঁড়াবেন তখন তারাই আপনার আশ-পাশে থাকবে। আর আমার ভয় হয়

যে, প্রত্যেকেই আপনার কথা না বুঝে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং সেটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে।

সুতরাং আপনি মদীনায় ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নিশ্চয় মদীনা দারুল হিজরত এবং সেখানে আছে অনেক ফকীহ এবং সুধী মানুষ। আপনি নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন। কারণ, আহলে ইলমগণ আপনার কথা বুঝতে পারবে এবং তারা তা যথাযথ ব্যাখ্যাই করবে। অতঃপর ওমর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি মদীনায় ফিরে সর্বপ্রথম যে খুতবাটি দিব তা এই খুতবাই হবে।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, অতঃপর (মদীনায় ফিরে আসার পর) ওমর রাযি. মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার পর বললেন, 'আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটি কথা বলবো যা বলা আমার দায়িত্ব। মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু সমাগত! সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারবে সে যেন তা তার সাধ্যমত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। আর যে বক্তব্য যথযথ বুঝতে পারবে না তাহলে আমি এমন কাউকে আমার নামে মিথ্যা প্রচারের অনুমতি দেই না।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, 'আমার নিকট এ সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে এক লোক এমনটি বলেছেন, 'আল্লাহর কসম ওমরের ইন্তেকালের পর আমি অমুককে বায়আত দেব। কেউ যেন এর দ্বারা ধোকায় না পড়ে যে, 'আবু বকর রাযি. এর বায়আত ছিল আকস্মিক বায়আত। আর তা শেষ হয়েছে'। হ্যাঁ এটা এমনই ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে মন্দ থেকে হেফাজত করেছেন। আর তোমাদের মধ্যে তো আবু বকর রাযি. এর মত জনপ্রিয় কেউ নেই। যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া করো হতে বায়আত হল, তাদের কারো (বায়আত দাতা ও গ্রহীতা) বায়আত কার্যকরন হবে না। কারণ, তাদের উভয়েই হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে।

তখন অনেক শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার ভয় হচ্ছিল—না জানি বিশৃঙ্খলা বেধে যায়। তাই আমি বললাম, হে আবু বকর আপনার হাত প্রসারিত করুন। অতঃপর তিনি তার হাত প্রসারিত করলেন আর আমি তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করলাম অতঃপর মুহাজিরগণ বায়আত গ্রহণ করলেন তারপর আনসারগণ বায়আত গ্রহণ করলেন।'[১৮]

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার মধ্যে এসেছে,

"إني قد عرفت، أن أناساً يقولون: إن خلافة أبي بكر فلتةٌ، وإنما كانت فلتةً، ولكن الله وقى شرها، إنه لا خلافة إلا عن مشورة".

---

[১৮] সহীস বুখারী: ৬৩২৮

'আমি জানতে পেরেছি কিছু মানুষ বলাবলি করে, 'আবু বকরের বায়আত ছিল আকস্মিক ঘটনা'। হ্যাঁ এটা আকস্মিকই ছিল। কিন্তু আল্লাহ এর মন্দ থেকে রক্ষা করেছেন। জেনে রেখো, মশওয়ারা ব্যতীত কোন খিলাফাহ নেই।

মুসনাদে আহমদে এসেছে,

"فَمَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا بَيْعَةَ لِلَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا".

'যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত কোন আমীরের বায়আত দিল। তাহলে বায়আত দাতা ও গ্রহীতা কারো বায়আত কার্যকর হবে না। কারণ, এরা উভয়েই হত্যাযোগ্য কাজ করেছে।'[১৯]

আশা করি আপনারা ওমর রাযি. এর এই খুতবা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করবেন। তাঁর খুতবাটি ছিল উম্মাহর নেতৃবর্গ, মদীনার অনেক ফকীহ, চিন্তাবিদ আলেমদের সামনে। যেমনটি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওমর রযি. কে সতর্ক করেছিলেন। আর ওমর রাযি. মুসলমানদেরকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং আকলমন্দ ও বোদ্ধাদের অনুযায়ী এটা পৌঁছে দিতে বলেছেন। এটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা বহু সাহাবায়ে কেরামদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। যারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়ক। তাদের কেউই এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেননি। এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মতই। কারণ, এতে কেউই ভিন্নমত পোষণ করেননি।

ওমর রাযি. এই গুরুত্বপূর্ণ খুতবাটি দিয়ে ছিলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে।

১. যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত বায়আত নিবে সে মুসলমানদের হক ছিনতাই করল।

২. যে ব্যক্তি এমনটি করবে তার ব্যাপারে উম্মাহকে সর্তক থাকতে হবে।

৩. তাদের বায়আত দেওয়া এবং নেওয়া কোনটিই সঠিক নয়।

৪. তার নির্দেশের অনুসরণ করা কারো জন্য জরুরী না।

৫. আবু বকর রাযি. এর বায়আত ছিল আনসার ও মুহাজিরদের সর্ব সম্মতিক্রমে।

৬. বায়আত সংঘটিত হবে উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানয়কদের ঐক্য মতের ভিত্তিতে। নাম পরিচয়হীন কিছু মূর্খ ও অপরিচিতদের মাধ্যমে নয়। আর সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেমগণ তখন মদীনাতেই ছিলেন।

---

[১৯] মুসনাদে আহমদ: ৩৯১

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আরো এসেছে, ওমর রাযি. বলেন- الإمارة شورى ইমারা মজলিসে শুরার মাধ্যমে গঠিত হয়।
ইমাম বায়হাকী রহ. সুনানে কুবরাতে উল্লেখ করেছেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. মৃত্যুর পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দের উদ্দেশ্যে করে বলেন,

"فَقَالَ عُمَرُ أَمْهِلُوا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ صُهَيْبٌ مَوْلَى بَنِي جُدْعَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ ثُمَّ اجْمَعُوا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَشْرَافَ النَّاسِ وَأُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ فَمَنْ تَأَمَّرَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ".

'যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমরা তাড়াহুড়া করো না। বনী জাদআনের গোলাম সুহাইব তিন দিন ইমামতি করবে। অতঃপর তৃতীয় দিনে শ্রদ্ধাভাজন আলেম, সুধী জনতা ও সেনাপতিরা মিলে তোমাদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করবে। আর পরামর্শ ব্যতীত যে আমীর হবে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে ।'[২০]

বুখারী শরীফে এসেছে, উসমান রাযি. এর বায়আতের সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. আলী রাযি. কে বললেন,

"أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ".

'হে আলী! আমি মানুষের মতিগতি লক্ষ করেছি অতঃপর আমার কাছে উসমানের সমকক্ষ আর কাউকে মনে হয়নি। সুতরাং তুমি কিছু মনে করো না। তখন হযরতআলী রাযি, বললেন, আমি তার হাতে বায়আত দিচ্ছি আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিধান মেনে এবং পূর্বের দুই খলীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর পর আব্দুর রমান এবং মুহাজির আনসার ও সেনাপতিগণসহ সর্বসাধারণ সবাই উসমান রাযি. এর হাতে বায়আত দেন।'[২১]

এই হাদীসে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য পেয়েছি। তাহল শুধুমাত্র খিলাফাতের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলেই সে খলীফা হতে পারবে না। যতক্ষণ না উম্মাহর পক্ষ থেকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গরা তাকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করে। একটু লক্ষ করে দেখুন, ওমর রাযি. যে, ছয় জনকে নির্ধারন করে ছিলেন তারা প্রত্তেকেই ছিল খলীফা হওয়ার যোগ্য। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আলী এবং উসমান রাযি. কে নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর এ দুজনের মধ্য থেকে

---

[২০] বায়হাকী: ১৭০২২
[২১] সহীহ বুখারী: ৬৬৬৭

উসমান রাযি. কে খলীফা বানানো হয়েছে। আলী রাযি. কিন্তু খলীফা হওয়ার অযোগ্য ছিলেন না। এ কথা বলার সাহস কার যে, তিনি ছিলেন খিলাফতের অযোগ্য; বরং তাঁর মধ্যেও খিলাফতের যোগ্যতা ছিল। কিন্তু উম্মাহ তাকে খলীফা না বানিয়ে অন্য আরেক জন খিলাফতের যোগ্য লোককে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

এই হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট করতে পেরেছি যে, পুরো উম্মাহর প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবর্গ, আলেম ও চিন্তানায়কগণ। তাঁরা কোন বিষয় গ্রহণ করলে উম্মাহ সেটাকে গ্রহণ করে নিবে। আর তাঁরা কোন বিষয় ত্যাগ করলে পুরা উম্মাহ সেটাকে ত্যাগ করবে। সুতরাং তারাই খিলাফতের যোগ্য লোকদের বাছাই করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা হিসেবে নির্ধারণ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া এটাই ছিল এবং তিনি রাফেজীদের দাবিকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাফেজীরা আবু বকর রাযি. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে যে, আবু বকর রাযি. কে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দের মধ্য থেকে মাত্র অল্প কজন বায়আত দিয়েছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. হিলাকারী রাফেজীদের এ কথাকে খণ্ডন করে বলেন,

"ولو قُدر أن عمرَ وطائفةً معه بايعوه، وامتنع سائرُ الصحابة عن البيعة لم يصرْ امامًا بذلك، وانما صار امامًا بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهلُ القدرةِ والشوكةِ.

فمن قال إنه يصيرُ إمامًا بموافقة واحدٍ أو اثنين أو أربعة، وليسوا هم ذوي القدرةِ والشوكةِ فقد غلط.

فجمهورُ الذين بايعوا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- هم الذين بايعوا أبا بكرٍ.

وأما عمرُ فإن أبا بكرٍ عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موتِ أبي بكرٍ، فصار إمامًا لما حصلت له القدرةُ والسلطانُبمبايعتهم له.

فيقالُ أيضًا عثمانُ لم يصرْ إمامًا باختيارِ بعضِهم بل بمبايعة الناسِ له، وجميعُ المسلمين بايعوا عثمانَ بنَ عفانَ، ولم يتخلفْ عن بيعتِه أحدٌ.

والا فلو قُدر أن عبدَ الرحمنِ بايعه، ولم يبايعْه عليٌّ ولا غيرُه من الصحابة أهلِ الشوكة لم يصرْ إمامًا"

'যদি এটা ধরে নেয়া হয় যে, ওমর রাযি. এবং হাতে গোণা কয়েকজন তাঁকে (আবু বকর রাযি. কে) বায়আত দিয়েছিলেন। আর অন্য সকল সাহাবী রাযি. তাকে বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাহলে তো সে এর মাধ্যমে ইমাম হতে পারতেন না। বরং তিনি অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের বায়াতের মাধ্যমে ইমাম হয়েছেন। যারা ছিলেন প্রভাবশালী এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। যারা বলে যে, তিনি ইমাম হয়েছেন দুই চারজন লোকের বায়াতের ভিত্তিতে এবং তারা আসলে প্রভাবশালী এবং সর্বসজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ নয় তাদের কথা ঠিক নয়। যে সকল জমহুর সাহাবীগণ রাসূল সা. এর কাছে বায়আত দিয়েছেন তারাই আবু বকর রা. এর কাছে বায়আত দিয়েছেন। আর ওমর রাযি. কে আবু বকর রাযি. নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মুসলমানগণ তাকে (ওমর রাযি. কে) বায়আত দিয়েছেন তো সে একজন প্রভাশালী ইমাম হয়েছেন। আর তাঁর (আবু বকর রাযি.) মৃত্যুর পর তারা যদি তাকে বায়আত না দিতেন তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। যদি বলা হয় যে, শুধু মাত্র আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. ওসমান রাযি. কে বায়আত দিয়েছেন। আর আলী রাযি. সহ কোন সাহাবীই তাকে বায়আত দেননি। তাহলে তিনি ইমাম হলেন কিভাবে?'[২২]

আমি ঐ ব্যক্তিদের বলছি যারা মনে করে যে, 'খিলাফাতুন নুবুওয়াহ' সংঘটিত হবে অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়আতের মাধ্যমে, উম্মাহ যাদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। অতঃপর তারা আলেম-ওলামা ও মুজাহিদীনসহ সকল মুসলমানের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয় যে, তারা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' মানে না। আমি তাদেরকে বলছি, 'আপনারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন তা আসলে রাফেজী মোতাহের হিলীর সাথে পুরাপুরি মিলে যায়। যারা আবু বকর রাযি. এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে, অল্প কিছু সাহাবা ব্যতীত আবু বকর রাযি. কে আর কেউ বায়আত দেয় নি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এমন চিন্তা-দর্শনকে কড়াভাবে রদ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের বায়আত সংঘটিত হয়েছে উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, সুধীজন ও চিন্তাশীলদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে অথবা সকল সাহাবাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সুতরাং যারা মনে করে অজ্ঞাত অখ্যাত কিছু লোক উম্মাহর বিরুদ্ধে গিয়ে কাউকে বায়আত দিলে তা শরয়ী ভিত্তি পেয়ে যাবে। তারা প্রকারান্তরে রাফেজী মোতাহের হিলি ও তার অনুসারীদের পক্ষেই প্রমাণ দাড় করাচ্ছেন। তারা কি ভেবে দেখবেন কেমন জটিল সমস্যায় তারা জড়াচ্ছেন। এক দিকে রাফেজীদের বিরোধিতা অন্য দিকে নিজেদের চিন্তা-দর্শনে তাদেরই পক্ষে দলীল দাঁড় করানো। অদ্ভুত স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড!! বায়আত সংঘটিত হয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে, বাধ্য করে বায়আত হয় না।

---

[২২] মিনহাজুস সুন্নাতিন নুবুওয়াতেঃ খ-১/৩৬৫-৩৬৭

আর এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. মদীনা বাসীদের ব্যাপারে ফতোওয়া দিয়ে ছিলেন-

أن بيعاتهم للمنصورِ باطلةٌ، لأنها بيعاتٌ تمت بالإكراهِ.

'মানসুরের প্রতি তাদের বায়আত বাতিল। কেননা এই বায়আত জোরপূর্বক সংঘটিত হয়েছে।'

ইবনে কাছীর রহ. ১৪৫ হিজরীতে মদীনা বাসী কর্তৃক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে বায়আত দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন,

"وقد خطب محمدٌ بنُ عبدِ اللهِ أهلَ المدينةِ في هذا اليومِ، فتكلم في بني العباسِ وذكر عنهم أشياءَ ذمهم بها، وأخبرهم أنه لم ينزلْ بلدًا من البلدانِ إلا وقد بايعوه على السمعِ والطاعةِ، فبايعه أهلُ المدينةِ كلُّهم إلا القليلَ.

وقد روى ابنُ جريرٍعن الامامِ مالكٍ: أنه أفتى الناسَ بمبايعته، فقيل له: فان في أعناقنا بيعةً للمنصورِ، فقال: إنما كنتم مكرهينَ وليس لمكره بيعةٌ.

فبايعه الناسُ عند ذلك عن قولِ مالكٍ"

'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ মদীনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে ভাষণে বনী আব্বাসীদের অনেক দোষ উল্লেখ করার পর বললেন, সে যে অঞ্চলেই প্রবেশ করেছে সেখানকার লোকেরা তাকে আনুগত্যের বায়আত দিয়েছে। অতঃপর অল্প কিছু লোক ব্যতীত সকল মদীনাবাসী তাকে বায়আত দিয়েছিল।'[২৩]

ইবনে জারীর ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে বলেন,

وقد روى ابنُ جريرٍعن الامامِ مالكٍ: أنه أفتى الناسَ بمبايعته، فقيل له: فان في أعناقنا بيعةً للمنصورِ، فقال: إنما كنتم مكرهينَ وليس لمكره بيعةٌ.

فبايعه الناسُ عند ذلك عن قولِ مالكٍ"

'তিনি (ইমাম মালেক রহ.) তাকে (মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে) বায়াতের ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। তখন তাকে বলা হল, তারা তো ইতিপূর্বে মানসুরকে বায়আত দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা বাধ্য ছিলে আর বাধ্যকারীর বায়আত গ্রহণযোগ্য নয়। তখন ইমাম মালেক রহ. এর ফতোয়ায় সবাই তার হাতে বায়আত হন।'[২৪]

ফুকাহায়ে কেরামের উপরোক্ত দলিলের সাথে আমরা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত একটি ঘটনাও মিলিয়ে দেখতে পারি। ঘটনাটি আব্বাসী খলীফা মুস্তানসির এর হাতে বায়আত সংক্রান্ত। তাতারীদের হামলায় আব্বাসী খেলাফতের পতনের সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুস্তানসির বিল্লাহ ৬৫৯ হিজরীতে

---

[২৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া:১০

[২৪] আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ১০/৯০

যখন মিসরে আগমন করেন, তখন মিসর ও শামের সুলতান রুকনুদ্দীন বেবরিস ও সুলতানুল ওলামা শায়েখ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালামসহ নেতৃস্থানীয় আলেমরা তাঁর হাতে বায়আত দেন। ইসলামী ইতিহাসের এ দিনটি ছিল আবিস্মরণীয়। অথচ, খলীফা মুস্তানসিরের বায়আতের এক বছর পূর্বে ৬৫৮ হিজরীতে হাকেম বি আমরিল্লাহকে হলবের অধিপতি এবং স্বল্প সংখ্যক মুসলিম জনতা খলীফা হিসেবে বায়আত দেন। কিন্তু মিসর ও শামের সুলতান এবং বরেণ্য আলেমগণ একে স্বীকৃতি না দিয়ে খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহর হাতে বায়আত দেন। আর এটিই ছিল যৌক্তিক। কারণ, মিসরই ছিল তখন ইসলামী শক্তির প্রাণকেন্দ্র। তাই সুলতানই মিসর, শাম, হলব, হেজায ও লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের হর্তাকর্তা। তাছাড়া, বিশ্ব-বাণিজ্যিক লেনদেনও তাঁর কর্তৃত্বে ছিল। এতো ছিল বস্তুগত দিক। আর নীতিগতভাবেও তিনিই যোগ্য ছিলেন। কারণ, তিনি হারামাইন শরীফাইন ও মসজিদে আকসা- এ তিন মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তাছাড়া, তৎকালীন সময়ে মিসরই ছিল সিংহভাগ আলেম-উলামা ও সুধী জনতার আবাসস্থল। অতঃপর হাকেম বি-আমরীল্লাহও খলীফা মুস্তানসির বিল্লাহর হাতে বায়আত দেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, বিশিষ্ট আলেমগণ যেমন- সুলতানুল উলামা ইযুদ্দীন আব্দুস সালাম, হাকেম বি-আমরীল্লাহর হাতে গুটি কয়েক লোকের বায়আতকে স্বীকৃতি দেননি। ইতিহাসের এ ঘটনাটি যদিও শরয়ী দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না, তবে আলোচ্য বিষয় বুঝতে সহযোগিতা হবে নিশ্চয়।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে আরো যা বুঝা যায় তা হল- মুস্তানসির বিল্লাহ খলীফা হিসেবে বায়আত লাভের পর শাসন ক্ষমতা সুলতান বেবরিসের কাছে হস্তান্তর করেন জনসমক্ষে। এ ঘটনা আমাদের এ প্রেরণাই যোগায় যে, আমরাও কোন গোপন বায়আতে অংশ নেওয়ার পূর্বে এর যথার্থতা বিবেচনায় এনেই যেন সিদ্ধান্ত নেই। কারণ, আমরা যখন দেখি খিলাফতের দাবিদার ব্যক্তি তিনি যে কথা বলছেন, তার অনুসারীরা ভিন্ন কিছু বলছেন, তখন সঙ্গত কারণেই আমরা বিভ্রান্ত হই- তিনি কি স্বীয় অনুসারীদেরই বিরোধিতা করছেন, না নিজেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন? না তার অতিউৎসাহী অনুসারীরা তার নামে এসব আজগুবি বিষয় রটাচ্ছে?

শর্তযুক্ত বায়আতের অতি সাম্প্রতিক নজির স্থাপন করে গেছেন শায়েখ আবু হামজা আল- মুহাজের রহ.। শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. এর হাতে তিনি বায়আত দেন এ শর্তে, 'যে শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর অনুগামী হতে হবে।' যার ফলে শায়েখ আবু ওমর বাগদাদী ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের হাতে বায়আতের বন্ধনে যুক্ত হয়ে যাবেন। শায়েখ আবু ওমর বাগদাদী রহ. ও তা সাদরে মেনে নেন। এ

বিষয়টি স্বয়ং শায়েখ আবু হামজা আল মুহাজের রহ. আমাদের পত্রযোগে অবহিত করেন।

৪. খলীফার প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য কী?

ফুকাহায়ে কেরাম খলীফার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি এখানে মাত্র একটি শর্ত উল্লেখ করব। যা বর্তমানে মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে। আর এই শর্তটি হল আদালত। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই একটি মাত্র শর্তের মধ্যেই অন্য সকল শর্ত চলে এসেছে।

আদালাত তথা ন্যায়পরায়নতা এটি এমন একটি শর্ত যা শরীয়তের প্রতিটি দায়িত্বের জন্যই অপরিহার্য। অর্থাৎ আদালত ছাড়া শরীয়তের কোন দায়িত্বই গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ কারণে এটা বিশিষ্টজন হওয়ার পূর্বশর্ত। এবং খলীফা প্রার্থির জন্যও শর্ত। সুতরাং, কোন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা যার আদালাত প্রশ্নবিদ্ধ সে শরয়ী কোন দায়িত্ব গ্রহণেরই যোগ্য নয়। প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তি খলীফা তো দূরের কথা বিশিষ্টজনের কাতারেই পড়ে না। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

'যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন; (তখন তার পালনকর্তা) বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব'। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছবে না।'[২৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. খুয়াইজ মানদাদ রহ. এর একটি উক্তি নকল করেন। খুওয়াইজ মানদাদ রহ. বলেন,

"وَكُلُّ مَنْ كَانَ ظَالِمًا لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً وَلَا حَاكِمًا وَلَا مُفْتِيًا، وَلَا إِمَامَ صَلَاةٍ، وَلَا يُقْبَلُ عَنْهُ مَا يَرْوِيهِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْأَحْكَامِ".

'জালেম ব্যক্তি নবী হতে পারবে না। খলীফা হতে পারবে না। হাকীম হতে পারবে না। মুফতী হতে পারবে না। এবং নামাজের ইমামও হতে পারবে না। তার বর্ণিত কোন হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় এবং আহকামের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়।'[২৬]

সুতরাং যার আদালাত নষ্ট হয়ে গেছে সে শরীয়তের কোন দায়িত্ব লাভের অযোগ্য। যেমন: খিলাফাত, ইমামত, গ্রহণযোগ্য ইমাম ও আলেম। আদালত

---

[২৫] সূরা বাকারা: ১২৪

[২৬] তাফসীরে কুরতুবী : ২/১০৯

বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হল যেমন, সে দায়িত্ব নেওয়ার পর শরীয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করে না। মিথ্যা বলে। অথবা, চুক্তি ভঙ্গ করে। অথবা তার আমীরের অবাধ্যতা করে। মুসলমানদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের রক্ত ও সম্মান নিয়ে খেলা করে আর আপোষহীন সত্যবাদী আলেমগণের অবস্থান তার সম্পূর্ণ বিপরীতে।

সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আর সর্ব প্রথম আমার নিজের প্রতিই আমার অনুরোধ ও নসিহত 'কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্বে নিশ্চিত হোন, সে ইসলামের শত্রু, হত্যাযোগ্য। জেনে রাখুন, আপনার আমীর আপনাকে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করছে কিনা? অথবা কর্তৃত্ব গ্রহণ বা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তাকে দমনের জন্য আপনি ব্যবহৃত হচ্ছেন কিনা? ভুলে যাবেন না, কিয়ামতের দিন আপনার আমীর আপনার কোনই কাজে আসবে না। আপনার রবের সামনে আপনাকেই দাড়াতে হবে এবং আনপার নিজের প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে। কারো ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত তাকে তাকফীর করবেন না। চরিত্রহীন, সুযোগবাদী লোকে পরিণত হবেন না। জেনে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আপনার হিসাব আপনাপকেই দিতে হবে। আপনার আমীর আপনার কোন উপকার করতে পারবে না। বরং সে তো নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষি থাকবে। কোরআনের এই আয়াতকে স্বরণ করুন! আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[২৭]

রাসূল সা. এর এই হাদীসটি স্বরণ করুন! ওসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ".

---

[২৭] সূরা নিসা: ৯৩

'রাসূল সা. আমাদেরকে হুরাকার দিকে প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে সকাল বেলা এক গোত্রের উপর আক্রমণ করলাম এবং তাদেরকে পরাজিত করলাম। অতঃপর আমি এবং এক আনসার তাদের এক লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা যখন তাকে ধরাশায়ী করে ফেললাম তখন সে لا إله إلا الله পড়ল আর তখন আনসার সাহাবী বিরত হয়ে গেল আর আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলাম। অতঃপর আমরা যখন মদীনায় ফিরে আসলাম রাসূল সা. এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছল। তখন রাসূল সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওসামা! সে لا إله إلا الله পড়ার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে! আমি বললাম সে, তো আত্মরক্ষার জন্য এটা পড়েছে। কিন্তু রাসূল সা. এ কথা এতোবার বলছিলেন যে আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি যদি এ ঘটনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে পরে মুসলমান হতাম (অর্থাৎ পূর্বে মুসলমান না হয়ে তখন মুসলমান হলে তো আর আমার দ্বারা এ অপরাধটি সংঘটিত হতো না)।'[২৮]

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والسلام عليكم ورحمة الله.

---

[২৮] সহীহ বুখারী

ইসলামী বসন্ত (চতুর্থ পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

পূর্ববর্তী পর্বে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে-

১. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ কী?

২. খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

৩. খলীফা নির্ধারণের শরয়ী পদ্ধতি কী?

৪. খলীফার জন্য প্রধান শর্ত কী?

আজ আমি পঞ্চম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হল, উল্লিখিত বিষয় সমূহের উপর কিছু সংশয় ও প্রশ্নের জওয়াব। আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন তো এখন আমি নিম্নে বর্ণিত সংসয় ও প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

সংশয়সমূহ:

১. বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখল করার হুকুম কী?

২. অল্প সংখ্যক লোকের বায়াতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন বৈধ হবে কী?

৩. কেউ যদি আযোগ্য মনে করে কাউকে বায়আত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?

৪. খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবী করে যে, ‘কোন খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভাল’। তাহলে করণীয় কী? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিব? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং ‘আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার’ করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার’ দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

৫. কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে। আর কেউ যদি তাকে বায়আত না দেয় তাহলে কি সে হাদীসে বর্ণিত ধমকির উপযুক্ত হবে? কারণ, হাদীসে এসেছে,

"مَنْ مَاتَ وَلَيْس فى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مات مِيتَةً جاهلية".

‘যে ব্যক্তি কাউকে বায়আত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল!’[২৯]

৬. আপনারা বলছেন অমুকে খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা খিলাফতের যোগ্য অনেক লোককে পর্যবেক্ষণ করেছি; কিন্তু তার চেয়ে যোগ্য অন্য কাউকেই পাইনি।

---

[২৯] মুসলিম

৭. যে লোক কারো পরামর্শ ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তার কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, ‘যারা আমাকে খলীফা হিসেবে মানবে না তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারা দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ.

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বায়আত দিল নিজের দেহ-মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেই যদি খিলাফতের দাবি নিয়ে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।[৩০]

৮. একটি উপযোগী পরিস্থিতির জন্য খিলাফতের ঘোষণা বিলম্বিত করা কি অপরাধ?

সংশয়

১. বল প্রয়োগ করে ইমারা দখল করা বৈধ কি না?

বল প্রয়োগ করে ইমারাহ দখলকে অনেকেই জয়েয মনে করেন। কোন কোন আলেমের কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলে- উলামাগণ বলেন, তরবারীর বলে ক্ষমতা দখল করা জয়েয এবং দখলকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য মেনে নেয়া অধিক উত্তম। সুতরাং কেউ যদি কোন দেশ অথবা কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেকে খলীফা হিসেবে দাবী করে তাহলে আমাদের উচিৎ তার আনুগত্য মেনে নেয়া। এমন কি সে যদি জালেম হয় এবং জমিনে ফেতনা ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবুও।

তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব হল, সর্ব সম্মতিক্রমে ইমাম নির্বাচনে শরয়ী পদ্ধতি হল দুটিঃ

ক. উম্মাহর ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবিরা মিলে একজনকে নির্বাচন করবেন।
খ. পূর্বের খলীফা কাউকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করবেন। অতঃপর তার (খলীফার) মৃত্যুর পর নির্বাচিত খলীফার প্রতি মুসলমানদের সমর্থন থাকবে। অর্থাৎ, উম্মাহর ইমাম, আলেম ও বুদ্ধিজীবিরা তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিবেন।

---

[৩০] মুসলিমঃ হাদীস নং-৪৮৮২

এই দুটি পদ্ধতিই মুসলমানদের সন্তুষ্টিচিত্তে হতে হবে । এ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় আমি সাহাবায়ে কেরামদের সিদ্ধান্ত, ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া উল্লেখ করেছি। আর অস্ত্র ও শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরয়ীভাবেও অনেক বড় অপরাধ। যার কারণে মুসলমানদের রক্ত ঝরে এবং ক্ষমতার জন্য মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

ইবনে হাজার হায়তামী রহ. বলেন,

"لأن المتغلبَ فاسقٌ معاقبٌ. لا يستحقُ أن يبشرَ ولا يُؤمرَ بالإحسانِ فيما تغلب عليه. بل إنما يستحقُ الزجرَ والمقتَ والإعلامَبقبيحِ أفعاله وفساد أحواله"

'জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীরা সাধারণত ফাসেক ও শাস্তি প্রদানকারী হয়ে থাকে। সে কিছুতেই তার দখলকৃত অঞ্চলে ইনসাফের উপদেশ কিংবা বাহবা পাবার যোগ্য নয়।বরং সে এহেন কর্মকাণ্ডের কারণে ভর্ৎসনা ও তিরষ্কারের উপযুক্ত হবে এবং তার দুষ্কর্মের বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে হবে।'[৩১]

আর কোন কোন আলেম বল প্রয়োগকারীর শাসনকে অনোন্যপায় অবস্থায় গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবসমূহে আছে। কারো প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারে। অন্তত আমাদের এখনো এ প্রয়োজন দেখা দেয়নি। আর সে প্রয়োজনগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করারও আমাদের প্রয়োজন নেই। কেননা অল্প কিছু লোক ব্যতীত এই বল প্রয়োগকারীর ক্ষমতা কারর উপর নেই। আমাদের উপরও না। অন্য কোন মুসলমানের উপরও না। বরং তার দখলকৃত অঞ্চলের চেয়ে অনেক বড় বড় অঞ্চল অন্যান্য মুজাহিদদের দখলে রয়েছে এবং তারা ধীরে ধীরে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়া প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, আমরা তো আর বায়আত মুক্ত নই; বরং আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের হাতে বায়আত দিয়েছি। তিনি আমাদের আমীর এবং বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরও আমীর। কিন্তু বাগদাদী ও তার অনুসারীরা এই বায়আত ভঙ্গ করে খিলাফাহ ঘোষণা করেছে। তাই বলে তো আর আমরা তার কথিত একটি দেশ অথবা কিছু অঞ্চলে খিলাফতের কারণে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমরের কাছে দেওয়া বায়আত ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।

---

[৩১] الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ج: ٢ ص: ٦٢٧

তাছারা আমরা মহান আল্লাহর করুণায় 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিয়োজিত। ইনশাআল্লাহ সামনে এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উলামাগণ প্রয়োজনবশত এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য যে বলপ্রয়োগকারীর খিলাফাহ মেনে নিয়োছেন তা কিন্তু তারা কোন শর্ত ছাড়া এমনি এমনি মেনে নেননি; বরং এর জন্য তারা একটি শর্ত দিয়েছেন। আর তাহল- শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ও তার হুকুম কার্যকর থাকতে হবে। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, তথাকথিত এই খলীফা ও তার অনুসারীরা শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে না। সুতরাং যাদের মধ্যে এই মূল শর্তই অনুপস্থিত; তারা দখলকারী হলেও তো তাদের আনুগত্য করা জায়েয নেই।

এরপর কথা হল, যারা এসব সংশয়কে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে দাঁড় করতে চান; তারাই কিন্তু অন্যদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছেন। যেমন, প্রতিটি স্থানে প্রতিটি জামাত যখনই শক্তিশালী হয়ে উঠবে তখন তারা নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে নিজেরাই খিলাফাহ ঘোষণা করে বসবে। যেমন, উমাইয়ারা আন্দালুস নিয়ে আব্বাসীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এই সংশয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক উদ্ধত গোষ্ঠি প্রথম জবর দখলকারীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিবে এবং শক্তির মাধ্যমে অপর একজন দখলদার প্রকাশ পাবে। এভাবে জবরদখলের রাজ্য আমাদের রক্তের সাগরের দিকে নিয়ে যাবে। আর এভাবে উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রক্ত বিনামূল্যে বিকিয়ে যাবে যা দেখে ইসলামের শত্রুরা মুখ টিপে হাসবে।

ইবনে আরাবী রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. থেকে ইবনে কাসেম বর্ণনা করেন,

"إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه، مثل عمر بن عبد العزيز. فأما غيره فدعه، ينتقم الله من ظالم بمثله، ثم ينتقم من كليهما".

'যখন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের মত ন্যায়পারায়ণ বাদশার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। আর যদি তার মত না হয় তাহলে তাকে তার মত ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তার মত অন্য একজনকে দিয়ে এই জালেমের প্রতিশোধ নিবেন অতঃপর উভয়ের থেকেই প্রতিশোধ নিবেন।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴾

'অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতির সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। তখন তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।'[৩২]

ইমাম মালেক রহ. বলেন,

"إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا. فأما هؤلاء فلا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف".

'যখন একজন ইমামের জন্য বায়আত সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আর প্রথম জন যদি আদেল হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। আর ভয়ের কারণে যদি তাদেরকে বায়আত দেওয়াও হয় তাহলে এই বায়আত গ্রহণযোগ্য হবে না।'[৩৩]

এখানে আমি ঐ সকল ভাইদের সতর্ক করে দিতে চাই যারা জবরদখলকারী জালেম শাসকদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম যে ধৈর্যের পরামর্শ দিয়েছেন এর মাঝে এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার' মাঝে পার্থক্য করতে না পেরে বরং দুইটা এক মনে করে বলে, জবর দখলকারীর শাসনই হল 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। তারা উলামাদের কথাকে তাদের এই দাবীর সপক্ষে ইমাম আহমদ রহ. এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। তিনি বলেছেন,

"ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا. فهو أمير المؤمنين".

'কোন ব্যক্তি যদি তরবারীর জোরে খলীফা হয় এবং আমীরুল মুমিনীন নাম ধারণ করে। তাকে ইমাম হিসেবে না মানা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কারো জন্য বৈধ হবে না। চাই লোকটা নেককার হোক অথবা বদকার। কারণ সে আমীরুল মুমিনীন।'[৩৪]

উক্তিটি তাদের দলীল হিসেবে পেশ করা একাধিক কারণে অসম্ভব।

১. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলপ্রয়োগকারীর শাসনের উপর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সেগুলো উল্লেখ করে আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ করব না। আগ্রহী ব্যক্তি ফিকহের কিতাব থেকে তা দেখে নিতে পারেন।

---

[৩২] সূরা বানী ইসরাইল:৫

[৩৩] আহকামুল কোরআন, ইবনুল আরাবী: ৭/২৭৫

[৩৪] আল আহকামুস সানিয়্যাহ: ১/২০

২. ইমাম আহমদ রহ. থেকেই এর বিপরীত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এখানে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না; তবে শুধু মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি: ইমাম আহমদ রহ. খলীফা ওয়াসিক আল আব্বাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে ইমাম আহমদ ইবনে নছর আল খুজায়ী রহ. এর প্রশংসা করেন। আহমদ ইবনে নাছর রহ. সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

"ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له".

'আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন! আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে উদার মানুষ আর হতে পারে না। সে আল্লাহর জন্য নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছে।'[৩৫]

৩. এরকম দলীল পেশকারীকে আমরা প্রশ্ন করতে চাই; এর মাধ্যমে আপনি কোন খিলাফাহ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন? আপনি কি 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' উদ্দেশ্য নিচ্ছেন যার সুসংবাদ স্বয়ং রাসূল সা. দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফাহ; যাদের অনুসরণ করতে নবী কারীম সা. আমাদের আদেশ দিয়েছেন। নাকি বলপ্রয়োগ এবং জোর জবরদস্তির খিলাফাহ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন। যার বর্ণনা নবী কারীম সা. দিয়েছেন যে সেটা তাঁর সুন্নতকে পরিবর্তন করবে। যার প্রতিষ্ঠাকারীকে ওমর রাযি. বায়আত দিতে নিষেধ করেছেন। আর ইমাম মালেক রহ. তার বর্ণনা এ ভাবে দিয়েছেন,

"بأنه ظالم ينتقم الله منه، وأنه لا بيعة له، ولا ينصر على من خرج عليه، كما مر بنا".

'সে জালেম আল্লাহ তার বিচার করবেন। তাকে বায়আত দেওয়া যাবে না। এবং তার বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তাকে সাহায্য করা যাবে না।'

আমি এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই:

এক. উম্মাহর ইতিহাসে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের খিলাফাহ (কেউ চাইলে তাকে ধ্বংস ও ফাসাদ সৃষ্টির খিলাফাহ বলতে পারেন।) দুর্গতিই বয়ে এনেছে এবং তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর আমাদের অধঃপতনের কারণও তো এটাই ছিল। জবরদখলের এই রীতি উম্মাহর ইতিহাসে কঠিন কঠিন মুহূর্তে এই শাসন নারী ও অবুঝ শিশুকেও খলীফা মনোনিত করেছে। যেমন, তাতারীরা যখন বাগদাদ আক্রমণ করে তা একেবারে উজাড় করে হলব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং মিসরে আক্রমণেরও প্রায় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। এমন এক কঠিন ও নাযুক মুহূর্তে মিসরের বাদশা নিযুক্ত হয় আট দশ বছরের শিশু

---

[৩৫] আল বদিয়াহ ওয়ান নিহায়াহ: ১০/৩০৩

মানসুর ইবনে ইজ্জুদ্দিন। অথচ তার সময় কাটতো কবুতর নিয়ে খেলা করে এবং উটের পিঠে চড়ে। তাতারীদের মোকাবেলা করে মিসরকে রক্ষা করার কোন চিন্তাই তার মধ্যে ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে বাদশা মানসুরের উপস্থিতিতে আমীর উমারাগণ আসন্ন বিপদ মোকাবিলায় তাদের করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ সভায় বসল। কিন্তু শিশু মানসুর শুধু মজলিসের সেভাই বর্ধন করছিল, তার কোন মতামত ছিল না। পরিস্থিতি খারাপ দেখে সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ. মানসুরকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা দখল করে নেন এবং ফুকাহা ও কাজীদের নিকট এই বলে ওজর পেশ করেন যে, মানসুর ছোট আর দেশে এখন তাতারীদের মোকাবেলায় একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক প্রয়োজন। অতঃপর কুতুজ রহ. যখন 'আইনে জালুতে' তাতারীদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করলেন। বাইবারাছ তখন আমীর উমারাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে এবং তার সৈন্য বাহিনীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। অতঃপর তারা যুবরাজের বাসগৃহে এসে যুবরাজকে কুতুজ রহ. হত্যার সংবাদ দেয়। তখন সে বলে, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে। বাইবারাছ বলে, আমি। তখন যুবরাজ তাকে বলল, হে বীর আজ থেকে তোমার মর্যাদা সুলতানের মত।

"فغيبت الشريعة عن تنصيب الإمام وأصبح السيف هو الحكم".

'ইমাম নিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়তের কর্তৃত্ব আড়াল হয়ে গেল এবং তার স্থানে কর্তৃত্ব দখল করে নিল তরবারী (সে যাকে ইচ্ছা তাকেই ইমাম বানাবে)।'

হত্যাকারীর শরীয়ত অনুযায়ী বিচারের পরিবর্তে তাকে সুলতানের মর্যাদা দেয়া হয়। আর সে যাকে নিয়োগ দেয় সেই কাজী ও মুফতী হয় এবং এক সময় বলে আমিই ইমাম। আমার কথা মত সবকিছু চলবে। যার বিচারের প্রয়োজন তাকে আমার নিয়োগ দেওয়া বিচারকের বিচারই মানতে হবে; যদিও বিচার তাদের বিরুদ্ধেই চাওয়া হয়।। আর এ ভাবেই ধীরে ধীরে শরীয়ত বাতিল হতে থাকে। আর আমরা রাসূল সা. এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার খোঁজ পাই। রাসূল সা. বলেছেন,

"لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فاولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة"

'ইসলামের বন্ধনগুলো (হুকুমগুলো) একে একে বিলুপ্ত হতে থাকবে। আর যখনই একটা বন্ধন বিলুপ্ত হবে মানুষ তার নিকটতম বন্ধনের দারসংস্থ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথম (শরয়ী) হুকুম বিলুপ্ত হবে আর সর্ব শেষ হবে নামাজ।'[৩৬]

আর আমাদের এ যুগের ঘটনা হল; এই বল প্রয়োগকারী হুকুমতই ইমাম মুজাদ্দেদ আব্দুল ওয়াহাব রহ. এর দাওয়াতকে নষ্ট করেছে এবং এ অঞ্চলকে

---

[৩৬] জামেউস সগীর

আমরিকার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে পরিণত করেছে। সর্বোপরি মুসলমানদের আমরিকা ও ইংরেজদের দাসে পরিণত করেছে। ফলে কোরআনের শাসন বাদ দিয়ে মনবরচিত বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে এবং মুসলমানদের দেশ ও সম্পদ কাফেরদের কাছে অর্পণ করা হচ্ছে।

দুই. ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার খিলাফতের আহ্বান মুজাহিদদের মাঝে ফেতনার আগুনই জ্বেলে দিবে এবং তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করবে। যারা এই খিলাফতের অনুসরণ করবে তারা ভাববে তারা সঠিক পথে আছে। আর অন্যরা শরীয়ত মানছে না; বরং তারা বাগী-বিদ্রোহী। কখনো কখনো তাদের মুরতাদ পর্যন্ত বলবে। আর বিরোধীরা 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় রত। ঠিক এ ফিৎনাটিই বর্তমানে ইরাক ও শামে দেখা যাচ্ছে। মুজাহিদরা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। এর কারণে আসল শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফসল শত্রুরাই ঘরে তুলছে।

তিন. রাজতন্ত্রের মধ্যেও ভাল কাজ হয়েছে। যেমন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিকে মুহাম্মদ ইবনে কাসেমকে সিন্ধু অভিযানে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে অসংখ্য ভাল মানুষকে হত্যা করেছে। তদ্রূপ খলীফা মুতাসিম এক দিকে যেমন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে, অন্য দিকে আমুরিয়া বিজয় করেছে। কিন্তু এর কারণে তো আর হাকীকত বাতিল হবে না মাশওয়ারা ব্যতীত শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল শরীয়ত সম্মত হয়ে যাবে না; বরং তা শরীয়ত পরিপন্থি হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

আমরা 'খিলাফা আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' ফিরিয়ে আনারই চেষ্টা করছি। আর এর মঝেই রয়েছে উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ, নেতৃত্ব ও ইজ্জত-সম্মান। আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. আমাদেরকে এই খিলাফার সুসংবাদই দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমরা রাজতন্ত্র বা স্বৈরাতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের শক্তি ব্যয় করবো না, কারণ এই রাজতন্ত্র আর সৈরাতন্ত্রই হচ্ছে উম্মাহর অধঃপতন আর পরাজয়ের মূল।

আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, বুছর ইবনে আরতা ও আবু মুসলিম আল-খুরাসানীর পদ্ধতিতে নয়। ইনশাআল্লাহ, আমরা সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ সা. এর মানহাজে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করব। তিনি বলেন,

"خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ".

'তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারা- যাদেরকে তোমরা ভালবাসবে এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসবে এবং তোমরা যাদের জন্য দোআ করবে আর তারা

তোমাদের জন্য দোআ করবে। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা- যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে আর তারা তোমাদের অপছন্দ করবে তদ্রূপ যাদেরকে তোমরা অভিসম্পাত করবে আর তারা তোমাদের অভিসম্পাত করবে।'[৩৭]

মানুষ কিভাবে ঐ লোককে ভালবাসবে এবং তার মঙ্গল কামনা করে দোআ করবে- যে তাদের এবং তাদের প্রিয় লোকদের নির্যাতন করে হত্যা করে?

সংশয় ২. অল্প সংখক লোকের বায়আতের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারণ সঠিক হবে কি না?

আমি খুব সংক্ষেপে এ ব্যাপরে কিছু আরজ করব। কারণ, আমরা দেখতে পাই- কেউ কেউ অল্পসংখ্যক লোকের বায়আতকে বৈধ প্রমাণ করতে দুটি দলীল দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

এক: কোন কোন আলেম থেকে বর্ণিত আছে যে, এক-দুইজন অথবা একেবারে অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেও খলীফা নির্ধারণ হয়। একথার উত্তর হল:

ক. এ কথাটা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর সুন্নত ও ইজমার বিপরীত। সহীহ হাদীসের কিতাবগুলোতে তা বর্ণিত আছে। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

খ. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই সংশয়ের উত্তর দিয়েছেন এবং বলেছেন এটা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.এবং সাইয়্যিদিনা আবু বকর রাযি. কে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে রাফেজীদের মতাদর্শের অনুসরণ ।

দুই:, তারা ইমাম নববী রহ. এর কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

ইমাম নববী রহ. বলেন,

"أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس ، وَلَا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد . وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس".

'উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, বায়আত সঠিক হওয়ার জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের বায়আত জরুরী নয় এবং পৃথিবীর সকল সুধীজন ও চিন্তাশীলদের বায়আতও জরুরি নয়; বরং ঐ সকল আলেম, নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত লোকদের বায়আত শর্ত যাদের একত্র হয়ে বায়আত দেওয়া সহজ ও সম্ভব।'[৩৮]

---

[৩৭] মুসলিম: ৪৯১১

[৩৮] শরহুন নববী আলা মুসিলিম: ৬/২০৯

আসলে এই উক্তিটিও তো ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে দলীল যারা মনে করে অল্প সংখক লোকের বায়আত জায়েয। কারণ-

ক. কেউই তো পৃথিবীর সকল মানুষ অথবা সকল আলেমদের একত্র হওয়ার শর্ত করেন নি; বরং সবাই জমহুরদের ঐক্যমতকে শর্ত বলেছেন।

খ. বর্তমানে বায়াতের শর্ত হল সারা দুনিয়ার যে সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি ঐক্যমত পোষণ করতে সক্ষম তাদের সকলের ইজমা। আর এটা জানা কথা যে, বর্তমানে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই পৃথিবীর সকল আলেমের যোগাযোগ করা সম্ভব।

গ. ইমাম নববী রহ. ঐ সকল আলেম, নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তিদের ইজমাকে শর্ত বলেছেন যারা সহজে একত্র হতে পারেন। তবে তিনিও অপরিচিত নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায় না এমন লোকের বায়াতের কথা বলেন নি।

সংশয় ৩. কেউ যদি কাউকে অযোগ্য মনে করে তাকে বায়আত না দেয় তাহলে সে কি গুনাহগার হবে?

স্বভাবতই এর উত্তর না বাচক হবে। এর দলীল অনেক সাহাবায়ে কেরামের আমল। যেমন, হুসাইন রাযি., ইবনে যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. এরা কেউই ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে বায়আত দেননি। আবু নুআইম রহ. উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ থেকে বর্ণনা করেন,

"تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية، وأظهر شتمه. فبلغ ذلك يزيد، فأقسم لا يؤتى به إليه إلا مغلولا، وإلا أرسل إليه. فقيل لا بن الزبير: ألا نصنع لك أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب و تبر قسمه. فالصلح أجمل لك؟ قال: فلا أبر والله قسمه".

ইবনে যুবায়ের রাযি. ইয়াজিদের আনুগত্য মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং প্রকাশ্যে ইয়াজিদের সমালোচনা করলেন। তখন এ সংবাদ ইয়াজিদের নিকট পৌঁছলে সে কসম করল যে, হয়তো তাকে (যুবায়েরকে) বেড়ি পরিয়ে তার কাছে (ইয়াজিদের) আনা হবে অথবা, সে (যুবায়ের) তার (ইয়াজিদের) কাছে সন্ধি চুক্তি পাঠাবে। তখন ইবনে যুবায়ের রাযি. কে বলা হল, আমরা আপনার জন্য রুপার খাঁচা বানাবো। আপনি সেখানে কাপড় পরিবর্তন করবেন আর তাকে কসম থেকে মুক্তি দিবেন। (কিন্তু আমাদের মনে হয়) আপনার জন্য সন্ধি চুক্তিই উত্তম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তাকে কসম থেকে মুক্ত করব না। অতঃপর বললেন,

"ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر".

'প্রয়োজনে পাথর চিবিয়ে চূর্ণ করতেও রাজি আছি; কিন্তু হকের সামনে মাথা নত করতে রাজি নই।'

"ثم قال: والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل. ثم دعا إلى نفسه، وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية".

'অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! লাঞ্ছিত হয়ে চাবুকের আঘাতের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারীর আঘাত আমার কাছে অনেক প্রিয়। এরপর ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার খিলাফাত প্রত্যাখ্যান করে নিজের বায়াতের দিকে মানুষদের আহ্বান করলেন।'[৩৯]

ইমাম ঈসমাইলী রহ. বর্ণনা করেন,

"فَأَرَادَ مُعَاوِيَة أَنْ يَسْتَخْلِف يَزِيد - يَعْنِي اِبْنه - فَكَتَبَ إِلَى مَرْوَان بِذَلِكَ . فَجَمَعَ مَرْوَان النَّاس فَخَطَبَهُمْ ، فَذَكَر يَزِيد ، وَدَعَا إِلَى بَيْعَته وَقَالَ : إِنَّ اللَّه أَرَى أَمِير الْمُؤْمِنِينَ فِي يَزِيد رَأْيًا حَسَنًا ، وَإِنْ يَسْتَخْلِفهُ فَقَدْ اِسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْر وَعُمَر.فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن مَا هِيَ إِلَّا هِرَقْلِيَّة".

'মুআবিয়া রাযি. তার ছেলে ইয়াজিদকে খলীফা বানাতে চাইলেন। তাই এ বিষয়টি মারওয়ানকে লিখে পাঠালেন আর মারওয়ান লোকদের জমা করে ভাষণ দিলেন এবং ইয়াজিদের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদেরকে তাকে বায়আত দেওয়ার আহ্বান জানালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা আমীরুল মুমিনীনকে আয়াজিদ সম্পর্কে ভাল কিছু এলহাম করেছেন। তাই তিনি চাচ্ছেন তাকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করতে। কারণ আবু বকরও তো ওমরকে নির্ধারণ করে গেছেন। তখন আব্দুর রহমান বললেন, এটা তো দেখছি হিরাকলিয়ানীতি (বাইযানটাইন)।'[৪০]

ইবনে হাজার রহ. বলেন,

"وأخرج الزبير عن عبد الله بن نافع قال: خطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد، فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له عبد الرحمن: أهرقلية كلما مات قيصرٌ مكانه؟ لا نفعل والله أبداً".

'আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে বর্ণনা করে বলেন, এক খুতবায় মুআবিয়া রাযি. ইয়াজিদকে বায়আত দেয়ার জন্য লোকদের আহ্বান করলেন। অতঃপর হুসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন আব্দুর রহমান তাঁকে বললেন, এটা তো দেখছি হিরাকলিয়া! এক সম্রাটের মৃত্যুর পর অন্য সম্রাট তার

---

[৩৯] মাআরেফুস সাহাবাহ, আবু নুআইম: ১১/৪৬১
[৪০] ফতহুল বারী: ২৩/৩৯২

স্থলাভিষিক্ত হয়। আল্লাহর কসম! আমরা কখনই এটা করবো না (অর্থাৎ তাকে বায়আত দিব না)।'[৪১]

হুসাইন ইবনে আলী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. শুধু মাত্র ইয়াজিদের বায়আতকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি; বরং তারা প্রত্যেকেই একজনের পর অন্যজন নিজেকে বায়আত দেয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। কারণ ইয়াজিদের ক্ষমতা ছিল অবৈধ। অন্য দিকে মুসলমানদের জন্য একজন খলীফার প্রয়োজন ছিল। আর উম্মাহর জমহুর অংশটি তাদেরকেই গ্রহণ করে নিবে। ইয়াজিদ বলপ্রয়োগ করার পূর্বে মানুষ তাকে বায়আত দেয় নি; বরং তাকে নিয়োগের পূর্বেই শাম, হিজাজসহ কিছু অঞ্চল থেকে তার জন্য বায়আত নেয়া হয়েছিল।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিচ্ছি। তাহল, সায়্যিদিনা হুসাইন রাযি. সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও বায়আত ভঙ্গ করেন নি; বরং তিনি হাসান রাযি. কর্তৃক সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. এর সাথে কৃত চুক্তি পালন করে গেছেন। অথচ এ ব্যাপারে তাঁর অসম্মতি ছিল। তিনি মুআবিয়া রাযি. এর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার ও তার ভাই হাসান রাযি. এবং সকল মুসলমানের চুক্তি রক্ষা করেছেন। কারণ, তিনি দেখেছেন মুআবিয়া রাযি. শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর খিলাফাহও মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুসাইন রাযি. মুআবিয়া রাযি. এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত নিজের দিকে বায়াতের আহ্বান করেননি; বরং তাঁর ইন্তেকালের পরে করেছেন। কারণ, ইয়াজিদের খিলাফাহ ছিল শরীয়ত বিরোধী। কেননা, তা শুরার ভিত্তিতে গঠিত হয়নি এবং জমহুরগণ তাকে খিলাফতের অযোগ্য মনে করতেন।

সংশয় ৪. খিলাফতের পদ শূন্য থাকা অবস্থায় যদি কোন অযোগ্য লোক নিজেকে এই বলে খলীফা দাবী করে যে, 'কোন খলীফা না থাকার চেয়ে একজন খলীফা থাকাতো ভাল'। তাহলে করণীয় কী? আমরা কি তাকে খলীফা হিসেবে মেনে নিব? অথচ মুসলমানদের এমন অনেক আমীর আছেন যারা জিহাদ করেন, শরীয়ত অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং 'আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার' করেন এবং সম্মিলিত ভাবে ধীরে ধীরে 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়ার' দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তরঃ না। আসলে এমন সন্দেহ তো হুসাইন রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. এরও জাগেনি। কেননা, যখন সায়্যিদিনা মুআবিয়া রাযি. ইন্তেকাল করলেন এবং খিলাফতের পদ শূন্য হল তখন

---

[৪১] আল আসহাব: ৪/৩২৭

তাঁরা ইয়াজিদের শাসন প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা এ কথা বলেননি যে, এখন যেহেতু কোন খলীফা নেই তাই আমাদের জন্য ইয়াজিদের খিলাফাহ মেনে নেওয়াই উত্তম। বরং হুসাইন রাযি. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. পর্যায়ক্রমে ইয়াজিদ থাকা অবস্থায়ই নিজের বায়াতের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু বিষয়টি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুসাইন রাযি. শাহাদাত বরণ করেছেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর জন্য তা পরিপূর্ণ হয়। সব এলাকা থেকে বায়াতের পর উলামায়ে কেরাম তাকে শরয়ী খলীফা হিসেবে গণ্য করেন।
তাছাড়া আমরা তো আর বায়আতহীন অবস্থায় নেই; রবং আমাদের এবং বাগদাদী ও তাঁর সঙ্গীদের স্কন্ধের উপরও তো ইমারতে ইসলামির বায়আত রয়েছে। কিন্তু বাগদাদী ও তার সঙ্গীরা তা ভঙ্গ করেছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তা পূর্ণ করে চলেছি।

বড় কথা হল, আমরা তো আর 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠা করা থেকে গাফেল হয়ে বসে রইনি; বরং আমরা এবং সকল মুজাহিদরা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। (কিভাবে এগুচ্ছি এ নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে আলোচনা করবো) তবে আমরা চাই 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। আমরা রাজতন্ত্র, বলপ্রয়োগ ও জুলুমের শাসন চাই না।

সংশয় ৫. কোন অযোগ্য লোক যদি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা করে বসে, আর কেউ যদি তাকে বায়আত না দেয় তাহলে কি সে হাদীসে বর্ণিত এ ধমকির উপযুক্ত হবে? রাসূল সা. বলেন,

"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

'কেউ মৃত্যুবরণ করল অথচ তার কাধে বায়আত নেই; তাহলে সে জাহিলি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।'

উত্তরঃ না। সে এই ধমকির উপযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে এই হাদীসেরই আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করছি। ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

"ان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

'কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ করে।; তাহলে সে যেন এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কেউ যদি জামাত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়েও মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।'[৪২]

---

[৪২] বুখারী: ৬৫৩১

ইমাম মুসলিম রহ. ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

"من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية".

'কেউ আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় তার কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার উপর কারো বায়আত নেই সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।'

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে অন্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন,

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولايتحشى من مؤمنها ولايفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه".

'যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিয়ে জামাত ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করল। সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। যে ব্যক্তি কোন পথভ্রষ্টের পিছনে যুদ্ধ করল; যে কিনা কোন গোত্রের কারণে ক্রুদ্ধ হয় অথবা কোন গোত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা কোন গোত্রকে সাহায্য করে, অতঃপর সে নিহত হলে এটা হবে জাহেলী অবস্থায় নিহত হওয়া। আর যে আমার উম্মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সত্যবাদি-মিথ্যাবাদী সবাইকেই আঘাত করে; মুমিনদের থেকে বিরত থাকে না এবং চুক্তিকারীর চুক্তি পূর্ণ করে না। তাহলে আমার ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক নেই।'[৪৩]

উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ধমকির আওতায় যারা পড়বে-

১. যার আমীর আছে কিন্তু তার মধ্যে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখে মুসলমানদের সম্মিলিত জামাত থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অথচ সকলেই ঐ আমীরের ব্যাপারে একমত।

২. যে কোন আমীরের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পর তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিল।

৩. যে মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমীরের আনুগত্য ত্যাগ করল।

তবে যারা কাউকে ইমারত কিংবা খিলাফতের অনুপযুক্ত মনে করে তাকে বায়আত দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে সে এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমনিভাবে হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এবং আব্দুর রহমান

[৪৩] মুসলিম: ৩৪৩৬

রাযি. ইয়াজিদকে অযোগ্য মনে করে তাকে বায়আত দেন নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গেছে।

আমাদের সকল মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী এই যে-

* আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ ও খলীফার অনুগত নই। আর কখনও তার আনুগত্য মেনেও নেই নি যে এখানে হাত গুটিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। কারণ, সে তো খিলাফতের যোগ্যই নয়।

* আমরা জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন নই। কারণ, আমরা এমন কোন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি যাকে সকল মুসলমান ইমাম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বরং তার আশ-পাশের অল্প কিছু লোক ব্যতীত তাকে কেউই বায়আত দেননি।

* তাছাড়া আমরা আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নেইনি এবং বায়আতও ভঙ্গ করিনি। কেননা, আমাদের উপর রয়েছে আমীরুল মুমিনীনের বায়আত। যাকে আমরা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে বায়আত দিয়েছি। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনি বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং পাকিস্তান, ভারত উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, আরব বিশ্ব, আফ্রিকা মহাদেশ সহ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তার আনুগত্য নিয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ-

প্রশ্ন হতে পারে আমরা যা বলছি সালাফের যুগে এর কোন নজির আছে কিনা?

হ্যাঁ, অবশ্যই; সালাফ দ্বারা আপনি কোন সালাফ উদ্দেশ্য নিচ্ছেন!! যেখানে হুসাইন রাযি. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবীদের সরাসরি আমল পাওয়া যায়। তারা ইয়াজিদের শাসনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তা মাশওয়ারার মাধ্যমে গঠিত হয় নি। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা তো বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেয়।

ইমাম খাল্লাল রহ. বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আবু হারুন সংবাদ দিয়েছেন ইসহাক রহ. তাদের কাছে বর্ণনা করেন, 'আবু আব্দুল্লাহকে (আহমদ ইবনে হাম্বল) এই হাদীসের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হল– ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية - 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার কোন ইমাম নেই, সে যেন জাহেলী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল' এই হাদীসের অর্থ কি? আবু আব্দুল্লাহ বলেন,

تدرى ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام. فهذا معناه.

‘তোমরা কি জান ইমাম কাকে বলে? ইমাম হল যার ব্যাপারে সকল মুসলমানদের ইজমা হয়েছে এবং লোকেরা বলে এই তো ইনিই আমাদের ইমাম।’[৪৪]

ইমাম ফার্‌রা রহ. এই কথার সাথে আরেকটু যুক্ত করে বলেন, ‘এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথা হল এটা (বায়আত) সংঘটিত হবে তাদের জামাতের মাধ্যমে।’[৪৫]

বর্তমানে যে লোকটি অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়াতের মাধ্যমে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে। তার ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত তো নয়ই। বরং অপরিচিত কিছু লোক ব্যতীত কেউ বলে না যে ইনি আমাদের আমীর, যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না।

সংশয় ৬. আপনারা বলছেন, সে খিলাফতের যোগ্য নয়। অথচ আমরা অনেক অনুসন্ধানের পরও খিলাফতের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য কাউকে খুঁজে পাইনি।

আসলে এধনের কথার কোন ভিত্তি নেই। কারণ, মুজাহিদীনদের মাঝে এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মাঝে তার চেয়ে অধিকতর যোগ্য অনেক লোক আছেন। শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসী দা.বা. ঐ জামাত সম্পর্কে বলেন, যারা অল্প কিছু অপরিচিত লোকের বায়াতের মাধ্যমে তাদের আমীরকে খলীফা বলে দাবী করছে,

"لابد أن يقال بأنه لو لم يوجد غير هذه الجماعة في الساحة؛ لدفع هؤلاء العلماء علمهم إلى تأييد أميرها لأنهم مطالبون بتأمير الأمثل. فلاشك أن هؤلاء أمثل من الطواغيت والحكام المرتدين؛ أما والساحة تمتلئ بالجماعات المقاتلة المنافسة. التي يوازي بعضها هذه الجماعة بالقوة ويساميها بالعدد ويفضلها في النهج والقيادة. فلايجب تقديم المفضول على الفاضل".

‘একথা বলতেই হয় যে, ময়দানে যদি এই জামাত ব্যতীত অন্য কোন জমাত না থাকতো তাহলে আলেমদের ইলম তাদেরকে এই জামাতের আমীরকে সমর্থনের পক্ষেই বলত। কারণ, তাঁরা একজন শ্রেষ্ঠ লোককে আমীর বানাতে আগ্রহী এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা মুরতাদ তাগুত শাসকদের থেকে উত্তম। আর সত্য কথা হল; ময়দান অনেক জিহাদী জামাতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ। তাদের কোন কোনটা শক্তির বিচারে তাদের সমকক্ষ, সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে এদের চেয়ে বেশী এবং নেতৃত্বের দিক থেকে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং উৎকৃষ্টের উপর অনুৎকৃষ্টকে প্রাধান্য দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।’

---

[৪৪] আস্‌সুন্নাহ লিল খাল্লাল:১/৮০-৮১

[৪৫] আল আহকামুস সুলতানিয়া: ২৩

যে লোক কারো পরামর্শ ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তার

সংশয় ৭. যে লোক কারো পরামর্শ ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবী করে তার
কি এ অধিকার আছে যে, সে তার অনুসারীদের এ আদেশ দিবে যে, 'যারা
আমাকে খলীফা হিসেবে মানবে না তাদের মাথা গুড়িয়ে দাও। কারণ তারা
জামাতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

তারা দলীল হিসেবে এই হাদীসটি পেশ করে,

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ.

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বায়আত দিল নিজের দেহ-মনের বন্ধন তার সাথে জুড়ে নিল। এর ভিন্ন কেই যদি খিলাফতের দাবি নিয়ে প্রথম জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে।[৪৬]

উত্তর:-

১. অল্প সংখক লোকের বায়আত বাতিল অগ্রহণযোগ্য। এবং যাকে অল্প সংখক লোক বায়আত দিবে তাকে শরয়ী ইমাম হিসেবে গণ্য করা হবে না। পূর্বে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে রাসূল সা. এর হাদীস, খোলাফায়ে রাশেদীনের সিরাত ও সাহাবায়ে কোরামের ইজমা। এবং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোওয়া দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি ইমাম ছাড়া মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। এই হাদীসের ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর পূর্বোক্ত ব্যাখ্য প্রাণিধানযোগ্য।।

৩. জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীকে তার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. এর উক্তি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. যে ব্যক্তি তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে নিজেকে বায়আত দেয়ার প্রতি আহ্বান করে তার বিরুদ্ধেই এই হাদীসটি প্রযোজ্য হবে। এই হাদীসটি কিছুতেই তাদের পক্ষের দলীল নয়; বরং তাদের বিপক্ষেরই দলীল।

৫. যে তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে নিজের বায়াতের দিকে আহ্বান করে তার বায়আত বাতিল, অগ্রহণযোগ্য। কেননা- ما انبني على باطل فهو باطل 'যার ভিত্তি বাতিলের উপর সেটাও বাতিল।'

---

[৪৬] মুসলিম: হাদীস নং-৪৮৮২

৬. এই ভয়ংকর বিপদের আরো ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিৎ। বিপদটি হল, এক লোক কোন মাশওয়ারা ব্যতীত নিজেকে খলীফা বলে দাবি করে বসল। অথচ তাকে অল্প কিছু অপরিচিত লোক ব্যতীত কোন মুজাহিদ ও মুসলমানরা খলীফা হিসেবে মেনে নেয়নি। এর পরিণতি এই হল যে, এরপর সে মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যা করা শুরু করল এবং মুজাহিদদের ধ্বংস করার জন্য তাদের উপর আত্মঘাতী আক্রমণ শুরু করল। অথচ এরা হল শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিবেদিতপ্রাণ শ্রেষ্ঠ সব মুজাহিদ তাদের অনেকেই এখন আর ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে না। তারা জিহাদ ছেড়ে বসে পড়েছে। হয় তো তাদের আর কখনো জিহাদের ময়দানে ফিরে আসা হবে না!! আর এভাবেই এ সকল দুর্ভাগারা জিহাদের আন্দোলনকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তার অভ্যন্তরে ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে আর নিজেদের হাতেই নিজেরা প্রাণ হারাচ্ছে!! ইসলামের শত্রুরা এটা দেখে আনন্দ উল্লাস করছে।

হে ভাই! আপনারা যারা এই কল্পিত খিলাফতে বিশ্বাসী একবার ভেবে দেখুন! ঐ লোকটি কী মসিবতেই না পতিত, যেদুর্ভাগা জান্নাতের আশায় ঘর থেকে বের হয়ে ছিল; কিন্তু জাহান্নামের অতল গহ্বরে গিয়ে পতিত হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' -সূরা নিসাঃ ৯৩

৮. একটি মুনাসিব পরিস্থিতির অপেক্ষায় খিলাফতের ঘোষণা বিলম্বিত করা কি অপরাধ?

অচিরেই এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ; কিন্তু এখানে সংক্ষেপে বলে রাখছি, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হুসাইন রাযি. কে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করার মাধ্যমে কোন অপরাধ করেননি। কারণ তারা দেখছিলেন এই মুহুর্তে বিদ্রোহে সফল হওয়ার মত পরিস্থিতি নেই। ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। আজ এ পর্যন্তই। সামনের মজলিসে দেখা হবে।

و آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله علي سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ইসলামী বসন্ত (পঞ্চম পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

পূর্বের আলোচনা ছিল, ইরাক ও শামে ক্রুসেড আক্রমণে করণীয় এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়ার' কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন নিয়ে। আর আজকের মজলিসে দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রথম প্রশ্নঃ- বর্তমান পরিস্থিতি কি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য উপযুক্ত?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ- যদি বর্তমান পরিস্থিতি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত না হয় তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় কী?

১. প্রথম প্রশ্নের জবাবে যাওয়ার পূর্বে আমি কিছু বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। আসলে খিলাফা ধ্বংসের পর থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত উম্মাহর একটি দল অব্যাহতভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে আজ পৃথিবীর দেশে দেশে আল-কায়েদা, তালেবান আর ইরাকের আইএস এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই কিছু ফল মাত্র। আর প্রকৃত কথা হচ্ছে আইএস তো আল-কায়েদারই একটা শাখা ছিল। কিছু দিন পূর্বেও তারা ইরাকে আল-কায়েদার শাখা হয়ে কাজ করেছে।

এ ব্যাপারে আমি শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও তার চেষ্টা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কিছু বলার প্রয়াস পাব।

* এ ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল, আফগান জিহাদকে সমর্থন করা। তিনি আফগানকে ইসলামের এক মজবুত দুর্গ বানাতে চেয়েছেন। আর এ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশে জিহাদী আন্দোলনকে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন স্থানে দাওলায়ে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্তভাবে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পথ সংহত করা।

* তার প্রচেষ্টার আরেকটি ক্ষেত্র ছিল, সুদান সরকারকে সমর্থন করা। যাতে সুদানে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত গড়ে উঠে এবং ইসলামী আন্দোলনগুলো সেখান থেকে সাহায্য পায়।

শায়েখ উসামা রহ. তাঁর দূরদর্শি দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে রাষ্ট্রই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হবে তার উপরই পশ্চিমা ক্রুসেডাররা অর্থনৈতিক আক্রমণ চালাবে। আর সুদান তার বিস্তৃত কৃষিজ সম্পদের মাধ্যমে যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে পারবে। অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে শায়েখ বলেন- আসলে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ইহুদীদের আর্থিক সাপোর্টের উপর ভিত্তি করেই।

* শায়েখের আরেকটি পরিকল্পনা ছিল, নাইজেরিয়া থেকে সুদান পর্যন্ত হজ্বের জন্য দীর্ঘ একটি স্থল পথ নির্মাণ করা যাতে করে আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোর একটি আরেকটির সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃকিত ও জাতিগত একটা বন্ধন তৈরী হয়।

* এরপর শায়েখ দ্বিতীয় বার আফগানে ফিরে এলেন এবং পুরা উম্মাহকে একটি টার্গেটকে -তথা আমরিকা আমাদের শত্রু- সামনে রেখে জিহাদী আন্দোলনের প্লাটফর্মে একত্র করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। পূর্বের সকল অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে উম্মাহকে অমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেন। যাতে করে পুরো উম্মাহকে নিয়ে ধীরে ধীরে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দিকে এগুনো যায়।

অতঃপর শায়েখ ইমারতে ইসলামির শত্রু, মুজাহিদদের ঐক্যের শত্রু, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার শত্রু- আমরিকা ও তার এজেন্টদের বিরুদ্ধে আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর ঝাণ্ডাতলে জিহাদে শরীক হন এবং বিভিন্ন স্থানে আমরিকার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকেন। ৯/১১ এর ঘটনাও এর মধ্যে অন্যতম। আস-সাহাব ফাউন্ডেশন বিভিন্ন সময় বিষয়গুলো প্রকাশ করেছে। কংগ্রেস সরকারও বিষয়টি স্বীকার করেছে।

এরপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনাটি হল, শায়েখ ওসামা বিন লাদেন রহ. আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর হাতে বায়আত দেয়া। আসলে বিষয়টি শায়েখের দূরদর্শীতারই প্রমাণ। শায়েখ মুসলিম উম্মাহকে আমীরুল মুমিনীনের হাতে বায়আত হতে আহ্বান করেন। কারণ, তাঁর মধ্যে ইমামতের সকল গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আফগানের মুজাহিদ এবং আল-কায়েদার সকল শাখাই আমীরুল মুমিনীনের হাতে বায়আত দেন। তাদের মধ্যে ইরাকের দাওলাতে ইসলামও একটি।

আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ বীর সেনানীদের মধ্যে দুইজন বীর ছিলেন, শহীদ শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী এবং শহীদ শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ.। আপনারা কী জানেন এই দুই বীরসেনানী কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েট?

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. শায়েখ আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ. এর জিহাদী মাদরাসার ছাত্র। অতঃপর তিনি শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী রহ. এর হাতে দীক্ষা নিয়ে আল-কায়েদার এক সাহসী সেনায় পরিণত হন।

আমি এখানে শায়েখ ওসামা রহ. এর প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের দুটি উপমা পেশ করছি। যাতে করে এটা সকলের জন্য বিশেষ করে মুজাহিদদের জন্য উত্তম চরিত্র এবং পথের পাথেয় হয়।

১. শায়েখ আবু মুস্আব রহ এক অডিও বার্তায় শায়েখ ওসামা রহ এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন, 'আমি আপনার একজন সৈনিক মাত্র। আপনি চাইলেই আমাকে অপসারণ করতে পারেন। বিষয়টি পরীক্ষা করার সুযোগ আছে। শায়েখ জাওয়াহিরী আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে শুধুমাত্র পরামর্শ দেন; যদি তা চূড়ান্ত নির্দেশ হত তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে তা পালন করতাম।

২. শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর পক্ষ থেকে একবার খোরাসানে তার এক দূত আসল এবং সে বিভিন্ন কমান্ডারদের সাথে সাক্ষাত করে। যাদের মধ্যে একজন হলেন শায়েখ মুস্তফা আবু ইয়াজীদ রহ.। তিনি তাকে শায়েখ আবু মুসআব রহ. সম্পর্কে বলেন, শায়েখ যখন বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের সামনে মজলিসে শুরা গঠনের বিষয়টি পেশ করলেন। তখন একটি গ্রুপ বিলাদে রাফেদাইনের আল-কায়েদার শাখা মূল আল-কায়েদা থেকে পৃথক হওয়ার শর্ত করলে তখন শায়েখ আবু মুসআব বলেন,

معاذ الله أن أنكث بيعتي مع الشيخ اسامة رحمه الله.

'শায়েখ উসামা রহ. এর সাথে আমার বায়আত ভঙ্গের ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়েখ যারকাবী রহ. থেকে শায়েখ উসামা রহ. এর প্রতি প্রেরিত দুই রিসালাহ দেখতে পারেন। ১. শায়েখ উসামার আলকায়দার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা। ২. সৈনিকের পক্ষ থেকে আমীরের প্রতি চিঠি। আর শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. এর ব্যাপারে কথা হল, তিনি তো জিহাদী জামাতের মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন এবং তার একজন নিষ্ঠাবান সৈন্য ছিলেন। আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখতাম। সে অনেকবার বিভিন্ন অভিযানে আমার সঙ্গী হয়েছেন এবং আমার পাহারাদারী করেছেন। সে এবং শায়েখ আবু ইসলাম আল-মিসরী রহ. এক সাথে আফগানিস্তানে শায়েখ উসামা রহ. এর হাতে বায়আত দিয়েছেন। সে অনেক বার আমার সাথে শায়েখ উসামা ও শায়েখ মুস্তফার সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। তাতে যথাক্রমে চাচা, পিতা, মামা সম্বোধন করেছেন। সে শায়েখ আবু ওমর আল-বাগদাদী রহ. কে বায়আত দেওয়ার সময় এই শর্ত দিয়েছেন যে তাকে শায়েখ উসামার হাতে বায়আত দেওয়ার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের কাছে বায়আত দিতে হবে।

শায়েখ আবু মুসআব আয-যারকাবী রহ. এর শাহাদাতের পরে শায়েখ আবু হামজা যে খুতবা দেন তাতে তিনি বলেন, شيخنا و أميرنا اباعبد الله أسامة بن لادن. 'আমাদের শায়েখ ও আমাদের আমীর হলেন উসামা বিন লাদেন।'

শায়েখের বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল,

لقد مَنَّ اللهُ علينا وأكرمنا بإخوةٍ كرامٍ أشاوسَ اجتمعوا معنا في (مجلسِ شورى المجاهدين). فكانوا خيرَ عونٍ ونصيرٍ، تعاقدنا على النصرِ وتعاهدنا على التزامِ منهجِ السَلفِ رضي اللهُ عنهم. فجزاهم ربُنا عنا وعن جميعِ المسلمين كلَ خيرٍ.

شيخنا و أميرنا أبا عبدِ اللهِ أسامةَ بنَ لادنٍ؛

نحن رهنُ إشارتكم وطوعُ أمركم، ونبشِّرُكم بالمعنوياتِ العاليةِ لجندِكم وبالنفوسِ الكريمةِ الأبيةِ التي انضوت تحت رايتِكم وبطلائعِ نصرٍ قريبٍ بإذنِ اللهِ تعالى".

'আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং এমন কিছু দুঃসাহসী ভাইদের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন যারা আমাদের সাথে মুজাহিদদের 'মজলিসে শুরার' প্ল্যাটফর্মে একত্র হয়েছেন। তারা ছিলেন সর্বোত্তম সহযোগী। আমরা একে অপরকে সাহায্যের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলাম এবং আমরা সকলেই আমাদের সালাফদের মানহাজ আঁকেড়ে ধরার ব্যাপারে অবিচল ছিলাম। হে আল্লাহ আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমাদের শায়েখ ও আমাদের আমীর হলেন আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন।

হে শায়েখ! আমরা আপনার নির্দেশের গোলাম। এবং আপনার নির্দেশ মান্যকারী। আপনার সৈন্যরা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, উঁচু মনোবল আর কোমল হৃদয় নিয়ে আপনার ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় সমাগত।'

সুতরাং একথা কিভাবে বিশ্বসযোগ্য হবে যে, আমীরের প্রতি অনুগত এই দুই বীর শহীদ তাদের আমীর শায়েখ উসামা বিন লাদেনের সাথে তাদের অঙ্গীকার বা তাকে দেওয়া বায়আত ভঙ্গ করেছেন? আসলে এধরণের কথা সত্যের অপালাপ বৈ আর কিছুই নয়।

এরপর কথা হল, কী কারণে শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির এধরণের কাজ করবেন? এধরণের কাজ কি মুজাহিদদের ঐক্যের জন্য উপকার না অপকার? কেনইবা শায়েখ আবু হামজা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এর আনুগত্য ত্যাগ করবেন?

ফলাফর কী হত যদি আল-কায়েদার সকল শাখা-প্রশাখা অথবা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের হাতে বায়আতকৃত সকল জামাত এরকম করতো। যেমনটি অপবাদকারীরা শায়েখ আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. এর নামে প্রচার করে থাকে? এর মাধ্যমে মুজাহিদদের ঐক্য নষ্ট করা ছাড়া আর কোনই লাভ নেই। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে শুধু মুজাহিদদের ঐক্যই নষ্ট হবে। যারা এরকমটি করছে তারা আসলে কী চায়? তারা কি মুজাহিদদের ঐক্য চায়?

এমন মিথ্যা অপবাদ কেন প্রচার করা হচ্ছে এবং কারা এই মিথ্যা প্রচার করছে। এবং কারা এর মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে যে আবু হামজা আল-মুহাজির রহ. একচেটিয়াভাবে শায়েখ উসামা রহ. ও আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. কে দেওয়া বায়আত ভঙ্গ করেছেন?

এর উত্তর হল, বাগদাদী ও তার জামাআত। বাগাদদী ও তার জামাআতই এই মিথ্যা প্রচার করছে। এরা শরীয়তের বিচার থেকে পালানোর অজুহাত দাঁড় করানোর জন্যই এসব খোঁড়া ও মিথ্য যুক্তি প্রকাশ করছে। তারা মাশওয়ারা বিহীন খিলাফতের ঘোষণার মাধ্যমে উম্মাহর সম্মিলিত হক ছিনতাই করেছে, সুতরাং তারা ছিনতাইকারী। তারা তাদের আমীরের আনুগত্য ত্যাগ করেছে, সুতরাং তারা বাগী। আর যারা তাদের এই অপরাধমূলক কাজের বিরোধিতা করে তাদেরকে তারা নানা রকম মিথ্যা অপবাদে জর্জড়িত করেছে। যেমন দল ত্যাগী, ধর্ম নিরপেক্ষবাদী, গণতন্ত্রপন্থি, ইখওয়ানপন্থি ইত্যাদি। সুতরাং তারা মিথ্যাবাদী।

হে আবু মুসআব আয-যারকাবী ও আবু হামজা! আল্লাহ তাআলা আপনাদের উপর রহম করুন। আপনাদের মৃত্যুর পর আমাদের মসিবত অনেক বেড়ে গেছে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)।

ফিরে আসি মূল কথায়। শায়েখ উসামা ইহুদী-খৃষ্টানদের মোকাবেলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক জিহাদী সংগঠন গঠন করার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের সকল দলকে একত্রকরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। অতঃপর শায়েখ এই সংগঠন তথা আল-কায়েদাকে ইমারতে ইসলামিয়ার পতাকা তলে একত্র করেছেন। শুধু তাই নয়, শায়েখ আল-কায়েদাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে আল-কায়েদার শাখা খুলেছেন এবং সকল শাখা এবং সকল দলকে একজন আমীর তথা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের ঝাণ্ডাতলে একত্র করেছেন।

এই হল শায়েখ উসামা রহ. এর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী স্কিম। এই কঠিন ও মুবারক পরিকল্পনার পরও শায়েখ এবং তার সহযোগী ভাইয়েরা বর্তমান সময়কে খিলাফাহ তো দূরের কথা একটি ইমারাতে ইসলাম ঘোষণার জন্যও উপযুক্ত মনে করতেন না। আমেরিকা শায়েখ উসামা রহ. এর যেসব চিঠি-পত্র ও দস্তাবেজ প্রকাশ করেছে; তাতেও এসব পরিকল্পনার কথা রয়েছে। তবে আমি আমেরিকা কী পকাশ করছে তা দেখতে বলছি না। আমার উদ্দেশ্য হল- জিহাদ ও মুজাহিদীনকে সমর্থন করেন কিংবা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন- এমন সবার উচিৎ হল এসব দস্তাবেজ ভাল করে অধ্যায়ণ করা। এক মুজাহিদ ভাই আমাকে বলেছেন, সে তার সাথীদেরকে এ সকল দস্তাবেজ পড়ে শুনান, যাতে করে এতে যে শিক্ষা ও উদ্দেশ্য আছে তা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করা যায়।

শায়েখ উসামা ও তাঁর সাঙ্গীরা যে ঐ সময় ইমারাত ঘোষণার অনুমতি দেননি তা এ কারণে নয় যে, তাঁর সাথীরা এ ব্যাপারে অবহেলা বা ত্রুটি করেছেন বরং

এটা ছিল বাস্তবসম্মত ইজতেহাদ ও সঠিক পরিকল্পনারই দাবি। এর মধ্যে তারা জিহাদ ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ দেখতে পেয়েছেন। কারণ, أن تعجل الشيئ قبل أوانه يؤدى لحرمانه. সময় আসার পূর্বে তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করাই তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

শুধুমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের কিছু অঞ্চল দখল করাই যদি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে তো আল-কায়েদা কত আগেই খিলাফাহ ঘোষণা করতে পারত। কারণ, বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখা । বিশাল-বিশাল অঞ্চল দখল করে সেখানে তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে রত আছে; বরং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহ. এই ঘোষণার সবচেয়ে বেশী হকদার। কারণ, তিনি তো বহু আগ থেকেই বিশাল অঞ্চল দখল করে সেখানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হে আল্লাহ আপনি সকল মুসলমান ও মুজাহিদদের রক্ষা করুন এবং তাদের বিজয় দান করুন! আমীন।

এখানে কয়েকটি সংশয় সৃষ্টি হয়:-

১. পরিস্থিতি অনুকূলে আসার আগ পর্যন্ত বায়আত থেকে বিরত থাকা কি গুনাহ?

উত্তর: না। অনেক সাহাবী রাযি. পরিস্থিতি অনুকূলে আসার আগ পর্যন্ত হুসাইন রাযি. কে বিদ্রোহ করা এবং নিজের জন্য বায়আত চাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেয়েছেন। পরবর্তীতে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। অথচ বিদ্রোহ করার পূর্বেই অনেকে তাকে বায়আত দিয়ে ছিল এবং তিনি নিজেকে খলীফা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর বায়আত তলব করেননি।

তাকে যারা বাধা দিয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে একজন হলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., যিনি আলী রাযি. এর একজন বড় সর্মথক ছিলেন ও তাঁর ঝাণ্ডাতলে যুদ্ধ করেছেন।

২. আপনারা মনে করেন যে, খিলাফা ঘোষণার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল নয়। অথচ আমরা তো দেখছি যে, খিলাফাহ ঘোষণার জন্য পরিস্থিতি পুরাপুরিই অনুকূল। এটা আপনাদের ইজতেহাদ। আর আমরা যেটা করছি সেটা আমাদের ইজতেহাদ।

এর উত্তর: যদি জমহুর মুসলমানগণ আপনাদের সাথে একমত হয়ে থাকে তাহলে তো ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই; কিন্তু তারা তো আপনাদের সাথে একমত হতে পারছে না। সুতরাং মাশওয়ারা ব্যতীত মুসলমানদের বিষয় নিয়ে একক সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার আপনাদের নেই।

৩. বর্তমান পরিস্থিতি যদি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা ঘোষণার জন্য অনুকূল না হয়ে থাকে তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে নেয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে।

১. আমাদের উপর ইমারাতে ইসলামীর বায়আত আছে। আমরা তো আর তা নিয়ে তামাশা করতে পারি না।

২. বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, এটা হল বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পুরাতন ইমারাতে ইসলাম। অনুরূপভাবে ককেশাশের ইমারারও পরামর্শ আবশ্যক এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে অবিচলভাবে জিহাদরত দলগুলোর পরামর্শ ব্যতীত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। কেননা ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তান ও ইমারাতে ককেশাশ ও অন্যান্য দেশের মুজাহিদ সংগঠনগুলো যেহেতু শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত তাই এদেরকে ছুড়ে ফেলার কোনই সুযোগ নেই এবং এদের পরামর্শের তোয়াক্কা না করে স্বৈরতন্ত্রর গোড়াপত্তন শরীয়ত বিরোধী কাজ। শরীয়ত এটাকে কখনই বৈধতা দেয় না। যারা নিজে নিজে খিলাফাহ গঠন করেছে তাদের ইচ্ছা যদি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠাই হয়ে থাকে তাহলে তারা আবার ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানের কাছে ফিরে আসুক যার বায়আত তারা ভঙ্গ করেছে। তারা যেন আর অপরিচিত কিছু লোকের বায়াতের মাধ্যমে খিলাফাহ দাবি না করে এবং অন্যদেরও নিজের বায়আতের দিকে আহ্বান না করে।

এবার আসছি প্রশ্নোত্তরে। তাহলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠায় আমরা কোন পন্থা অবলম্বন করব? এর জন্য পন্থা হল;-

প্রথমত: ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানকে এবং ককেশাশের ইমারাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবীর সকল স্থানে জিহাদরত মুজাহিদদের সমর্থন ও সাহায্য করা। বড় শত্রু এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট আঞ্চলিক হোতাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে পুরো উম্মাহকে এক করার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত: যখনই পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে তখন মুজাহিদীনদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ইমারা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া।

এরপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে:-

১. এখন কি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সময় হয়েছে এবং তার সকল উপাদান কি প্রস্তুত হয়েছে?

২. এরপর যখন অধিকাংশ মুজাহিদ, ন্যায়-নিষ্ঠ দায়ী এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা একমত হবেন যে, এখন খিলাফাহ ঘোষণার সময় হয়েছে। এর পর আর একটি

প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমে পরামর্শ চূড়ান্ত হবে। আর তাহল কে খলীফা হবেন? উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে একমত হবেন যে, ইনিই খলীফা হওয়ার উপযুক্ত- তাকে খিলাফতের বায়আত দেয়া হবে।

দুটি বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করবো-
১. মুজাহিদ, আলেম ও দায়ীদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি জোর দিন হয়ত অনেক সময় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে তা থেকে গাফেল থাকা হয়। যেমন, তাজকিয়ায়ে নফস ও উত্তম চরিত্র গঠন।

*আপনারা মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করবেন যে, সাধারণ সকল মানুষদের প্রতি বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি আরো বিশেষ করে মুজাহিদদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া অনেক বড় অপরাধ এবং এর শাস্তি অনেক কঠিন। যে ব্যক্তি কোন দলীল ছাড়া অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় সে মিথ্যাবাদী। মহান আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে বলেন,

﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

'অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।'

*আপনারা হুরমাতে মুসলিম তথা মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জত-আবরু সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করবেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী স্বরণ করিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,
﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।'[৪৭]

*আপনারা মুসলমানকে অন্যায়ভাবে তাকফীর করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করবেন এবং তাদেরকে আল্লাহর রাসূল সা. এর এই বাণী স্বরণ করিয়ে দিবেন, "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" 'যদি কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলল, তাহলে এটা দুজনের একজনের দিকেই ফিরবে।'[৪৮]

---

[৪৭] সূরা নিসা: ৯৩
[৪৮] মুসনাদে আহমদ

*আপনারা উম্মাহর সামনে স্পষ্ট করুন, আমরা আপনাদের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা চাই মানুষ ইসলামের ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সুখে-শান্তিতে থাকবে। আমরা ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও মাশওয়ারার দিকে আহ্বানকারী। আমরা ইসলামের নামে ক্ষমতা দখলকারী নই এবং আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীও নই।

* আপনারা তাদেরকে বুঝাবেন আমরা উম্মাহকে তাকফীর করি না। আমরা তাদের বন্ধু। আমরা তাদের সৎপথ দেখাতে চাই। আমরা তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতকারী। তার নিলামকারী নই।

২. মুজাহিদ ভাইদের আমি বলব, আসলে এটা নতুন কোন বিষয় না; বরং পূর্বের কথাকেই নতুন করে বলা। মুজাহিদ ভাইয়েরা! আপনারা সব জায়গায় স্বতন্ত্র শরয়ী বিচারবিভাগ কায়েম করুন। বিচ্ছিন্ন মুজাহিদদের একত্র হওয়ার আহ্বান করছি। শাম ও ইরাকের সকল মুজাহিদদের এক হওয়ার আহ্বান করছি। আপনারা ক্রুসেড শত্রু, নুসাইরি, রাফেজী ও ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করুন এবং একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করুন। জ্ঞানী ও খোদাভিরুদের জন্য দরজা খোলা। তারা চাইলেই প্রবেশ করতে পারে।

এরপর আমি আবারও বলছি এবং বারংবার বলছি, আপনারা 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' প্রতিষ্ঠার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে থাকুন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকুন। জেনে রাখুন! এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে মজলিসে শুরা ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে। জোর জবরদস্তি কিংবা অরাজকতার মাধ্যমে নয়।

حبذا العيش حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء.

এই জীবন কতইনা সুখের হবে যখন আমার সম্প্রদায় এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে যে, কোন ব্যক্তিস্বার্থ তাকে আর বিচ্ছিন্ন করবে না।

وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

ইসলামী বসন্ত (ষষ্ঠ পর্ব)

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري

حفظه الله

পূর্বে আলোচনা হয়েছে ইরাক ও শামে ক্রুসেড আক্রমণ এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী আমরিকানদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদের করণীয় কী? এবং খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ কী? সাথে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য উপযোগী? না হলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র আমাদের করণীয় কী?

আজ আমি মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত অনেক কঠিন এক বিপদ নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হল মুসলিম উম্মাহর উপর যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের সাথে ইরানী সাফাবীদের জোট গঠন।

আমি আমার মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে শায়েখ আবু হাম্মাম আশ-শামী রহ. ও ক্রুসেড বিমান বাহীনির হামলায় শহীদ ভাইদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং 'জাবহাতুন নুসরার' সকল ভাইদের সান্ত্বনা দিচ্ছি এবং তাদের ধৈর্য ধারণ করে দৃঢ়চিত্তে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। হে আল্লাহ আপনি এই আক্রমণে শহীদদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাদের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ আপনি জাবহাতুন নুসরার ভাইদের মাধ্যমে আপনার দীন, আপনার কিতাব, আপনার নবীর আমানত রক্ষা করুন আমীন।

প্রিয় উম্মাহ! বর্তমানে আমরা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। আর তা হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আক্রমণের সাথে সম্প্রতি ইরানের প্রকাশ্যে যুক্ত হওয়া। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের এই চুক্তি স্পষ্টভাবে আমরিকার দুই শত্রু তথা ইরাক ও আফগানের বিরুদ্ধে। এটা ইরানের সেনাপ্রধানও স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিয়েছে।

আর শামে রাফেজী, সাফাবীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা যে কোন মূল্যে আসাদ ও আসাদের সরকারকে রক্ষা করবে। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একদিকে ন্যাটোর সাথে মিলিত হচ্ছে, অপরদিকে রাশিয়ার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে জোট গঠন করছে। এই তো কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, আসাদের সাথে বৈঠক ব্যতীত সিরিয়ার সামস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কিন্তু অতি আফসোস ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফের মুশরিকরা এক জোট হচ্ছে। আর আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের উচিৎ মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মাঝে যে ছোটখাটো সমস্যা আছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা; কিন্তু তা না করে একদল আবার নতুন করে ফেতনা সৃষ্টি করেছে! এবং আমাদের মাঝে বিভেদের রাস্তা তৈরী করছে। তারা নিজেদের জন্য এমন পদ-পদবী দাবি করছে- বাস্তবতা এবং শরীয়ত কোন দিক থেকেই যার উপযুক্ত তারা নয়। বিভিন্ন ভাবে বাড়াবাড়ি করে ফিৎনা ছড়িয়ে শামের জিহাদকেই নষ্ট করছে। তারা নূন্যতম সন্দেহের ভিত্তিতে কোন দলীল ছাড়া আবার কখনো উল্টো দলীল দাঁড় করিয়ে মুজাহিদদের তাকফীর করছে। এর মাধ্যমে ক্রুসেডারদেরই তো মঙ্গল হচ্ছে। নুসাইরী, সাফাবী ও রাফেজীদেরই উপকার হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করে শুধু তারাই হক জামাত এবং টিকে থাকার অধিকার শুধু তাদেরই। আর অন্য সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং যে করেই হোক তারা ব্যতীত আর কোন মুজাহিদ জামাআতকে টিকতে দেয়া যাবে না। কারণ, এটা ছাড়া তো আর নিজেদের এককভাবে খাঁটি ইসলামী দল ঘোষণা করা যাবে না! তাই তারা অন্যদের কাজকে কুফুরী, রিদ্দাহ, খিয়ানত, সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহমূলক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

হায়রে নির্বোধ! তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে, এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও হচ্ছে। তাদের পূর্বে অন্যান্য জিহাদী দলগুলোই তো ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড, রাফেজী, নুসাইরী ও নাস্তিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং এখনও করছে। ইশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবে; বরং তারাও তো সে দলেরই একটা অংশ। মানুষতো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছে এরই মাধ্যমে।

আফসোস! আমরা আজ আমাদের পূর্ববর্তীদের পথ ত্যাগ করে কোন পথে হাটছি! আমরা পুরো উম্মাহকে অথবা, জমহুর উম্মাহকে কেন একত্র করার চেষ্টা করছি না, যাতে করে এর মাধ্যমে আমরা এমন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে পারি, যার ভিত্তি হবে মজলিসে শুরা। যেমনটি সাইয়্যেদুনা ওমর রাযি. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, الإمارة شورى 'ইমারা গঠিত হবে মজলিসে শুরার মাধ্যমে।'[৪৯]

যারা আজ খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ ত্যাগ করে কারো সাথে পরামর্শ না করে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে -শুধু তাই নয়, এরপর সকলকে তার বায়আত দিতে বলছে, যারা বায়আত না দিবে তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। তারা পুরো বিষয়টাকে একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। কারণ, আমরা জানি খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত হল, বায়আত দেয়া হবে স্বেচ্ছায় ও

---

[৪৯] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৯৭৬০

সন্তুষ্টচিত্তে। অতঃপর যখন অধিকাংশ মুসলমান এক হবে তখন বায়আত সংগঠিত হবে। অথচ আমরা দেখছি তার পুরোপুরি ইল্টো চিত্র। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কেউ প্রচার করছে যে, এটাই হল 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। তাই সবাই একে বায়আত দিতে হবে। অথচ সে তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করেছে। এক দিকে তারা অন্যদেরকে আনুগত্যের আদেশ দেয় অন্য দিকে নিজেই স্বীয় আমীরের অবাধ্য হয়। সে তো আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের হাতে বায়আত প্রাপ্ত। তার মুখপাত্রও তো এক সময় মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের সুউচ্চ পাহাড় অবিধায় ভূষিত করত এবং তার অনুসারীরাও এর ন'রা উচ্চকিত করত।

পরবর্তীতে সে যা করার ইচ্ছে করেছে। আসলে এর মাধ্যমে যা করছে তা হল, সে মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন ও ফাটল সৃষ্টি। ইতোমধ্যেই সে তার অনুসারীদের আদেশ করেছে যে, যারা তার আহ্বানে সারা না দিবে তারা যেন তাদের মাথা গুড়িয়ে দেয়। কারণ, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করছে। অথচ, আমাদের শত্রুরা জোটবদ্ধ হয়েছে। আমরা কি শত্রুর কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না?

আমি এখানে সীমালঙ্ঘনকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কিছুই বলব না। আমি শুধু আমার জন্য এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে হেদায়াতের দোআ করব। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়াত দান করুন। আমি জ্ঞানী, মুত্তাকী ও উঁচু মানসিকতার লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হোন। আবারও বলছি, আপনারা শত্রুর বিরুদ্ধে এক হোন সব বিভেদ ভুলে শত্রুদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হোন। কেউ কি আছে যে, আমার কথা শুনবে! কেউ কি আমার এ আহ্বানে সারা দিবে? আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছিঃ-

১. আপনারা এখনই মুজাহিদদের পরস্পর সংঘাত বন্ধ করুন।

২. অমুক দল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এই অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছেড়ে দিন।

৩. ইরাক এবং শামের একটি স্বতন্ত্র শরয়ী বিচারবিভাগ কায়েম করুন এবং যার ক্ষমতা বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ দুই অঞ্চলের সকল মুজাহিদদের দায়িত্বে থাকবে।

৪. অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে আম ক্ষমা ঘোষণা করুন।

৫. পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হোন। যেমন, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া, আশ্রয়হীন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঞ্চয় করা এবং সম্মিলিত অপারেশন পরিচালনা করা ইত্যাদি।

নিশ্চয় শামের মুবারক জিহাদের সাথে পুরো উম্মাহর দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্খা মিশে আছে এবং তারা একটি সুন্দর ভোরের অপেক্ষা করছে। কেননা, শাম এবং মিসরই হল বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পূর্বশর্ত। সুতরাং, শামের জিহাদকে নষ্ট করা মানে পুরো উম্মাহর আশা-আকাঙ্খা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া। আর মুজাহিদদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সংবাদের চেয়ে খুশির সংবাদ শত্রুর নিকট আর কী হতে পারে?

মার্কিনীরা ইরাকে প্রবেশের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাফেজী সাফাবীরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধ শুধু মাত্র তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা মাশওয়ারা ব্যতীত নিজেদের খিলাফাহ দাবি করছে; এ যুদ্ধের পরিধি আরো বিস্তৃত। নিশ্চয় এটা এ অঞ্চলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। তথাকথিত খিলাফাহ ঘোষণার পূর্বেই আনবারে সম্মিলিতভাবে রাফেজী দলগুলো আক্রমণ করেছিল এবং এই খিলাফাহ ঘোষণার পূর্ব থেকেই শিয়া মিলিশিয়ারা সব জায়গায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণিত সব অত্যাচার করে চলছে।

আর বর্তমানে তাদের সম্মিলিত শক্তি পূরো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে ঘৃণিত সব অত্যাচার শুরু করেছে। যারা এই খিলাফতের সাথে একমত তাদের উপর এবং যারা এর সাথে একমত না তাদের উপরও। সুতরাং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। আর এসকল মিলিশিয়ারা যদি একবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অঞ্চলগুলো দখল করতে পারে, তাহলে তারা কাউকেই ছাড় দেবে না।

আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ইরাক এবং শামের সকল মুজাহিদদেরকে একতার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক, রাফেজী-নুসাইরীদের বিরুদ্ধে এক হোন। আপনারা মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এক হোন। আমি তাদেরকে বলছি, যারা আমাদের সাথে বিরূপ ব্যবহার করেছে এবং যারা ভাল ব্যবহার করেছে তদেরকেও বলছি। যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং যারা ন্যায় বিচার করেছে, যারা আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ

করেছে এবং যারা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। যারা আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং যারা সত্য বলে আমি সবাইকেই বলছি, এখন আমাদের পারস্পারিক দ্বন্দ্বের সময় নেই। শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে।

সুতরাং আসুন, আমরা একসাথে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করি।

মনগড়া খিলাফতের অধিকারীরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে তারা আমাদেরকে ধ্বংস করবে, ইমারাতে ইসলামিয়াকে গুড়িয়ে দিবে এবং তাদের ব্যতীত অন্য সকল জিহাদী তানজিমকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। এতো কিছুর পরও আমরা জ্ঞানী ও মুত্তাকীদের আহ্বান করে বলছি, আসুন! আমরা আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করবো। আমরা একটা শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। আমাদের মাঝে বিদ্যমান বিভেদ শরীয়তের আলোকে সমাধান হোক। আমরা মুসলমানদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে চাই।

হে মুসলমানেরা, হে মুজাহিদরা! তোমরা কি শোননি খ্রিষ্টান পোপের প্রতিনিধি সকল রষ্ট্রকে উগ্রবাদী, চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এক হতে আহ্বান করেছে। হ্যাঁ এটা ক্রুসেড যুদ্ধ। ওরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে আর আমরা পরস্পর একে অপরকে তাকফীর করছি! একে অপরকে হত্যা করছি!!

হে জ্ঞানী ও মুত্তাকীগণ! আপনাদের আহ্বান করছি, আসুন আমরা একটা নিরপেক্ষ শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। শরীয়তের আলোকে আমাদের মাঝে চলমান বিভেদ মিটে যাক। হয়তো আমাদের পক্ষে ফয়সালা হবে নয়তো বিপক্ষে। তবুও আমরা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত থাকতে চাই না। প্রিয় ভাই! আমরা শরয়ীত অনুযায়ী বিভেদ মিটাতে চাচ্ছি। তবুও কেন আপনারা পিছপা হচ্ছেন। অগ্রসর হচ্ছেন না কেন? আমরা মুজাহিদদের এক করতে চাচ্ছি; আপনারা কেন একতা নষ্ট করছেন? আমরা খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত অনুযায়ী মজলিসে শুরা গঠন করতে চাচ্ছি; আপনারা কেন তা প্রত্যাখ্যান করছেন? আমরা বারবার অঙ্গিকার পূরণের আহ্বান করছি; আর আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন!! কেন আপনারা এমনটি করছেন? আপনারা কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শুনেন নি? আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।'[৫০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।'[৫১]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

'তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।'[৫২]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও এক করে দাও এবং মুমিনদের জন্য কোমল ও রহমদিল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে এক করে দাও। আমাদের সকল তানজীমকে এক করে দাও। আমাদের মতানৈক্য ও বিভেদ দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর মালিক।

বর্তমানে ইয়ামানে হুতিরা রাফেজী, সাফাবীদের এক শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। হুথিরা তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করছে । তারা ছানাআসহ কিছু অঞ্চল দখল করেছে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা হারামাইন শরীফাইন দখল করে ফেলবে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে মুজাহিদরা। তারা মুজাহিদদের খুঁজে বের করতে ও তাদের উপর বোম্বিং করতে আমরিকার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ইয়েমানে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ এক মজবুত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় কাজ করছে যার উপর এসে আছড়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে রাফেজীদের সক্রিয় কর্মি হুথিদের সব ষড়যন্ত্র। আমরিকানদের দাস ধর্মনিরপেক্ষদের সকল অপপরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে এসকল বীর মুজাহিদগণ শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর মাদরাসায় গড়ে উঠা ছাত্র। তাদের

---

[৫০] সূরা আন-নূর: ৫১

[৫১] সূরা মাইদা:১

[৫২] সূরা আনফাল: ৪৬

আকাবীরগণ তার একান্ত নিকটের সহচর। তারা তাঁর জিহাদের ঝাণ্ডা বহন করে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। তাদের শহীদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাদের মধ্যে খারিবা আল হাজ, ইউসুফ আল উয়াইরী, তুরকিদ দানদালী, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মাশহুদ, আব্দুল আজিজ আল মুকরিন, সালেহ আল উফী, আবু আলী আল হারিছী, আনওয়ার আল আওলাকী এবং সাঈদ আশ শিহরী রহ.। এরা ছাড়াও আরো শতশত বীর মুজাহিদ শহীদের মিছিলে শরীক হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কবুল করেনিন এবং জান্নাতের প্রশস্ত ভূমিতে তাদের নিবাসী করুন। তাদের অনেক ভাই আহত অবস্থায় আছেন এবং অনেকে বন্দী হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জেলে আটকে আছেন। এবং এদের মধ্যে অনেকেই বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। অথচ, রাফেজী বন্দীরা আটক হওয়ার পর খুব দ্রুতই বের হয়ে যাচ্ছে। কেননা, সৌদি সরকার এবং আমরিকা ইরানের চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের ভাইয়েরা জাজিরাতুল আরবকে এবং ওহী অবতরণের স্থানকে পবিত্র করার জন্য এ সকল কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন এবং দিয়ে যাবেন। তারা রাসূল সা. এর পবিত্র বাণীকে বাস্তবায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

'তোমরা জাজিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।'[৫৩]

তাঁরা আস-সউদ পরিবারকে, রাফেজীদেরকে এবং ক্রুসেডারদের দোসর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় প্রতিহত করছে এবং করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ! মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের কাজকে প্রসারিত করে জাজিরাতুল আরব থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ কিছু দিন পূর্বে তারা প্যারিসে শার্লিএবদোতে সফল আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এতোসব গৌরবময় ইতিহাসের পরও এক লোক এসকল খোদাপ্রেমী জানবাজ মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা তোমাদের আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে আমাকে বায়আত দাও এবং তোমরা আমার আনুগত্য মেনে নাও। তাহলে দেখবে হুতিদের অবস্থা কী হয়।

---

[৫৩] সহীহ বুখারীঃ ৩১৬৮

অথচ তার বলা উচিত ছিল, 'ভাই মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনারা তো আমাদের অনেক আগ থেকেই জিহাদ ও হিজরতের ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম কাজের বিনিময় দান করুন। আসুন, আমরা সকলে এক সাথে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু- ক্রুসেডার বাহিনী, নুসাইরী, রাফেজী ও মুরতাদ তাগুতদের মোকবেলা করি। আমরা আমাদের আকাবীরে মুজাহিদীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকল মুজাহিদদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ কায়েম করার পক্ষে আছি। যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে কাছের দূরের ঐ সকল আকাবীরে মুজাহিদগণ যারা দির্ঘদিন ধরে নিজেদের সততা, যোগ্যতা ও খোদাভীরুতার মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে টিকে আছেন। যাতে করে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় শত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা কিছুতেই নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে আমাদের শক্তি নষ্ট করবো না। আমাদের মাঝে ফেতনা ছড়াতে দেবনা।'

যারা মুসলমানদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চায়, সাহায্য করতে চায় জালেমদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমদের; তাদের উসলুব বা কর্মপন্থা এমনই হওয়া চাই।

আর সৌদি আরবের শাসকবর্গ পূর্ব থেকেই তো বৃটেন-আমরিকার এজেন্ট এবং সেবাদাসের ভূমিকা পালন করছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল ব্যবসায়ীরা, যারা আমেরিকাকে তাদের অভিভাবক ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনুগত দাস হয়ে কাজ করছে- ওরা কোন দিনও হারামাইন শরীফাইনকে রক্ষা করবে না। কারণ, তারা এবং তাদের পূর্বসূরীরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দেশকে পূর্বেও বৃটিশদের কাছে বিক্রি করেছিল। আর বর্তমানে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে। সাফাবী, রাফেজীরা যখন হারামাইন শরীফাইনের দিকে অগ্রসর হবে তখন তারাই সর্ব প্রথম পালায়ন করবে। যেমনিভাবে তাদের পূর্বে সাদ্দামের সাথে যুদ্ধে কুয়েতের আমীর পলায়ন করেছিল (এবং কিছুদিন পূর্বে আবদে রব্বে মানসূর করেছে)। আরে, এরা তো নিজেদের রক্ষার জন্য আমরিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। অথচ আমরিকা নিজ স্বার্থ ছাড়া কিছুই করে না। এই তো ইরান নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে আমেরিকার সাথে সমঝোতা করেছে। যাতে করে উপসাগরীয় অঞ্চলের শাসকদের যেদিকে খুশি সে দিকে পরিচালিত করা যায়।

হারামাইন শরীফাইনকে একমাত্র মুজাহিদগণই রক্ষা করবে। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের মুজাহিদরা- যারা সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসূরী। পূর্ব

পশ্চিমে বিজিত ইসলাম প্রচারকদের উত্তরসূরী। তাঁদের উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে নবী পরিবারের এবং গামেদ, জাহরার, বনী শাহর ও বনী হারব গোত্রের ১৫জন আত্মোৎসর্গি 'বাজ' টুইন টাওয়ার নামে পরিচিত আমরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রলায় এবং বানিজ্যিক টাওয়ারে শহীদী হামলা চালিয়ে পুরো কুফফার বিশ্বকে বলে দিয়েছে যে, সাবধান আমাদের প্রাণ কেন্দ্র হারামাইন শরীফাইনের দিকে চোখ তুলে তাকাবে তো চোখ উপড়ে ফেলব। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদন দান করুন, আমীন।

আর বর্তমানে এদের নেতৃত্বে আছে জাজিরাতুল আরবের তানযীমু কায়েদাতুল জিহাদের ভাইয়েরা। এদের মাধ্যমেই মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. ফিলিস্তিনী ভাইদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন,

"وَنُبشِّرُكم أن مددَ الإسلامِ قادمٌ، وأن مددَ اليمنِ سيتواصلُ بإذنِ اللهِ الواحدِ الأحدِ".

'হে ফিলিস্তিনী ভায়েরা! তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের বিজয় অতি নিকটে। এবং ক্রমাগত ইয়ামানের বিজয় অর্জিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে ইয়েমেন বিজয়ের দিকে এগোচ্ছে।'

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! হে সাহাবায়ে কেরামদের স্বাধীন, সম্মানিত গর্বিত উত্তরসূরীরা! হে আমলদার উলামায়ে কেরাম! হে প্রভাব শালী, সম্মানিত গোত্রের লোকেরা! হে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা! হে আত্মমর্যাদাশীল নেতারা! হে জাজিরাতুল আরবের মুসলমানরা! হে সারা দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমানেরা! আপনারা নিজেদের মুজাহিদ ভাইদের রাফেজী, সাফাবীদের বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরব রক্ষার যুদ্ধে সাহায্য করুন।

রাফেজী, সাফাবীরা জাজিরাতুল আরবের পূর্বদিক হতে কুয়েত, কাতীফ, দাম্মাম বাহরাইনের এবং দক্ষীণ দিকে নাজরান, ইয়েমেনে এবং উত্তর দিকে ইরাক ও শামে পরিকল্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে; বরং সাফাবী নব্য সংগঠনগুলো তো এখন মদীনাতুর রাসূলের তৎপরতা শুরু করেছে।এই তো হুথিরা সাউদি সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিজেদের জান-মাল, তথ্য, পরামর্শ এবং দোআর মাধ্যমে নিজেদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্য করুন। আপনারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্য করুন। আপনাদের উপর ধর্ম ব্যবসায়ী এবং পর্দার পিছন থেকে ট্যাক্স গ্রহণকারীরা ক্ষমতা দখল করার পূর্বেই আপনারা স্বীয় মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন

সম্মান বিনষ্ট হওয়ার আগেই। শয়তানের দলেরা একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে আপনাদের অবস্থাও ঠিক ঐরকম হবে যেরকম ইরাকে এবং শামে আমাদের ভাইদের হয়েছে। তারা সেখানে আমাদের ভাই-বোনদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে। হারামাইন শরীফাইনে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ শোনার আগেই আপনারা মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন। নব্য সাফাবীরা ইরানে আপনাদের ভাইদের সাথে পূর্বেকার সাফবীদের মত আচরণ করার পূর্বেই আপনার জাগতে হবে। সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার পূর্বেই তার সদ্ব্যবহার করুন।

وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله علي سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

ইসলামী বসন্ত

الربيع الإسلامي

শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আইমান হাফিজাহুল্লাহ

আস-সাহাব পাবলিকেশন
মগবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।